Regd. C—1808

চতুর্দ্দশ ভাগ

চতুর্থ সংখ্যা

...সংগঠন সমিতি
...কলিকাতা

সম্পাদক—
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ভাণ্ডার

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন	৫৯	৫। বাংলার কুটীর শিল্প ও পাট	৭২
২। সমবায় প্রচেষ্টার ত্রুটি	৬২	৬। কিস্তি খেলাপ ও তাহার প্রতিকার	৭৪
৩। সমবায় দেশ বিদেশ	৬৬	৭। সম্পাদকীয়	৭৫
৪। সমবায় এবং শিক্ষক	৬৮		

১৪শ ভাগ] কার্ত্তিক ১৩৩৮ [৪র্থ সংখ্যা

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন *

ভারতের কৃষক স্বতঃই দরিদ্র। এ দেশের বৃষ্টিপাত অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং কৃষিকার্য্যে সমবায় সমিতির প্রয়োজনীতা এদেশে সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে এক্ষণে লক্ষাধিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাদের চল্‌তি পুঁজি (working capital) প্রায় একশ কোটী টাকা। ইহাদের উপকারিতা সহজেই অনুমেয়। সমিতির অর্থের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ও তাহার সদ্ব্যবহার ও সমিতির সুচারু পরিচালনা একটা মস্ত সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তহবিল তছরূপ ও কর্ম্মচারিগণের অসাধুতায় ক্ষতি অবশ্যই হয়, কিন্তু সমিতি পরিচালনার শৈথিল্য ও তজ্জনিত ক্রেডিটের অপব্যবহারের তুলনায় উহা কিছুই নহে। সময়মত ঋণশোধের প্রয়োজনীয়তা রায়তেরা এখনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের মূল সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ভাষা ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমন একজন বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কের প্রয়োজন যিনি কৃষকদের মনে যত দিন না সমবায়ের প্রকৃত মর্ম্ম বদ্ধমূল হয় ততদিন উহাদের অমিতব্যয়ের হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের গভর্ণমেণ্ট যে বিশেষ তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সমবায় সমিতির অবনতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহারাও এরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯০৪ সালে সমবায় আইন প্রচলিত হইবার পর হইতে ব্রহ্মদেশে নগরস্থ ও গ্রাম্য সমিতি ও পশুবীমা সমিতির প্রসার ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে দেখা গিয়াছে যে একমাত্র ব্রহ্মদেশেই চারি হাজার ঋণদান ও চারিশত পশুবীমা সমিতি বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত ছয়শত লোক্যাল 'ইউনিয়ন' ও একুশটি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও একটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক আছে। ইহাদের চল্‌তি পুঁজির পরিমাণ সাড়ে সাইত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। অধুনা কৃষকদের মধ্যে গ্রাম্য সমিতির ঋণ পরিশোধের স্পৃহার

---

* 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই কারণেই গ্রাম্য সমিতিও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। এরূপভাবে কিস্তি খেলাপের দরুণ বাকী টাকার পরিমাণ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহাতে তাঁহাদের দায়িত্বে গ্রাম্য সমিতিগুলি ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্য লইয়াই গ্রাম্য ইউনিয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ইউনিয়নের সাধারণ সভায় ঋণ পরিশোধ অশক্ত ব্যাঙ্কগুলির তীব্র সমালোচনা ও উহাদের উপর কঠোর শাসন করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রাচ্য দেশে সময়মত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারা সমাজে দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। কাজেই ইউনিয়নের কর্ত্তাগণ এইরূপ অপ্রিয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। ফলে কিস্তি খেলাপ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমবায় বিভাগের পরিদর্শকগণও এ বিষয়ে আশ্চর্য্যরকম শৈথিল্য দেখাইয়াছেন। সমবায় সমিতির পরিচালনায় উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজন হইলে সমিতিগুলিকে গুটাইয়া ফেলিতে বাধ্য করা উহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইলেও এবিষয়ে পরিদর্শকগণের উদাসীনতার কথা ক্যাল্‌ভার্ট (Calvert) কমিটি তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে উন্নতির আশায় দেউলিয়া সমিতিগুলির উপর অযথা দয়া প্রকাশ করায় বর্ত্তমানে এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।" ১৯২৮ সালে ব্রহ্মদেশের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি আসল টাকার ⅙ ভাগ ও সুদের মাত্র অর্দ্ধেক টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ক্ষতির সমস্ত দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, ফলে রাজস্বের ঘাট্‌তির পরিমাণ ত্রিশ লক্ষ টাকা হয়। এই ক্ষতি বন্ধ করিতে হইলে সমবায় প্রচেষ্টাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কটিকে গুটাইয়া ফেলা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই কতকগুলি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অন্ততঃ পক্ষে বহু বীমা সমিতিও বন্ধ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ ৩৮০০ গ্রাম্য সমিতির মধ্যে ১৪০০ সমিতি ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কি কারণে সমবায় সমিতিগুলির এই অবস্থা হইয়াছে ও ইহার প্রতিকারের উপায় কি? হিসাব-পরীক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত সকলের কার্য্যদক্ষতার অভাব, শৈথিল্য ও অপরিণামদর্শিতাই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। অসাধুতা সময় সময় দেখা গেলেও ইহাকে অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। ক্ষতিপুরণের জন্য দায়ী সঙ্ঘের(Guaranteeing Union) উপর অত্যধিক বিশ্বাসের ফলেই, সমবায় সমিতিগুলি মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। অন্যায় লোকমতের বিরোধিতা করিবার মত চরিত্রের বল এই সঙ্ঘের সভ্যদের নাই। অপ্রিয়ভাজন হইবার ভয়ে উহারা কোন সময়েই ব্যবসায়ের নিয়ম মানিয়া চলে না এইখানেই ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার পার্থক্য। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে উত্তমর্ণ ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতির অবস্থা ও 'ক্রেডিট' সম্বন্ধে রিপোর্ট ও টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ভার পরিদর্শকদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে এই গুরুভার সঙ্ঘের উপর দেওয়ায়, সমবায় প্রচেষ্টার এই দুরবস্থা হইয়াছে।

এই সঙ্ঘগুলিকে একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে। পরিদর্শকগণকে সমবায়ের মূলসূত্র সম্বন্ধে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে হইবে—বিশেষতঃ সরল গ্রাম্য কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে কাজ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কাজেই যাহাতে পরিদর্শকগণ সত্য সত্যই উহাদের প্রকৃত বন্ধু ও পরামর্শদাতা হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য। উত্তমর্ণ ব্যাঙ্ক অর্থ যোগান ব্যাপারে পরিদর্শকগণের অভিমত চাহিবেন কিনা—এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও কমিটির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। যদিও কমিটির সভ্যগণ পরিদর্শকদের উপর ভার অর্পণ করা উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। সাধারণভাবে গভর্ণমেণ্টের অভিমত ঠিক বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে সমবায় সমিতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ গ্রামগুলি সাধারণতঃ অতি দূরে দূরে অবস্থিত এবং যাতায়াতও কষ্টসাধ্য। পূর্ব্বঋণ পরিশোধ ও নূতন জমি বন্দোবস্তের জন্য যদি কৃষকদের জমি বন্ধক দিয়া

ঋণ দেওয়ার নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে 'মর্টগেজ ব্যাঙ্ক' খোলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য ঋণ দেওয়ার কাজ সমবায় সমিতিগুলি অনায়াসেই করিতে পারে। অল্প সময়ের জন্য ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি খুব বেশী নয়, কারণ টাকাটা ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাইবার আশা থাকে। যেখানে গো মহিষাদি খরিদ করিবার জন্য মধ্যবর্ত্তী ঋণের প্রয়োজন সেখানে ঋণ অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের জন্য বলিয়া, বিশেষ ভাবে সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজন। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত এ সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব নহে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়াই গ্রাম্য সমিতিগুলি কার্য্যকুশল সুপারভাইজারদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছে। বঙ্গে প্রদেশে সাধারণতঃ এই সুপারভাইজাররা বেসরকারী কর্ম্মচারী। কতকগুলি সমিতির ভার ইহাদের উপর অর্পিত থাকে এবং ইহারাও সমিতিগুলির সুচারু পরিচালনার জন্য দায়ী থাকেন। অন্যান্য প্রদেশে একজন সরকারী কর্ম্মচারী এই কার্য্য করিয়া থাকেন। শিক্ষার দিক হইতে আলোচনা করিলে পাঞ্জাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। সমবায় সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষার এত প্রয়োজনীয়তা অন্য কোন প্রদেশ এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। গ্র্যাজুয়েটগণকে দীর্ঘ ১৮ মাস কাল গ্রামে শিক্ষানবিশী করিয়া গ্রামের প্রকৃত সমস্যার সহিত পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই সব কর্ম্মচারিগণ স্বতঃই অত্যন্ত কার্য্যকুশল হন এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার্য্য যে কৃষিকার্য্যে ঋণদানের যে নীতি অনুসরণ করা হইবে তাহা বহুল পরিমাণে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রায় শতাধিক এইরূপ বিশেষজ্ঞ পাঞ্জাব সরকারের অধীনে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের কার্য্যকুশলতায় কৃষকদের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে।

গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় আজকাল কৃষক ও কারিকরদের মধ্যে নানাপ্রকারের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে, যথা, কৃষিকার্য্যের দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিক্রয়, জমির উন্নতি প্রভৃতির জন্য। পাঞ্জাবের অর্দ্ধেকের উপর গ্রামে এইরকম সমিতির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কম পক্ষে প্রত্যেক প্রকারের বিশ হাজার সমিতি ও তাহাদের ষাট হাজার সভ্য আছে। উহাদের চল্‌তি পুঁজি এক কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড হইবে। এই সকল গ্রাম্য সমিতির উপর ১২০টী সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক ও একটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে এই সমিতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে দশ বারটী মর্টগেজ ব্যাঙ্কের অর্থেরও যোগান দিতে হয়। পঁচিশ বৎসরের মেয়াদী বণ্ড প্রচলিত করিয়া প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক নিজের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সংঘের কর্ম্মচারিগণ গ্রাম্য-সমিতি ও 'চার্টার্ড একাউনটেণ্টগণ' সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রেজিষ্ট্রারকে অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সমবায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্য গভর্ণমেণ্ট চল্‌তি পুঁজির শতকরা ১½ সমিতিগুলিকে দিয়া থাকেন। এখন ইহা অনুমান করা সঙ্গত নয় যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সরকার এই কর্ম্মচারী রাখিয়াছেন। যে আন্দোলন জাতির জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহার প্রসার ও উন্নতির জন্য এইরূপ একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

ইহা অনেক সময়েই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় যে ভারতবর্ষের কৃষক ও কারিকরগণ কি প্রকারে তাহাদের সামান্য আয় হইতেও অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সমবায় সমিতি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আজকাল পাঞ্জাবের সমিতির সভ্যদের সঞ্চিত অর্থের মোট পরিমাণ ৩২ লক্ষ পাউণ্ড। সমিতির অংশে ও অন্যান্য প্রকারে ইহা জমা আছে। সমিতির চল্‌তি পুঁজির বাকী অংশ সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক যোগাইয়া থাকে। সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত লোকের নিকট হইতেই আমানত পায়। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের দ্বারা পরিচালিত সমিতির উপর তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, কারণ হিসাবপত্র সম্বন্ধে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে আছে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ও সমিতি উভয়েরই অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের পরামর্শ লইয়া চলিতে হয়। ইউরোপে

যদিও এইরূপ উপদেশের প্রয়োজন হয় না, ভারতবর্ষে ইহা অপরিহার্য্য। অনেকক্ষেত্রেই উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাবে সমিতিগুলি মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। অশিক্ষা, ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি, সমবায় সমিতি গঠনের প্রধান অন্তরায়।

দেখা যায় প্রাচ্যদেশে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী ও অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকাড়ি নিয়ম রাখা দরকার। এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে সভ্যদের দায়িত্বহীন হইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের যে সব প্রদেশ সমবায় আন্দোলনে সফলতা লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। যাহারা এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তাহাদের উচিত এই নীতি অনুসারে সমিতিগুলি পুনর্গঠিত করা, তবেই সমবায় প্রচেষ্টা সংযুক্ত হইবে।

সমবায় প্রচেষ্টার ত্রুটি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ত্রুটীযুক্ত কর্ম্মপদ্ধতির দোষে ইহা সফল হইয়া দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতর পক্ষে কোন সাহায্য ত করিতেছেই না পরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইহা তাহাদের অশেষবিধ কষ্ট ও অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক সমবায় সমিতি দ্বারা উপকৃত হইতেছে। প্রথম, সমিতির মধ্যে বিশেষ অবস্থাপন্ন সভ্যগণ, প্রধানতঃ যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া এবং যাহাদের উৎসাহে সমিতির সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয়তঃ, জমিজমাহীন অথবা অল্পজমিজমাবিশিষ্ট এক শ্রেণীর লোক যাহারা বাকপটুতা এবং সন্ধানী প্রকৃতির গুণে সহজেই পঞ্চায়েৎ সভার মধ্যে স্থান সংগ্রহ করে এবং নিজের টাকা প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া লয়। সাধারণ দরিদ্র কৃষক প্রজা যে তিমিরে সেই তিমিরে। অনেক সময় তাহারা নিজেদের কিস্তি শোধ দিয়াও অপর সভ্যের খেলাপীর জন্য টাকা পায় না অথবা তাহাদের নামে মঞ্জুরীকৃত টাকা পঞ্চায়েৎ কমিটির সভ্যগণ নিজেদের ইচ্ছামত দাদন করিয়া থাকে, তাহারা কোন প্রতিকার করিতে পারে না। কিন্তু সমিতির উপর যখন ঝড় ঝাপটা আসে তখন তাহা বহিয়া যায় ইহাদেরই উপর দিয়া; তখন অশেষবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় এই সব নিরক্ষর গো-বেচারীদের। অথচ সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য মহান এবং ইহাদেরই উপকারের জন্য এই সমবায় পদ্ধতির প্রবর্ত্তন।

কেন এমন হয়? দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য যাহার সৃষ্টি যাহা গভর্ণমেণ্ট তথা জনসাধারণের সমান সমর্থন লাভ করিয়াছে কোন দোষে তাহার এত অবনতি। যাঁহারা এই বিভাগের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন একের জন্য অপরকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হয় অথচ যাহারা প্রকৃত দোষী তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই আইনের বন্ধন এড়াইয়া যায়; ইহার কারণ বহু বিস্তৃত এবং গভীর। আমরা একটা একটী করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

(১) গঠন প্রণালী :—সমবায় সমিতিগুলি প্রত্যেকেই একটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র unit, আইনতঃ স্বাধীন কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত সম্বন্ধ প্রধানতঃ মহাজন এবং খাতকের পরোক্ষভাবে অংশীদার হিসাবে। সমবায় সমিতিগুলির সহিত ব্যক্তি-সভ্যগণের সম্বন্ধও এই। যাহারা অংশীদার সম্বন্ধের উপর বিশেষভাবে জোর দেন তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে অভাবের সময় অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিবার প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষকদিগকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই সমিতির উদ্ভব;

সুতরাং মহাজন এবং খাতকের সম্বন্ধই সত্য এবং শাশ্বত—অংশীদারের সম্বন্ধ গড়িয়া-তোলা। আজ সেই গড়িয়া-তোলা সম্বন্ধটাকেই প্রধান করিয়া দেখিবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা চারিদিকে দেখা যাইতেছে এবং এই মিথ্যা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা যে ইহার অবনতির জন্য কতকাংশে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সমিতি হইতে সভ্যগণকে টাকা দাদন করিবার সময় Maclagan Committee বলিয়াছেন "The loan must in no circumstances be for speculative purpose............... Loans should be given only for productive purposes or for necessaries which as essentials of daily life, can fairly be classed as productive." কিন্তু সমবায় সমিতির সভ্যগণ সকলেই সাধারণ মানুষ মাত্র তাহাদের যে কেবল মাত্র productive purpose এর জন্যই অর্থের প্রয়োজন হইবে অন্য কোন কারণে হইবে না এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। অথবা তাহারা productive purpose-এর জন্য সমিতি হইতে টাকা লইবে এবং অন্য প্রয়োজনের জন্য বাহিরের মহাজনের নিকট যাইবে তাহাও সম্ভবপর নহে। বস্তুত সমবায় সমিতিগুলি সভ্যদের সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যথাসম্ভব সেগুলি দূরীভূত করিতে যত্নবান হইবে, যাহাতে সভ্যগণ বাহিরের মহাজনের নিকট ঋণজালে বদ্ধ না হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে ইহ সমিতিগুলির একটি প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত Calvert সাহেব Committeeর উক্ত মতের টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন It would be suicidal for societies to place any absolute prohibition on the grant of loans for unproductive purposes. The Society occupies the place previously held by the money-lender and it must give loan for all purposes for which loans are essential including social expendeture" সুতরাং গ্রামের মধ্যে ক্রমশঃ মহাজনের স্থান অধিকার করিবার জন্যই সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা। ইহারা ক্রমশঃ গ্রামে তহবিলের সৃষ্টি করিবে, আবশ্যক মত সকলকে কম সুদে দাদন করিবে। এবং সমিতির লাভ সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য গ্রামেই ব্যয়িত হইবে। গ্রাম্য মহাজন অপরকে শোষণ করিয়া নিজে স্পষ্ট হয় অপর পক্ষে সমবায় সমিতির সভ্যগণ পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর পুষ্টিলাভ করে। এইখানে দুই আদর্শের সংঘাত। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে গ্রাম্য সমিতিগুলি মহাজনের স্থান অধিকার করিতে চলিতেছে। কিন্তু গ্রাম্য মহাজনদিগের অবস্থা কি এই প্রকার। অথবা জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলির অফিসগুলি কি এইভাবে চলিতেছে—দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা একটা exceptional case ইহার সহিত কিছুরই তুলনা করা যাইতে পারে না, কিন্তু normal বৎসরে উভয়ের কার্য্যকলাপ কি ভাবে চলে? মহাজন অথবা লোন অফিসগুলি চড়া সুদে যত টাকা আদায় করিতে সমর্থ হয় সমবায় সমিতিগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক কম সুদে তাহা পারে না কেন?

তাহার কারণ (১) মহাজন যেরূপ সতর্কতার সহিত কর্জ্জ দাদন করিয়া থাকেন সমবায় সমিতি হইতে যেরূপ সতর্কতার সহিত দাদন হয় না, অনেক ক্ষেত্রে অপাত্রে টাকা দাদন হইয়া পড়ে।

(২) কোন টাকা অনাদায় হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে মহাজন যে ভাবে তাহার সহিত কিস্তিবন্দী অথবা জমি জমা লইয়া আপোষ করিতে পারেন সমিতির পক্ষে সেরূপ করা সম্ভবপর নহে।

(৩ বাহিরের মহাজন এবং খাতক স্পষ্ট দুই বিভিন্ন ব্যক্তি, পরস্পরের স্বার্থ বিভিন্ন, সমিতির মহাজন এবং খাতক মূলতঃ দুইই এক। অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবে যাহারা মহাজন ব্যক্তিগত ভাবে তাহারাই খাতক। এবং যাহারা মহাজন তাহারাই যদি খাতক হয় অর্থাৎ যাহারা ভক্ষক তাহাদিগকেই যদি রক্ষার ভার অর্পণ করা যায় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক চালনার যেরূপ বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর তাহা সহজেই অনুমেয় এবং ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি আজ আমরা সকলে দেখিতেছি। ইহাতে সমবায়ের আদর্শ বিশেষভাবে রক্ষা হইতে পারে কিন্তু ব্যাঙ্কিং চলে না। অবশ্য বাহিরের মহাজন এবং খাতকের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট রূপে বিভিন্ন হওয়ায় মহাজন অনেক সময়ে নিজ স্বার্থের জন্য খাতককে exploit করিয়া থাকে এরূপ কথা

অনেক সময়ে মহাজনের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয় এবং ইহা যে একেবারে মিথ্যা তাহাও নহে কিন্তু সমবায় সমিতিগুলি সম্বন্ধেও কি ঠিক এই কথা বলা চলে না? সমিতি liquidation-এ গেলে সভ্যগণের উপর যখন অসীম দায়িত্ব enforce করা হয় তখন কি তাহা মহাজনের স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হয় না? তাহাকে কি লোকের উপর কম অবিচার করা হয়! তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে বাহিরের মহাজনের দেনার জন্য দেনদারেরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী অর্থাৎ যে দেনা করে তাহাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় অপর পক্ষে সমিতির দেনার জন্য সভ্যেরা সমষ্টিগত ভাবে দায়ী; যে দেনা করিয়াছে সেও যে না করিয়াছে সেও। সুতরাং দেখা যাইতেছে মহাজনের স্বার্থরক্ষা কল্পে উভয়েরই মূলনীতি এক কিন্তু কর্ম্মপদ্ধতির জন্য একটী ক্রমোন্নতিশীল অপরটী অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা পাইয়াও তাহা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। মহাজনেরা টাকা দাদনের সময় প্রাথমিক তদন্ত প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে, অপর পক্ষে সমবায় সমিতিগুলি বিশেষ কতগুলি সুবিধার অধিকারী হইয়াও শেষরক্ষা করিতে পারেনা।

(৩) মহাজনী রীতি :—মহাজন কম টাকা হইলে সাধারণত শুধু হাতে ঋণ দিয়া থাকেন এবং একটু বেশী হইলে ভূ-সম্পত্তি রেহান রাখেন এবং এই রেহানাবদ্ধ সম্পত্তির মূল্য দাদনের টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী। সব সময়েই যে মহাজনেরা খাতকের সম্পত্তি গ্রাস করিবেন বলিয়া এরূপ করেন তাহা নহে, অনেক সময়ই ইহা কর্জ্জ টাকার জামিন স্বরূপ রক্ষিত হয় ইহাতে খাতকের মনেও ভয় থাকে এবং টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে; অপর পক্ষে সমিতি হইতে কর্জ্জদাদন সাবধানতার সহিত ত মোটেই হয় না এবং যে টাকা দাদন করা হয় তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট জামিন রাখা হয় না। পূর্ব্বে প্রায়শঃই ব্যক্তি জামিন লইয়া টাকা দেওয়া হইত, এখন অনেক ক্ষেত্রে মর্টগেজ কারবার নামা প্রচলিত করিয়া সম্পত্তি জামিনের সহিত মনুষ্য জামিনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায় এই সব জামিন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভূসম্পত্তি যাহা রেহান দেওয়া হয়—তাহা দেনার তুলনায় প্রায় সমান সমান অথবা উক্ত সম্পত্তির হয়ত পূর্ব্ব হইতেই অন্যের নিকট আবদ্ধ। এখন কথা হইতেছে যে এই সব দেখিয়া শুনিয়া লইবার দায়ীত্ব কাহার? মুখ্যত গ্রাম্য সমিতির; কারন তাহারাই মহাজন। টাকা একবার দাদন হইয়া গেলে তারপর সভ্যের চাতুরী প্রকাশ পাইলেও টাকা আদায়ের কোন পথ থাকেনা এবং সমস্ত সভ্যের অবস্থাই যদি এই প্রকার হয় তখন সমিতির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। এরূপ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে দেনা পরিশোধের জন্য টাকা লইয়া সভ্য দেনা পরিশোধ করে এবং রেহানাদ্ধ সম্পত্তি মুক্ত না হওয়ায় সমিতির দেনা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

অবশ্য সেন্ট্রালব্যাঙ্কের দায়িত্ব ও কম নহে কারণ তাঁহারাই সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্জ্জদাদন করিয়াছেন। বিশেষভাবে এই সমস্ত কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সেনট্রালব্যাঙ্ক পরিদর্শক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময়ই ইহাদের উপদেশ সমিতিতে রক্ষিত হয় না এবং সমিতিকে জোরপূর্ব্বক কোন নির্দ্দেশ পালনে বাধ্য করা যাইতে পারে এমন কোন ক্ষমতাও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নাই। ফলে কোন সমিতি বক্রপথ অবলম্বন করিলে তাহাকে আর ভাল করা যায় না। সমবায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরাও এবিষয়ে নীরব।

সমবায় আন্দোলনে সমবায় নীতির যতটা বিশেষভাবে আলোচনা ব্যাখ্যা এবং প্রসারের চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহার practical side অর্থাৎ ব্যাঙ্কিংএর দিকটা ততোধিক অবহেলা প্রাপ্ত এবং অবজ্ঞাত হইয়াছে। প্রত্যেকটা উপবিধি এবং সমবায় আইনের ধারাগুলি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বটে কিন্তু যদি কেহ নীতি ভঙ্গ করে তবে তাহার প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। উপবিধি এবং Maclagan Committee এর recommendation-এ উল্লেখ আছে যে-সভ্য যে-উদ্দেশ্যে টাকা কর্জ্জ করিবেন যদি সে উদ্দেশ্যে টাকা খরচ না করেন তবে সেই টাকা আদায় করিয়া লইতে হইবে। "If it (the money) is improperly applied it should at once be recalled". এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম ভঙ্গ কারীদের নিকট হইতে টাকা আদায়

করিয়া লইবার সুপারিশ আছে। কিন্তু আদায় করিবার পদ্ধতি কি? কে আদায় করিবে? কি প্রকারে? কোন সভ্য যদি উদ্ধত ব্যবহার করে তাহার প্রতিবিধান কি? [অবশ্য কোন উৎকট সমবায়ী প্রশ্ন করিতে পারেন যে উক্ত সভ্যকে নিশ্চয়ই সমবায়ের মূলনীতি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই নতুবা সে কখনও এরূপ করিত না; ইহার উত্তর নিষ্প্রয়োজন তবে মোটামুটী তাহাকে বলা যাইতে পারে যে তাঁহাকে নিশ্চয় কোন দিন টাকা আদায় করিতে হয় নাই।] সভ্যদের অথবা সমিতির বিরুদ্ধে ৩টী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

১। ডিস্‌পিউট

২। ৩৫।ক ধারামত তদন্ত

৩। লিকুইডিশন

প্রথম দুইটীর ফলাফল সমবায়কর্ম্মিমাত্রেই অবগত আছেন—এবং তৃতীয়টী রোগী মারিবার পর চিকিৎসা সুতরাং আলোচনা অনাবশ্যক।

নাই, কোন প্রতিকার নাই। সমবায় সমিতির সভ্যগণের উপেক্ষা, স্বেচ্ছাকৃত কিস্তিখেলাপী, অবাধ্যতা প্রভৃতি দমনের কোন ব্যবস্থা নাই। চক্ষের উপর সমিতিগুলির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান স্বেচ্ছাচারিতার ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পঞ্চায়েৎ অনেকক্ষেত্রেই বহুটাকা কুক্ষিগত করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সরাইবারও জোর নাই, রাখিলেও সমিতির ক্ষতি, অথচ টাকা আদায় অসম্ভবপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তহবিল আত্মসাৎ করা, বেনামীতে টাকা লওয়া, বিনা মজুরীতে পুরস্কার গ্রহন করা প্রভৃতি কার্য্যগুলি এখন আর খুব বিরল নহে। ফলে সমবায় সমিতিগুলি বর্ত্তমানে এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে হয় সমবায় নীতির প্রচার কম করিয়া সবল হস্তে সমিতিগুলিকে অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ব্যাঙ্কিং জিনিষটাকে বাদদিয়া সমিতিগুলিকে সমবায় দাতব্য ভাণ্ডার রূপে পরিগণিত করিতে হইবে নতুবা সমবায়ের এই উন্মত্ত স্রোতবেগে সমিতিগুলি জলধির এমন অতলতলে ডুবিয়া যাইবে যে সহস্রবার সমুদ্রমন্থনেও তাহাদিগকে আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।
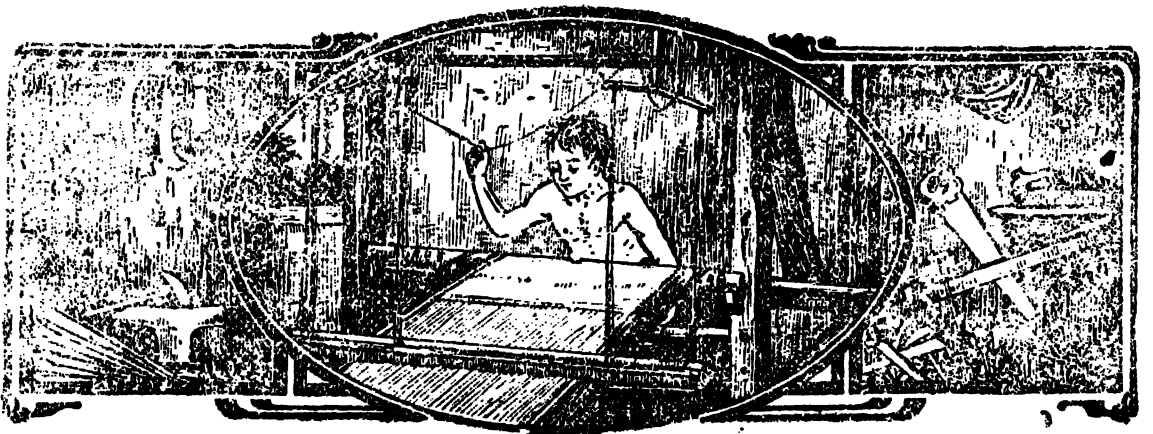
আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত-প্রদেশ

যুক্তপ্রদেশের ১৯২৯-৩০ সনের বার্ষিক রিপোর্টে রেজিষ্ট্রার মিঃ পি-এম-খারেগাট মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন, তা সকলেরই অনুধাবনযোগ্য।

গত কয় বৎসর ফসল উপর্য্যুপরি খারাপ হওয়ায় এবং তদুপরি বাজার মন্দা পড়ায়, সদস্য কৃষকদের অশেষ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে; ফলে সমবায় সমিতিগুলির একটা ঘোরতর সঙ্কট এসেছে। অনেক টাকা অনাদায় পড়ে গিয়েছে; অথচ এখন যদি সদস্যদের আর টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তারা নিরুপায় হয়ে সমিতির সম্পর্ক ছেড়ে দেবে, এবং ইতিমধ্যে যে সব টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিতে হবে। দরকার মত টাকা সকলকে দেওয়া যাচ্ছেনা বলে এবার বিশেষ আলোচনা এবং চিন্তা করে' স্থির করা হয়েছে, সর্ব্বত্র যেখানেই সম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করতে হবে, বিশেষতঃ আড়ম্বরপূর্ণ অথচ আপাত প্রয়োজনীয় খরচগুলি চারিশত সমিতি এই নীতি অবলম্বন করে প্রায় ৩০,০০০, টাকা বাঁচিয়েছে।

স্বাস্থ্যপ্রচার সম্পর্কে, কিছু কাজ হয়েছে এবং পল্লী সংগঠন হিসাবে গোটাগতক, সামাজিক, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ও কৃষি উন্নতি বিষয়ক নীতি বর্ত্তমান ঋণদান সমিতিগুলিতে অবলম্বন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ঋণদান সমিতিগুলি ৭০টির স্থলে কমে' ৬৯টি হয়েছে, তার মধ্যে ৬০টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং নয়টি ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন। এছাড়া সমগ্র প্রদেশে আরও দুইটি সংগঠন ভাণ্ডার আছে। অংশগত মূলধন ২৩-৫৩ লাখ থেকে কমে ২৩-০৩ লাখ হয়েছে এবং অংশবাবদ এবছর মোট ১.১৪ লাখ টাকা আদায় হয়েছে। ইতিমধ্যে সমিতিগুলি থেকে অনাদায়ের পরিমাণ ১৭.৫২ লাখ থেকে ২০.২৮ লাখ টাকা বেড়ে গিয়েছে, যদিও মোট ঋণের পরিমাণ ৫৮.৭৭ লাখ টাকা থেকে কমে ৫৩.৪১ লাখ হয়েছে। ঋণদানের পরিমাণ ৩৭-১৪ লাখ থেকে ৩০.২৫ লাখ টাকা দাঁড়িয়েছে।

ঋণদান সমিতি ব্যতীত অন্য নয়টি সমিতির মধ্যে সাতটি কৃষি-সংক্রান্ত। এর মধ্যে গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত ঘুগ্‌লি চিনি-বিক্রয়-সমিতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর অধীনে ১৬টি সমিতি; ওরা এবছর মিলগুলিতে ৫৩,০০০ মন আখ সরবরাহ করেছে, তার মধ্যে ২২,০০০ মন উন্নত আবাদী ফসল এর লভ্যাংশের পরিমাণ ৬৫৪৲ টাকা; এথেকে ৪৯০ টাকা সমিতি সভ্যদের লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

বেনারসে পল্লীসংগঠন সঙ্ঘ জেলার চলতি সমিতিগুলির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে থাকেন। এদের উদ্যোগে কয়েকটি ছোট ছোট বীজ-ভাণ্ডার খুলবার ব্যবস্থা হচ্ছে; স্বার্থসংশ্লিষ্ট সভ্যসমিতিগুলির প্রতিনিধিগণ এর কাজ কর্ম্ম দেখবেন।

অকৃষি সমিতির মধ্যে স্যাণ্ডিলায় (Sandila) একটি ও আগ্রায় একটি "ভাণ্ডার"। স্যাণ্ডিলা-সমিতির কাজ ঠিক্ কেন্দ্রীয় নয়, সুতা কিনে, স্থানীয় সভ্যসমিতিগুলিকে সরবরাহ করাই তার কাজ। আগ্রা-ভাণ্ডারের কাজ নিজ-সমিতির প্রস্তুত দড়ি (সতরঞ্চি) বিক্রীর বন্দোবস্ত। এই দড়ি বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ভাণ্ডারের মারফৎ সতের হাজার টাকার দড়ি বিক্রী হয়েছে।

এবছর নতুন ১৩০টি সমিতি রেজেষ্ট্রী হয়েছে কিন্তু তা' সত্বেও প্রাথমিক কৃষি-ঋণ সমিতিগুলির সংখ্যা ৫,৩৯০ হইতে কমে ৫০৪৪টি হয়েছে। সমিতির সংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যসংখ্যাও ১.২৯ লক্ষ থেকে ১.১৯ লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনাদায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ টাকার পরিমাণ

৩১-৬৪ লক্ষ থেকে ৩৭-৯৭ লক্ষ পর্য্যন্ত বেড়ে উঠেছে বটে কিন্তু মোট ঋণ দেওয়া টাকার পরিমাণ ৮৩-৭০ লাখ থেকে ৮০-৮৮ লাখ হয়েছে এবং আদায় ৩২-২৯ লাখ থেকে বেড়ে ৩২-৭৮ লাখ হয়েছে। নতুন ঋণ দেওয়ার পরিমাণ ৪১-৮৫ লাখ থেকে ৩৪-৯১ লাখ হয়েছে রিজার্ভ ফণ্ড মোট একলাখ টাকা বেড়েছে, এবং সমস্ত বছরকার লাভ ৫.৮৯ লাখ থেকে ৬-৫১ লাখ পর্য্যন্ত উঠে গিয়েছিল।

প্রকাশ যে ৪৩২টি সমিতি দশ বৎসর ভালভাবে কাজ চালাবার ফলে, উপস্থিত সুদের হার কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, এবং ২৭টি সমিতি সভ্যদের রিবেট (ফেরৎ) পর্য্যন্ত করেছে। আর বিশেষত্ব এই যে ১২৮টি সমিতিতে সভ্যগণ সবাই নিম্নশ্রেণীর লোক এবং তাদের সংখ্যা মোট ২,৮৪৬। গাজীপুর জেলায় একটি ল্যাণ্ডমর্টগেজ সমিতি স্থাপিত হয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট জমিদারের ঋণ পরিশোধ করবার ব্যবস্থা করবার জন্য এর সৃষ্টি।

এ-বছর-আখ-জোগান দেবার কোম্পানী নতুন চারটি হয়েছে এবং এখন এগুলোর মোট সংখ্যা হ'ল ১৬টি। আগ্রা জেলায় কতগুলি ঘি-বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। এরূপ একটি সমিতি একবছরে ৩৮৬৲ টাকা লাভ করেছে এবং বছরের শেষভাগে আরও পাঁচটি নতুন সমিতি খোলা হয়েছে।

সাহারানপুর ও বিজনোর জেলায় ১১টি সমিতি স্থাপিত হয়েছে; তাদের কাজ খণ্ডীকৃত ছোট ছোট জমি মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এক করে নেওয়া, যার ফলে ইতস্ততঃ ছড়ানো জমিগুলির পরিবর্ত্তে একসঙ্গে একখণ্ড জমি হয়ে যাবে তার পরেই জল সেচের কথা। দুটি সমিতি করা হয়েছিল সমবেত চেষ্টায় কুয়া খুঁড়ে সেচ চালাবার জন্য। রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের মতে এধরণের আরও অনেকগুলি সমিতি খোলা যেতে পারে।

অ-ঋণ (non credit) কৃষি-সমিতিগুলির মোট সংখ্যা ১০৬টির মধ্যে ২২টি কৃষি-উন্নতি, ১৪টি পল্লীসংস্কার, এবং ১৯টি পরিণত বয়স্কদের শিক্ষার জন্যে। এর মোট সভ্যসংখ্যা ৩৭০০।

স-সীম দায়িত্বসম্পন্ন ঋণসমিতিগুলির সংখ্যা ৬৭ থেকে ৭১টি হয়েছে, তার সভ্যসংখ্যা ১৭,৫০০ থেকে ২০,৫০০ হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি কানপুরের মিলশ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এবং আরগুলি সবই সরকারী এবং বিভিন্ন আফিসের কেরাণীদের নিয়ে গঠিত।

অসীম দায়িত্ব সম্পন্ন ঋণ সমিতির মধ্যে যেগুলি অকৃষক-জন্যে প্রতিষ্ঠিত, তার সংখ্যা ১৫৬ থেকে ১৫৬এবং সভ্য-সংখ্যা ৩৬১১, থেকে ৩৩১৮ হয়েছে। ৪৭টি সূচিসমিতি ও ৩০টি ট্যানিং সমিতি আছে। তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা মোট ৪৩, তার মধ্যে পাঁচটি দড়ি নির্ম্মাতা ও দুটি কম্বল প্রস্তুতকারীদের মধ্যে। সাতটি সমিতি শুধু ঝাড়ুদারদের নিয়ে এবং ৫০টি খুচরা কারবারীদের নিয়ে। নয়টি গৃহনির্ম্মাণ সমিতি ও ২৪টি মিতব্যয়ী সমিতি স্থাপিত হয়েছে। পরিদর্শকদের Fidelity Guarantee Society অবস্থা ক্রমেই ভাল হচ্ছে। জালায়ুনে সহরে মেয়েদের জন্য Better Living Socity খুব সুন্দরভাবে শুরু করা হয়েছে।

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র কাগজগুলি চালাবার ভার যুক্তপ্রদেশ সমবায় সঙ্ঘের উপরে পড়েছে; এ জন্যে একটা সরকারী সাহায্য মঞ্জুরী আছে। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এমন সব ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের ছবি তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছিল, তা সফল হয়নি।

সমবায় এবং শিক্ষক *

শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু ছাত্রের অক্ষর পরিচয়েই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যৎ একজন নাগরিক হিসাবে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে গঠিত করিয়া তোলাই শিক্ষকের আদর্শ হওয়া উচিত; এবং এই ক্ষেত্রেই শিক্ষক ও সমবায়ীর মধ্যে সমআদর্শের একটি যোগসূত্র রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সমবায়ী কর্ম্মীদের সকল শক্তি সাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানেই নিয়োজিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত শিক্ষাহীন, দরিদ্র ও সর্ব্ব বিষয়ে পশ্চাৎপদ দেশে কর্ম্মীদের কর্ম্মক্ষেত্র অনেক বড় এবং একসঙ্গে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার কাজ করতে হয়। সুতরাং জনশিক্ষক ও সমবায়ী কর্ম্মীদের মধ্যে যে সহজ সহযোগীতা ও মিলন শুধু স্বাভাবিক তাই নয়, একান্ত প্রয়োজন। এ না হ'লে অযথা অনেক শক্তি অপব্যয় হবার সম্ভাবনা। ভারতীয় সমবায়ী ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সহযোগীতার ভাব সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে এবং ইহা খুবই আনন্দের কথা।

শিক্ষা ও সমবায়ের মিলনের সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল, পাঞ্জাবে সমবায়ীরা যখন পরিণত বয়স্কদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন শাসন-সংস্কার নতুন প্রবর্ত্তন হচ্ছিল, কাজে কাজেই অশিক্ষিত বহু গ্রামবাসী ভোট দেবার ক্ষমতা লাভ করেছে; এই বিসদৃশ অবস্থা দূর করবার জন্যে কর্ম্মীরা উঠে পড়ে লাগলেন অশিক্ষা দূর করতে; অথচ শিশুশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় অশিক্ষিত অভিভাবকদের আগ্রহের অভাব এবং বিরোধিতা এই উদ্দেশ্যে প্রায় দশ বছসর পূর্ব্বে কর্ম্মীদের চেষ্টায় কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়।

রোজ সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করে পড়ান হত এবং ছয়মাসে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা হত। ষোল বছরের উর্দ্ধে সকলেই এতে যোগ দিতে পারত। শিশুদের ডে-স্কুলের শিক্ষকগণই শিক্ষকতা কর্ত্তেন, বই এবং পড়বার ঘর সেই সব স্কুল থেকেই ব্যবস্থা করা হত এবং এ বাবদ তাঁরা শিক্ষা বিভাগ থেকে যৎকিঞ্চিৎ সামান্য একটা দক্ষিণা পেতেন। ১৯২৬ সনে এই ধরণের স্কুলগুলি সংখ্যায় সব চেয়ে বেড়ে ওঠে; তখনকার সংখ্যা ছিল ২৭০টী। তখন শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় এবং তাঁদের উদ্যোগে এর দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। অতঃপর সমবায়ী কর্ম্মীরা এই বিরাট দায়িত্ব, সকল প্রকারে যোগ্যতর অভিজ্ঞ বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা দূরতর অঞ্চলগুলিতে প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন। শিক্ষিত নেতার অভাবে সমবায় আন্দোলন প্রসার লাভ করা কঠিন; অথচ পাঞ্জাবের মফঃস্বল গ্রামগুলির অধিকাংশেই, এক মহাজন বা একটি দুটি দোকানদার ছাড়া লেখা পড়া জানে এমন একটি লোক নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। কাজেই শিক্ষা শুধু লেখাপড়া জানা অর্থেই নয় আরও ব্যাপক বৃহত্তর আদর্শে বিস্তার লাভ করাও সমবায় আন্দোলনের পক্ষে আবশ্যক। কারণ এর প্রভাব প্রতি কাজেই পদে পদে লক্ষিত হয়ে থাকে।

শিশুদের কম্পাল্‌সরি বা অবশ্য শিক্ষার জন্যে যে সব সমিতি হয়েছে,তার মধ্যে যেগুলি অভিভাবকদের স্বেচ্ছামূলক সেগুলির বিবরণ খুবই সন্তোষজনক। প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে সকল প্রদেশেই স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণের মত নিয়ে অবশ্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন করবার ক্ষমতা এসেছে। সহরে মিউনিসিপ্যালিটিতে কোথাও কোথাও এই আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে বটে কিন্তু একমাত্র পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশেই পল্লী অঞ্চলেও এই আইনের সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য সে সব স্থলেও যে আইনের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা হচ্ছে তা নয় তথাপি মোটামুটি অনেকটা সুফল ফলেছে সন্দেহ নাই। সাইমন কমিশন শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন যে শতকরা

* Malayan Daily Express পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ সি-এস্ ষ্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড, আই-সি-এস্ মহোদয়ের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

মাত্র আঠারটি বালক তিনবছরের প্রথম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা অবশ্য হওয়া নিতান্ত দরকার। অথচ যে সব গ্রামে এই আইন ঘটানো হচ্ছে, সেখানকার সকল লোকই যে এর নির্দ্দেশ মেনে চলেছে তাও নয়। সমবায়ী কর্ম্মীগণ এইজন্যে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে তাদের রাজী করিয়ে স্বেচ্ছাগঠিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছেন; এই সমিতির সদস্যদের নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী ছেলেদের চারবছর করে বিদ্যালয়ে পাঠাতেই হবে। কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে সমিতি বিচার ক'রে তাঁকে ১০০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা করতে পারেন, এবং এই টাকা আদায় ও করা যাবে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের মারফৎ। বলাবাহুল্য এই সমিতির কর্ম্মচারী ও কার্য্যকরী সমিতি নিয়োগ সবই ঐ কৃষক সদস্যদেরই হাতে! ১৯২৯ সনে এরূপ ১৪০টি সমিতি ও অন্তর্ভুক্ত শিশু ছাত্রের সংখ্যা হয় ৬,০৫০, চারবছরের চুক্তিতে আবদ্ধ। এর মধ্যে শতকরা ৩৬ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং হাজিরি শতকরা ৯০। অন্যান্য স্কুলে গড়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-সংখ্যা শতকরা ২৪ হয়ে থাকে। কাজেই ষোল আনা কৃতকার্য্যতা লাভ করা হয়েছে, তা' মনে করবার কোনো কারণ নাই। ১৪৪টি জরিমানা নিয়ে মোট ১১০০৲ টাকার মধ্যে মাত্র ২০০৲ টাকা আন্দাজ আদায় হয়েছে।

সুখের বিষয় এই যে ৩০০ টি মেয়ের জন্যে ১২টি স্কুল ও এই ফর্দ্দের অন্তর্গত। ১৯২৬ সনে ২৯টি অবশ্য-শিক্ষা-সমিতির হিসাব থেকে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তিনবছরে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোসন পেয়েছে শতকরা ৪৪টি, যেখানে অন্যান্য স্কুলে হয় মোটে শতকরা ২৫ অবশ্য আইন খাটিয়ে অবশ্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হলে ফল আরও দ্রুত হয় সন্দেহ নাই, তবে যেখানে সাধারণ এই ব্যবস্থার বিরোধী সেখানে ধীরে ধীরে সমবায় প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অনেক কাজ হতে পারে; বিশেষ করে এর ফলে সকলেই এর প্রয়োজন বোধ করে সরকারী আইন পাশ করবার জন্য আগ্রহান্বিত হবে।

এই সব সমবায় সমিতি থেকে আর্থিক ব্যাপারে শিক্ষকগণও উপকৃত হতে পারেন। যদিও নির্দ্দিষ্ট মাসিক বেতন পাচ্ছেন বলে ঋণ নেওয়া শিক্ষকদের পক্ষে অনুচিত এবং মোটামুটি ভাবে অপ্রয়োজনীয়, তথাপি নিতান্ত দরকারের সময় যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু মুস্কিল এই যে স্থানীয় শিক্ষক যখন ঋণদায়ী করে বস্‌বেন তখন তার যৌক্তিকতা বা ন্যায্যতা যাচাই করে খতিয়ে দেখ্‌বার ভার পড়ে কৃষক সদস্যদের উপরে, যারা স্বভাবতঃই এবিষয়ে কিছু মন্তব্য করতে সঙ্কোচ বোধ করবে। এছাড়া তাঁরা যখন তখন বদলিও হয়ে যেতে পারেন। এর উপায় এই করা যেতে পারে যে শিক্ষক-মহাশয়ের বাসগ্রামে যেখানে আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারগণ থাকেন, সেখানকার কোন সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ নেবার চেষ্টা। সেটাকা আদায় করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে এবং তাঁর ঋণের বাস্তবিক কতটা প্রয়োজন এবং কি জন্যে, তাও ঠিক্ জানা যাবে। শিক্ষকদের সাধারণতঃ বাধ্য হয়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কিছু টাকা জমা রাখ্‌তেই হয়। এছাড়াও তাঁরা নিজেদের মধ্যে মিতব্যয়ী সমিতি গড়ে তুলেছেন যেখানে তাঁরা নির্দ্দিষ্ট একটা পরিমাণ প্রতিমাসে জমা দিয়ে থাকেন। দরকার হলে সঞ্চিত অর্থের কিছু বেশীও সঙ্গত কারণে তাঁদের ধার দেওয়া চল্‌তে পারে, যেটা কিস্তিতে আবার শোধ করে দিতে হয়। বদ্‌লি হলেও তাঁরা সবটা টাকা তুলে নিতে পারেন; মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী সেই টাকাটা পাবে। পাঞ্জাবে এই ধরণের প্রায় ১০০ টি সমিতিতে মোট আন্দাজ দশলক্ষ টাকা জমা আছে। এই টাকা কোন সমবায় কিম্বা সাধারণ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার সুদ যা পাওয়া যায় তা বৎসরান্তে ভাগ করে দেওয়া হয় এই সমিতি-গুলি খুবই ভাল চলেছে ও জনপ্রিয় হচ্ছে এবং সমবায় আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা যায় বলে, জনসাধারণ সমবায় সম্বন্ধে একটু একটু করে অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

আসল সমস্যাই হচ্ছে যে সমবায়ের তাৎপর্য্য সকলের বোধগম্য হওয়া। জনকয়েক শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তির অর্থ রোজগারের যন্ত্রমাত্র না হ'য়ে যদি জাতীয় সংগঠনও পল্লী-সংস্কারই এর উদ্দেশ্য হয়। তবে শিক্ষক ও সমবায়ীর এক-যোগে কাজ করতেই হবে, কারণ দুজনেরই আদর্শ এক।

দালান তুলবার সময় যদি মিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীতে আলাপ আলোচনা না হয় এবং যে যার খুসী মত কাজ করে যায়, তা হলে যে বিভ্রাট ঘটে, এখানেও কতকটা তাই। য়ুরোপের বহু দেশে যথা ডেনমার্ক ও রুমানিয়ায় শিক্ষকেরাই সর্ব্বত্র বিশেষত: পল্লী অঞ্চলে সমবায় প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন।

ইংলণ্ডেও আজকাল শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীগণই সকল প্রকার সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনভার নিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে প্রথম প্রথম অকৃষক উচ্চশ্রেণীর লোক থেকেই সাধারণত: শিক্ষক নিয়োগ হ'ত। ফলে কৃষকদের সঙ্গে তাদের সংসর্গ ঠিক্ স্বাভাবিক হয়নি। এখন যদিও অবস্থা অনেকটা বদলেচে তথাপি যে সব গ্রাম বা প্রদেশে শিক্ষক ও কৃষকে শ্রেণীগত প্রভেদ একেবারেই থাক্‌বে না, সেখানকার কাজ সম্পূর্ণ অন্যরকম হবে। শুধু আর্থিক উন্নতি নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচার তখন একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টায় ক্রমেই সাফল্য লাভ করতে থাক্‌বে। যে সব গ্রামে কৃষক সমিতির কাজ চালাতে অক্ষম, সেখানে শিক্ষককেই সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু যেখানে গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন কাজ বুঝে নিতে সক্ষম হবে, তখন সমস্ত ভার তাদের উপরেই ছেড়ে দিয়ে সমবায়ীর উচ্চতর আদর্শের দিকে তাকাতে হবে।

স্কুলের ভেতরেও করবার অনেক কাজ আছে, ছেলেদের মধ্যে মিতব্যয়িতা প্রচার করা বড় কঠিন কারণ তাদের হাতে নগদ পয়সা খুব কমই থাকে; বড় জোর জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে কিছু জমাবার চেষ্টা করবে। কোন কোন পাহাড়ী অঞ্চলে বড় সুন্দর একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে; ছেলেরা নগদ পয়সা না জমিয়ে, কয়েকদিন পর পর বাড়ী থেকে বনমধু বা ক্ষেতের কিছু ফলমূল এনে স্কুলে জমা দেয়। স্কুলকর্ত্তৃপক্ষ সেগুলি বিক্রী করে সঞ্চয় করে রাখেন। কোন কোন স্কুলে আবার ছোটখাট ষ্টেশনারী দোকান খুলে, কাগজ পত্র, কালিকলম পেন্সিল দোয়াত বই কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিষ মজুদ্ রাখা হয়। এই সমিতি চালিয়ে থাকে শিক্ষক ও ছেলেরা মিলে একযোগে এবং সাধারণতঃ হেডমাষ্টার মহাশয়ই প্রেসিডেণ্ট হয়ে থাকেন। যতটা সম্ভব ছেলেদের ওপরেই মালপত্র ও কারবারের ভার দিয়ে দেওয়া হয়; এতে ছোটবেলা থেকেই সমবায় সম্বন্ধে তারা জ্ঞান লাভ করতে থাকে। হয়ত ছেলে এবং শিক্ষক একসঙ্গে চেকও সই করে থাকে এবং কোথাও কোথাও ছেলেদের মধ্য থেকেই সেক্রেটারী বা কোষাধ্যক্ষ নিয়োজিত হয়। ১১২৯ সনে পাঞ্জাবে এই ধরণের ৯৫০ সমিতি ছিল, তার সভ্যসংখ্যা ২০০০০ এবং কারবারের পরিমাণ ছিল মোট ১৬৬,০০০৲। টাকা বলা বাহুল্য যদি হেডমাষ্টারমহাশয় স্বেচ্ছাচারিতা ক'রে এই সমিতির টাকা স্কুলের ফাণ্ডের সামিল বলে গণ্য করেন এবং অন্য সদস্যদের সমালোচনা অপ্রীতিকর বলে মনে করেন, তবে এর কোন সুফলই আশা করা যেতে পারে না।

লাভও যথেষ্ট হতে পারে। ১৯২৯ সালে ৯৫০ টি সমিতির মোট লাভ হয় ৭৭০০৲ টাকা এবং প্রত্যেক ছাত্রের ২৲ টাকার একটি অংশ আছে, এ থেকে তাদের লভ্যাংশও দেওয়া যায়। ক'য়েকটি স্কুলে ১০% থেকে ৩০% পর্য্যন্ত লাভ দিয়েছে; এটি অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যাপার, কারণ লাভের দিকটা এভাবে লোভনীয় না করে তুলে মিতব্যয়িতা ও হিতসাধনই সমিতিগুলির আসল উদ্দেশ্য; এক্ষেত্রে এমন সব সমিতি উঠে যাওয়াই ভাল। যে সমিতিগুলি বিচক্ষণ, তাদের লভ্যাংশ একটা হিতসাধন ভাণ্ডারে দান করা হয়, এ ভাণ্ডার থেকে সবাকার হিতকারী সব কাজের জন্যে ব্যয় অর্থ করা হয়। একটি ভাণ্ডার থেকে স্কুলের জন্যে একটি হারমোনিয়াম কেনা হয়েছিল; খেলাধূলার, সরঞ্জাম, বাগানের কাজের হাতিয়ার ওজন নেবার যন্ত্র এমন সব ছাত্রদের পক্ষে দরকারী জিনিষ এ থেকে কেনা যেতে পারে। স্থানীয় পুস্তকবিক্রেতা ও ষ্টেশনারী দোকানদারদের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে যদি দৃঢ়ভাবে সমিতির কেনা বেচার কাজ চালানো যায়, তবে বেশী জিনিষ একসঙ্গে অপেক্ষাকৃত অনেক কম দামে পাইকারী দরেই পাওয়া যেতে পারে। বাস্তবিক বহুস্থলেই বিদ্যালয়ের নিকটস্থ ষ্টেশনারী দোকানগুলি কারবার চালাতে না পেরে উঠিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে; এতে ছাত্রদের অভিভাবকদেরও অনেক পয়সা বেঁচে যাচ্ছে, কারণ দোকানদারের লাভের বখ্‌রা

তাদের এখন আর পোষাতে হচ্ছে না। ছেলেরাও অনেক সময় দোকানদারের কাছে সস্তায় জিনিষ পেয়েও প্রলুব্ধ না হয়ে সমিতির জিনিষই কিনে নিয়েছে কারণ দোকানদারের এই সস্তার মেয়াদ যে বেশী দিনের জন্যে নয়, এটা তারাও বুঝতে শিখেছে।

সমবায় কর্ম্মচারীদের হিসাবপত্রগুলি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হয় কারণ হিসাবপত্রের ভুল ঘটিয়ে বসতে অনেক সময়েই শিক্ষকমহাশয়েরা বেশ বাহাদুরি দেখিয়ে থাকেন। স্কুলের ছোট ছেলেদের সমিতিগুলি রেজেষ্টারী করা হয় না, কারণ মাষ্টার কয়টি ব্যতীত সদস্যগণ সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক। কলেজ সমিতিগুলি রেজেষ্টারী করা হয়ে থাকে এদের কার্য্যক্ষেত্রও অধিক বিস্তৃত এবং এতে ছেলেদের উপরে দায়িত্ব ও ছেড়ে দেওয়া হয় বেশী! পূর্ব্বে খালসা কলেজে কাজ খুব ভাল চলেছিল, বার্ষিক কারবার ৫০,০০০৲ টাকারও উপরে হত; তখন সমিতির একটি ডেয়ারী, কাঠগোলা, এবং ষ্টেশনারী ও খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি বিভাগ ছিল। শিক্ষাবিভাগে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উপরেই কাজ অনেকটা নির্ভর করে; আজকাল এই সমিতির কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা কমে গেলেও, এই সব চেষ্টায় কতটা ফল পাওয়া যেতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এর অতীত ইতিহাস থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

নর্ম্যাল স্কুলগুলিরও অনেকগুলি রেজেষ্টারী করা সমিতি আছে। এদেরও কাজ বিদ্যালয়ের যাবতীয় মাল পত্র সরবরাহ করা। গ্রাম্য শিশুগণ এই সব নর্ম্যাল স্কুলগুলি থেকেই প্রেরিত হন বলে, সমবায়-নীতির প্রয়োগ এখানেই খুব যত্ন করে হওয়া উচিত। এই জন্যে সমবায় সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা এই সমস্ত স্কুলে ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় কলেজগুলিতে দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষাবিভাগ এবিষয়ে অনেক সাহায্য দিয়ে থাকেন। বিশেষতঃ পল্লীসম্বন্ধে অজ্ঞ; উচ্চশিক্ষিত সমাজে সমবায় সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর ধারণা বদ্ধমূল আছে তার জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হয়। মোটামটিভাবে অবশ্য শিক্ষকগণ এজিনিষটা বুঝ্‌তে পেরেছে, যে তাঁদের আত্মীয় পরিজনের ব্যবসায় ইত্যাদিতে সমবায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকসান হতে থাকবে বটে, কিন্তু তার ফল জাতীয় কল্যাণজনক এবং এই সমস্ত পেশা ছেড়ে অপর জীবিকার জন্যে যে অনেককে চেষ্টিত হতে হবে, তা খুবই ধীরে হবে, হঠাৎ বিপ্লবকর কিছু একটা ঘটবে না। এঁরা প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী এবং এঁদের দৃষ্টিও শ্রেণীগত স্বার্থেই আবদ্ধ নয়। সকল দেশেই সভ্যতার আদিম অবস্থায়ই হউক বা অর্দ্ধসভ্য অসংবদ্ধ জনসমাজেই হউক, আধুনিক অর্থনীতি ও জাতীয় সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হলে ছোট এবং বড় সংগঠন নিয়ে নিজেদের নির্ব্বাচিত কর্ম্মীর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হবে। এইভাবে ক্ষুদ্র সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেই ক্রমে বৃহত্তর সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হবে। প্রথম প্রথম তাদের কাছে এসব জটিল ও অসম্ভব বলে মনে হবে, কিন্তু তাতেও তাদের বিশ্বস্ত এবং চিরপরিচিত শিক্ষকই পরিচালক বন্ধুর স্থান নেবে।

বাংলার কুটীর-শিল্প ও পাট

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের নানাস্থান বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায়ই কৃষিজীবী। তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। ক্ষেত্রের ফসল তাহাদের একমাত্র সম্বল; কিন্তু ভীষণ বন্যায় ফসল তো ধ্বংস হইয়াছেই, মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি। এই দুর্দ্দিনে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়; যদি এই সকল বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি ছাড়া দ্বিতীয় কোন জীবিকার উপায় থাকিত তাহা হইলে তাহারা আজ এত অসহায় হইত না। বাংলা দেশে প্রতি বৎসরই তো হয় বন্যা, নয় অজন্মা, একটা না একটা অঘটন লাগিয়াই আছে। মাঝে মাঝে আবার অত্যধিক ফসল হইয়াও সর্ব্বনাশ ঘটায়, গত বৎসরের তাহা আমরা ভাল করিয়াই টের পাইয়াছি। যে-বৎসর পাটে ভাল ভাবে যায় সেই বৎসরও যে কৃষকেরা খুব কিছু লাভ করে তাহা নয়; খয়চ খরচা বাদে যাহা থাকে তাহাতে কোনো রূপে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র। অথচ সারা বৎসরই কৃষকদের ক্ষেতে কাজ করিতে হয় না। অনেক সময়ই তাহাদের হাতে কিছু কাজ থাকে না, তাহার উপর বন্যা বা অজন্মা হইলে তো কথাই নাই। তখন বাধ্য হইয়া তাহাদের দলে দলে বেকার হইতে হয়। বেকার হওয়া মানে হয় উপবাস, নয়, ভিক্ষা করা।

কৃষকদের এই দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কুটীর-শিল্প হিসাবে চরকার উপযোগিতা আজ প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু চরকা অপেক্ষা বেশী লাভজনক বা সুবিধাজনক কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে চরকার পরিবর্ত্তে না হউক, চরকার সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা যে নিশ্চয়ই উচিত বোধ হয় এ সম্বন্ধে কেহ দ্বিমত হইবেন না। চরকার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে তুলার চাষ করা দরকার। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে তুলা অল্পই জন্মায়। এই প্রদেশে ব্যাপকভাবে চরকাপ্রবর্ত্তনের ইহা একটি অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যতদিন উপযুক্ত পরিমাণে তুলার চাষ আরম্ভ না হয় ততদিন হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া অন্য কি কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে তাহা চিন্তনীয়।

বাংলাদেশে চরকা ছাড়া আরও কোন কোন কুটীর-শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। তন্মধ্যে একটি রেশম-শিল্প। বাংলাদেশে নানা স্থানে রেশমের চাষ হয়। রেশমের সূতা কাটা ও এই সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন বহুদিন হইতে বাংলাদেশে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু নানা কারণে এই কুটীর-শিল্পটীর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ইহার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। আর একটি শিল্প—পাটের সূতা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা; অবশ্য কলে নয় হাতে।

পাট বাংলাদেশের একপ্রকার একচেটিয়া সম্পত্তি। প্রায় প্রত্যেক পাটের চাষীই পাটের সূতা কাটিয়া থাকে। এক সময়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পাটের সূতা প্রস্তুত হইত ও গ্রামে গ্রামে তাঁতিরা এই সূক্ষ্ম সূতা হইতে বহুল পরিমাণে ছালা বুনিত। ক্রমে বহু পাটের কল স্থাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পাট-বয়ন-শিল্পও লোপ পাইল। এখন বোধ হয় একমাত্র দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জিলাতে এই শিল্প টিঁকিয়া আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম পাটের সূতা আর লোকে চায় না, তাই সূক্ষ্ম সূতা বোনাও উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে মোটা সূতা তৈয়ারী হয় তাহা শুধু গোরু মহিষ বাঁধিবার দড়ি বা বেড়া দিবার বা ঘরের চালা বাঁধিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাট আরও অনেক কাজে লাগানো যাইতে পারে।

গত ১৩৩৭ সালের অগ্রাহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয় 'পাট-ব্যবসায়ে'

সম্পদ' প্রবন্ধে পাট কি কি কাজে লাগানো যায়, অর্থাৎ পাটকে ভিত্তি করিয়া কি কি কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করা যায়, এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বাংলাদেশের অন্তত দুইটি স্থানে পাটকে অবলম্বন করিয়া কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। দুই একটি স্থানে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে পাটের সূতা সংগ্রহ করিয়া তাহা বেশ পাকা রঙে রঞ্জিত করা হয় ও এই রঙীন সূতা দিয়া আসন, সতরঞ্জি, পাপোষ, ডেক চেয়ারের ও ক্যাম্প-খাটের কাপড়, টেনিস্ ও ব্যাড্‌মিনটন্ খেলিবার জাল প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

এই কেন্দ্র দুইটির একটি হইল রংপুর জিলার নীলফামারি সহরের একটি সমবায়-সমিতি। এই সমিতির কারখানায় দশটি তাঁত বসানো হইয়াছে। স্থানীয় যে সকল কৃষক এই সমিতির সভ্য তাঁহাদের নিকট হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া এই তাঁতগুলিতে উল্লিখিত নানা দ্রব্য বয়ন করা হইতেছে। আর একটি কেন্দ্র হইল রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নওগাঁ নামক স্থানের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সহিত সংলগ্ন বয়ন-বিদ্যালয়। প্রতি বুধবার নওগাঁর হাট বসে। কৃষকেরা হাটে আসিবার সময় সূতা আনিয়া এই বিদ্যালয়ে দিয়া যায় ও ইহার যে-দাম পায় তাহা দিয়া হাট করিয়া বাড়ী ফিরে। এই দুইটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা রাজসাহী বিভাগের সমবায়-সমিতি-সমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও উদ্যোগের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমান পাটের দাম প্রতি সের চার পয়সা বা পাঁচ পয়সা। এই পাট হইতে তৈরী সূতা ঠিক মত হইলে তাহার দাম সাড়ে পাঁচ আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত হয়। ক্ষেতের কাজ যখন খুব বেশী তখনও কৃষকেরা প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার পর এক পোয়া সূতা কাটিতে পারে, আমরা এই শুনিয়াছি। ক্ষেতের কাজ কমিয়া গেলে বা একেবারেই না থাকিলে অবশ্য এই সূতার পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইবে। সুতরাং পাটের সূতা কাটিয়া কৃষকেরা অন্ততঃ মাসে ১॥৹ ২৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে অনুমান করা যাইতে পারে। তবে পাটের সূতা বয়ন করিয়া মাসে অনায়াসে ২০৲ টাকা রোজগার করা যায়।

আর একটি কথা, এই শিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে বহুলোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে এবং তাহাতে বাংলাদেশের বেকার-সমস্যার সমাধানে কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে সন্দেহ নাই। নওগাঁ ও নীলফামারিতে প্রস্তুত অনেক দ্রব্য আমি দেখিয়াছি। এই দ্রব্যগুলি যে উৎকৃষ্ট ও নানা ভাবে ব্যবহারযোগ্য তাহা আমি বলিতে পারি। এই জাতীয় যে-সকল জিনিষ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয় তাহাদের তুলনায় ইহারা সস্তা এবং মজবুত। এই কাজ যাঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বেশী দিনের নয়, মাত্র পাঁচ ছয় মাসের, সুতরাং আরও বেশী দিন কাজ করিলে আরও ভাল এবং আরও নানারকমের জিনিষ তাঁহারা তৈয়ারী করিতে পারিবেন আশা করা যায়। এই নব-প্রতিষ্ঠিত কুটীর-শিল্পটির বাংলাদেশের যথেষ্ট প্রসারের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যাঁহারা কৃষকের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের সকলেরই উচিত ইহার সহায়তা করা। (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮)

কিস্তি খেলাপ ও তাহার প্রতিকার

শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত (যশোর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক)

বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টাকাই কিস্তি খেলাপ হইয়াছে। এই কিস্তি খেলাপ টাকার পরিমাণ কিরূপে সত্বর হ্রাস করান যায় সে বিষয়ে চিন্তা করবার সময় এখন উপস্থিত এবং অনেকে এ বিষয়ে অনেক আলোচনাও করিতেছেন। তাঁহারা বলেন —কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির খেলাপী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার মনে হয় পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিলে এরূপ হইতে পারিত না, আমি যতদূর জানি তাহা হইতে বুঝিতেছি যে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত আরও অনেকগুলি ছোট বড় কারণ জড়িত আছে ও তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের সমবায় সমিতির উন্নতির অন্তরায় হইতেছে। যে কারণগুলি দেখা যাইতেছে তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(ক) যথা সময়ে প্রয়োজন মত টাকা সেন্‌ট্রলব্যাঙ্ক হইতে সই না পাইয়া, নিকটস্থ কুসীদজীবীদের নিকট হইতে সমিতির সভ্যগণ অতিরিক্ত সুদের হারে টাকা ঋণ করেন এবং উহাদের অত্যাচারে ও অধিক সুদের ভয়ে সভ্যগণ উহাদের টাকাই সর্ব্ব প্রথমে পরিশোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন।

(খ) সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাব অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়।

(গ) পরোপকারার্থে স্বার্থত্যাগ ও সাধারণের মঙ্গলের জন্যে যত্ন ও পরিশ্রম করিবার অভ্যাস এ দেশের সাধারণ লোকের খুব কম আছে। এক প্রকার নাই বলিলেও চলে।

(ঘ) সমিতির সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের ঠকাইবার প্রবৃত্তি প্রবল।

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যার অভাব। বিদ্যার অভাবে সমিতির সভ্যগণ সকল সময়ে সমিতির কার্য্য বুঝিয়া উঠেন না ও সভ্যের ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারেন না। শিক্ষিত বা প্রতাপশালী ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা একচেটিয়া রাখেন। সভ্যদের অজ্ঞতা তাহার সহায়তা করে।

(চ) সমবায় সমিতির প্রকৃত মর্ম্ম এ দেশের লোকে বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলেও তাহা আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন না।

(ছ) অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি মহাজনী ব্যবসায়ী অথবা সাধারণ লোন্ অফিস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যদি বাস্তবিকই আমরা সমবায় সমিতির জন্য ভাবিয়া থাকি তবে সর্ব্বপ্রথমে উপরোক্ত অন্তরায়গুলির মূলচ্ছেদ করিতে হইবে ও কৃষিজীবীদের কথাই ভাবিতে হইবে। কারণ আমাদের অধিকাংশ সমবায় সমিতিগুলি কৃষিজীবী লইয়া গঠিত। এ দেশের কৃষিজীবীদের কথা ভাবিতে ও দেখিতে গেলে দেখা যায় যে উহারা সাধারণত একমাত্র কৃষিজাত দ্রব্যের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে তথচ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে যে রৌদ্র ও বর্ষা আবশ্যক তাহাতে তাহাদের কোন হাত নাই। এ জন্য উহাদিগকে মেঘের উপর নির্ভর করিতে হয় সময় মত জল অভাবে উহারা অনেক সময় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও সেজন্য সমস্ত বৎসর উহাদিগকে বহু কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। সুতরাং উহাদিগকে যাহাতে মেঘের উপর নির্ভর করিতে না হয় সে জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। কৃষিজাত দ্রব্য যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয় তাহার ও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এজন্য weather report ও market report উহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আবার দেখা যায় অনেক স্থলে কৃষিজীবীরা একটী বা ২টী মাত্র ফসলের উপর নির্ভর করেন। উহার কোন একটী ভাল না হইলে বা কোন প্রকারে অনিষ্ট হইলে বা আশানুরূপ মূল্যে বিক্রয় না হইলে উহারা একেবারে ভগ্নোমনোরথ

হইয়া পড়ে ও সংসার রক্ষা করিবার কোন উপায়ান্তর দেখিতে পান না নিদারুণ অভাবে পীড়িত হইয়া ও ঋণের দরুণ অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া নানা প্রকার অসৎ পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়। উহাদের শোষণ আছে বর্ষণ নাই। শোষণ ও বর্ষণ লইয়াই সংসার। শোষণ বর্ষণ লইয়াই সৃষ্টি রক্ষা হয়। মেঘ বর্ষণ করে, সূর্য্য শোষণ করে এই নিয়ম। উহাদের শোষণ আছে, বর্ষণ কোথায়? তাহাই বলিতেছি যদি আমরা প্রকৃতই দেশের সাধারণ লোকের উন্নতি চাই ও তাহাদের দুঃখে দুঃখ বোধ করি তাহা হইলে কৃষিজীবী-দের অভাবের দিনে তাহাদিগকে অন্য কোন শিল্প কার্য্যে নিয়োগ করিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে শিল্পের আদর বেশী হইতেছে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি কোন না কোন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অভাবের দিনে গরীব লোকদিগকে উপযুক্ত কার্য্য দিয়া প্রতিপালন করিবে। ইহাতে সকলেই লাভবান হইবেন ও সঙ্গে সঙ্গে সভ্যের নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় হইয়া যাইবে। সভ্যেরাও নিযুক্ত হইয়া শিল্পকার্য্য করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত লোকে যাহাতে সৎ হয় ও বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের করিতে হইবে। সমবায়মূলক ট্রেনিং স্কুল করিয়া সমস্ত লোককে করিয়া না উঠাইতে পারিলে সমবায় সমিতির পরিশ্রম পণ্ড হইবে। যেমন দেখা যায় একটী সুস্থ সবল আর একটী দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তি সমান কাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আসিতে পারে না তেমন একটী সৎ ও আর একটী অসৎ ব্যক্তি একসঙ্গে চলিতে পারে না। সমবায় সমিতি চাহে সততা, ইহার উদ্দেশ্য ছোটকে সাহায্য করিয়া বড় করে তোলা। ছোটকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে উদারতার আবশ্যক। সততাও কম নয়। সততার উপর ভিত্তি স্থাপন না হইলে কোন জিনিষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ভাল না হইয়া উঠিতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১) যদি কোন দুষ্ট লোক সমিতির সহিত প্রবঞ্চনা করে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় টাকা পরিশোধ না করে তাহা হইলে তাহাদের জেল দেওয়াইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানায় খাটাইয়া তাহার দেয় টাকা আদায় করিতে হইবে। তাহার কোন প্রকার অর্থদণ্ড না হয় ও সে যাহাতে শিল্প শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ অর্থদণ্ড হইলে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও পরিশোধ করা কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়। (২) আবার কেহ ব্যাঙ্ককে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে জমিদারের খাজনা না দিতে পারে সেজন্য উত্তমর্ণ-সমিতি টাকা আদায় করিয়া প্রথমে জমিদারের দেয় কর পরিশোধ করিবেন তৎপরে বক্রী টাকা সভ্যের হিসাবে জমা দিবেন। (৩) ঋণ পরিশোধের পক্ষে কৃষিজাত দ্রব্য যেমন সাহায্য-কারী, স্বাস্থ্যও তেমনি। সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির দেশের স্বাস্থ্যের উপরও দৃষ্টি রাখা উচিত।
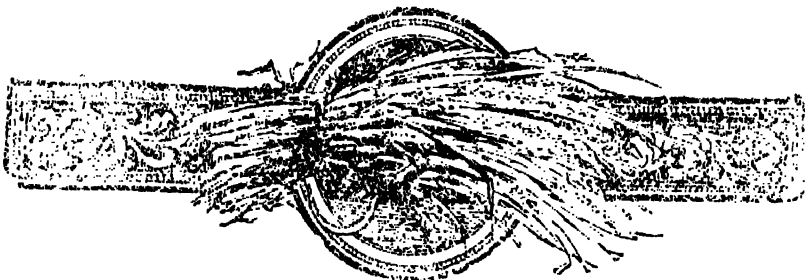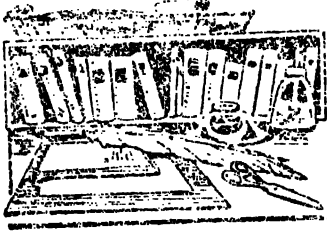
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলন

গত ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ও রবিবার অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভানেতৃত্বে ষোড়শ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলন ও বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির সাধারণ সভা সমিতির আফিস-গৃহে হয়। অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের প্রতিনিধি, ব্যক্তিসভ্য ও সমবায় বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী সব শুদ্ধ প্রায় দেড় শত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিন অপরাহ্ণ দু'টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎপর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ বিবৃত করেন। তৎপর সভায় নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত ৬৬টি প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য সমগ্র সভা একটি বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে পরিণত হইয়া সেইদিনকার সভা ভঙ্গ হয়

পরদিবস বেলা ২টায় সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যথারীতি সংগঠন সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়—যথা, সভাপতি ও দুইজন প্রতিনিধি-সভাপতি-নির্ব্বাচন এবং ১৯৩০ সালের পরীক্ষিত উদ্বর্ত্তপত্র ও হিসাবনিকাশ ও ১৯৩১ সালের বাজেট আলোচনা ও গ্রহণ। আগামী বৎসরের জন্য সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও খাঁ-বাহাদুর মৌলভি মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ প্রতিনিধি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহা ছাড়া সম্মেলনে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত গুলি প্রস্তাবগুলি আলোচিত ও গৃহীত হয়।

নবম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব

বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এইবারও আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব গত ৭ই নভেম্বর, শনিবার, সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের সূচনা হয় ১৯২৩ সালে। তদবধি প্রতি বৎসর পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সমবায়িগণ ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় নিয়মিতভাবে এই মঙ্গলানুষ্ঠান পালন করিয়া সমবায়ের ঐক্যবন্ধনের সম্যক পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। জগদ্ব্যাপী সমবায়-তন্ত্রে ভারতবর্ষও যে তাহার আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে এই উৎসবানুষ্ঠান তাহারই প্রমাণ।

কলিকাতায় এই উৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি কর্ত্তৃক কলেজ ষ্ট্রীটে ওভারটুন হলে অপরাহ্ণ ৫টা ১৫ মিনিটের সময় এক জনসভার আয়োজন হয়। এই সভার নেতৃত্বভার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহোদয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এইবারও এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলার গভর্ণর মহোদয় যে-বাণী প্রেরণ করেন সভায় তাহা পঠিত হয়। তাহা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই উপলক্ষ্যে যে বাণী প্রচারিত হয় তাহাও সভায় পঠিত হয় এবং এই সঙ্ঘ অন্তর্ভুক্ত সমবায়-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার জন্য যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন তাহা সভায় উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের ওয়াই-এম-সি-এ প্রতিষ্ঠান সমূহের জাতীয় পরিষদের সেক্রেটারি মিষ্টার এইচ্-এ-পপলি এই প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সমবায়ের উৎপত্তি ও ভারতবর্ষে এই

প্রচেষ্টা কিরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে তৎসম্বন্ধে একটি মনোগ্রাহী বক্তৃতা করেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা সভাকর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। এই অভিভাষণে তিনি সমবায় প্রচেষ্টার ত্রুটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন ও কি করিয়া এই ত্রুটি সমূহের সংস্কার করা যাইতে পারে তাহা উল্লেখ করেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গদেশের গভর্ণরের বাণী

নবম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের গভর্ণর বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতিকে যে বাণী প্রেরণ করেন ও যাহা ওভার্টুন হলের জনসভায় পঠিত হয় তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

৭ই নভেম্বর তারিখে নবম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে আমি সমবায় প্রচেষ্টার প্রতি আমার ও আমার শাসন-পরিষদের বিশেষ সহানুভূতি ও এই প্রচেষ্টার জন্য আমাদের আন্তরিক কল্যাণ কামনা আপনাদের জানাইতে চাই। ভারতবর্ষে এবং সমস্ত জগতে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে সমবায় প্রচেষ্টার যে বিশেষ সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমি ভালো করিয়াই জানি। বোধহয় ইতিপূর্ব্বে এই প্রচেষ্টাকে কখনো এইরূপ সঙ্কটে পড়িতে হয় নাই। এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি যে বিশেষ করিয়া সকলের চোখে পড়িবে তাহা খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু এই সঙ্গে এই প্রচেষ্টার যে অন্তর্নিহিত শক্তি উৎকর্ষ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহারা সমবায় প্রচেষ্টার উন্নতি কামনা করেন তাঁহাদের আশু কর্ত্তব্য এই প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহাতে একেবারে দূর হয় ও এই প্রচেষ্টার শক্তি যাহাতে সুসংহত ও দৃঢ়তর হয়। যদি এই কর্ত্তব্য যথারূপে পালিত হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান সঙ্কটেরও অনেক সুফল পাওয়া যাইবে। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য আপনারা যে প্রয়াস করিবেন তাহাতে আমার শাসন-পরিষদের সহানুভূতি ও সহায়তা আপনারা পূর্ব্বের মতনই পাইবেন এই আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি।

সমবায় ও শিক্ষক

এই সংখ্যায় পঞ্জাবের সমবায় সমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের সমবায় ও শিক্ষক সম্বন্ধে যে ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল এই দেশের সমবায়ী ও শিক্ষকগণকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি। সমবায় প্রচেষ্টার প্রসারে এ দেশীয় শিক্ষকগণ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। প্রবন্ধের লেখক পঞ্জাবের অনেক ইস্কুলে যে ধরণের সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন বাংলাদেশের ইস্কুলের শিক্ষকগণ কি তাঁহাদের নিজ নিজ ইস্কুলে সেই জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে পারেন না? সমবায় প্রচেষ্টার যে সকল ত্রুটি আছে তাহার এক বড় কারণ সমবায় প্রণালী সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। যদি বাল্যকাল হইতে সমবায় প্রণালী সম্বন্ধে লোকে শিক্ষা পায় তাহা হইলে সমবায় প্রচেষ্টার বর্ত্তমান বহু গুরুতর ত্রুটি যে সহজেই সংশোধিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

আফিস-গৃহ পরিবর্ত্তন

গত ১লা নভেম্বর হইতে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির আফিস-গৃহ নর্টন বিলডিংস্ হইতে ৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, স্যালিসবেরি হাউস (3|1, Bankshall St., Salisbury House) এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং সমিতির সকল চিঠিপত্র অতঃপর ঐ ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

Printed and Published by A. C. Sarkar, at the Classic Press, 9-3, Ramanath Majumdar Street, Calcutta, for the Bengal Co-operative Organisation Society, Norton Building. Lalbazar, Calcutta.

NATIONAL

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

প্রকাশক—

সম্পাদক—

১৪শ ভাগ] অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ [৫ম সংখ্যা

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

১৯৩০

১৯৩০ সালে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমবায় প্রচেষ্টার পক্ষে একেবারেই অনুকূল ছিল না। অন্যান্য দেশেরও অবস্থা যে বিশেষ ভালো ছিল, তাহা নয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে বিষম মন্দা পড়িয়াছিল। বাংলাদেশেও পাটের ফসল অত্যধিক হওয়ায় তাহার অন্যথা হয় নাই। তাহার উপর আবার এই বৎসর পাট-বিক্রয় সমিতিগুলি বন্ধ হয়। এই প্রদেশের সমগ্র সমবায় প্রচেষ্টাকে এইরূপে নানাভাবে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, কেননা এই প্রদেশের সমবায় সমিতি-গুলির অধিকাংশ সভ্যই চাষী এবং তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায় পাট। এই সব অনিবার্য্য কারণে এই সমিতি ১৯৩০ সালে বিশেষ কোন নূতন কাজে হাত দিতে পারে নাই। কিন্তু যে-ঘটনা-পরম্পরার জন্য ১৯৩০ সালে এই প্রদেশের সমবায় প্রচেষ্টা বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই তাহার জন্য ইহাকে একেবারেই দায়ী করা চলে না।

প্রচার

আলোচ্য বৎসরে সমিতির প্রচারকার্য্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মতোই উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। সমিতির ইংরাজ ত্রৈমাসিক 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ জার্ণ্যাল' ও বাংলা মাসিক 'ভাণ্ডার' নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সমিতি আলোচ্য বৎসরে দুইটি পুস্তক ও সমবায় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তক দুইটির প্রথমটি সমবায় সমিতিসমূহের ডিভিসন্যাল অডিটর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রণীত "সমবায় ও পল্লী-সংগঠন"। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয় পুস্তক-টির একটি মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। সমবায়ের উৎপত্তি, সমবায়ের মূলসূত্র এবং এই দেশে কি ভাবে সমবায় প্রয়োগ করা হইতেছে ও হইতে পারে সুরেশবাবু অতি সহজ ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমবায় আইন-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানেরও ধারণা

এই বইখানি পড়িলে হইবে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় পুস্তক আর আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় ইংরাজী-অনভিজ্ঞ গ্রাম্য সমিতি-সমূহের কর্ম্মচারী ও সভ্যেরা অনেক সময়েই সমিতির যথাযোগ্য পরিচালন করিতে পারেন না। সুরেশ বাবুর বই পড়িলে তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন। দ্বিতীয় পুস্তকটির নাম "সরল কৃষি-কথা"। লেখক কৃষিবিভাগের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী শ্রীসন্তোষবিহারী বসু। সম্প্রতি তিনি বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন কেন্দ্র শ্রীনিকেতনে ডেপুটেসনে আছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকটির একটি সুন্দর মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। এই বইখানি পড়িলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-কার্য্য সম্বন্ধে বেশ সহজেই ধারণা হইবে। সমবায় সমিতিসমূহের সাধারণ সভ্যগণের শিক্ষার পক্ষে এই দুইটি পুস্তকই খুব উপযোগী হইয়াছে।

মফঃস্বলে প্রচার

সমিতির পাব্লিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও লেক্‌চারার মৌলভি মিরকাশিম স্থানীয় সমবায়িগণের নিমন্ত্রণে এই প্রদেশের নানা সহরে ও গ্রামে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণযোগে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে সমবায়ের আদর্শ বহুল প্রচারলাভ করে।

সমিতির পাব্লিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন :—

সহর ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক :—গোসাবা, পটুয়াখালী, খেপুপাড়া, ইছাপুরা, রাজসাহী, খঞ্জনপুর, জলপাইগুড়ি, পুঠিয়া, সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, তমলুক, আসানসোল, সিউড়ি, বোলপুর, নলহাটি, কাটোয়া, উলুবেড়িয়া, খেলার বলরামপুর, লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, উত্তরপাড়া, চট্টগ্রাম।

গ্রাম এবং প্রাথমিক সমিতি :—কুড়কাটা (বাখরগঞ্জ), পাঁচপি‌ি (বগুড়া), জলপাশ (জলপাইগুড়ি), লাহিড়ী মোহনপুর (পাবনা), চুয়াডাঙা, (নদিয়া), চরণদ্বীপ (চট্টগ্রাম), কালিম্পং (রংপুর)।

সমিতির লেক্‌চারার মৌলবী মির কাসেম নিম্নলিখিত স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা করেন :—

সহর ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক :—ফেণী, বরিশাল, খেপুপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ, উল্লাপাড়া, ভাঙ্গুড়িয়া, ভোলা, খঞ্জনপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নওগাঁ, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, মতলব, রায়পুরা (নোয়াখালী), লক্ষ্মীপুর, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, সন্দীপ।

গ্রাম এবং প্রাথমিক সমিতি :—বগা, কলা্যা, বাউফল, বড়গুণা, আমতলী, গিলাতলী, বাহকা, মরিচ, বাণিয়া (বাখরগঞ্জ), ঘোড়কা, নলকা, সালেঙ্গা, গন্ধাইল, হরনাথপুর, বিয়ারা, জিয়োহা, কইকা, গইলাহোসেইন, হাটরেজিয়া, লাহিড়ীমোহনপুর, পূর্ণিমাগাতি, নেওয়ারগাছি, সিজেরগাছি, শ্রীকলতলী, নন্দেরগাতি, মির্জাপুর, অষ্টযামনী, শংৎনগর, চাইখোলা, মুনগর, (পাবনা,) জয়পুরহাট, (বগুড়া), ডোমার, দেবীগঞ্জ, সালডাঙা, চিলাহাটী, পাঁচনগর, ময়নাগুড়ি, বারুইঘাট, পাটগ্রাম, (জলপাইগুড়ি,) বজরা (রংপুর) নারায়ণপুর, নিশ্চিন্তপুর, চিৎোসী, হৈমচর, ইমামপুর, মোহনপুর, হাজিগঞ্জ, সাচর, (ত্রিপুরা), বাজার, সোহাপুর, রামগঞ্জ, নাগমুড, চণ্ডীপুর, ফতেপুর, সইচা, বেহারীচর, হায়দারগঞ্জ, খাগুড়িয়া, হাজীপাড়া, ছিলপাড়া, মাণিকপুর, চৌমুহানি, বাউড়িয়া, (নোয়াখালী)।

কৃষি-শিল্প-সমবায় সম্মিলনী ও প্রদর্শনী

এই প্রদেশের নানা সহরে ও গ্রামে প্রতিবৎসর যে-সকল কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী ও সম্মেলন হয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উহা এক প্রধান উপায়। এই জাতীয় বহু প্রদর্শনীতে ও সম্মিলনে সমবায় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সমবায় সংক্রান্ত ছবি, নক্সা, প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া এই সমিতি জনসাধারণের মধ্যে সমবায় আদর্শ প্রচারের বিধিমত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই বৎসর সমিতি নিম্নের স্থানসমূহে এই জাতীয় প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াছিলেন :— বারাসত (২৪ পরগণা), দেবানন্দপুর (হুগলি), শিউড়ি (বীরভূম), জলপাইগুড়ি, ভোলা (বাখরগঞ্জ) ও কালিম্পং (দার্জ্জিলিং)। রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের সৌজন্যে এই কার্য্যে

একজন সুপারভাইজারের সহায়তা পাওয়া গিয়াছিল। এই জন্য তিনি সমিতির ধন্যবাদার্হ।

ই-বি রেলওয়ের প্রদর্শনী ও সমবায়

পূর্ব্বাপর বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ই-বি-রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের সহযোগিতায় সরকারী পাঁচটি বিভাগ—কৃষি, শিল্প, পশু, স্বাস্থ্য এবং সমবায়—হইতে চলন্ত ট্রেণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই পাঁচটি সরকারী বিভাগ দ্বারা এবং ই-বি-রেলওয়ে প্রচার বিভাগ দ্বারা সুসজ্জিত একটি প্রদর্শনী ট্রেণ ২৭শে জানুয়ারী পার্ব্বতীপুর হইতে রওনা হইয়া উত্তরবঙ্গের ১৭টি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সান্তাহার ষ্টেশনে পরিভ্রমণ শেষ করে।

এই বৎসর সরকারী সমবায় বিভাগ হইতে উক্ত প্রদর্শনীর সমবায় বিভাগের ব্যবস্থা এবং পরিচালন করার ভার বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছিল। পাব্লিসিটি-অফিসার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনী পরিচালিত হইয়াছিল। সমিতির বক্তা মৌলভী মীরকাসেম বরাবর প্রদর্শনী ট্রেণে থাকিয়া এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে প্রদর্শনী গাড়ী উপস্থিত হইয়াছিল সেই এলাকাস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং সমবায় বিভাগের স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টার এবং অডিটারগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রত্যহ প্রাতে ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা এবং অপরাহ্নে ২ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী গাড়ী উন্মুক্ত রাখা হইত এবং সন্ধ্যা ৬ টায় চলচ্চিত্রযোগে বক্তৃতা দেওয়া হইত। চলচ্চিত্রের মধ্যে The Tale of Gurgaon বা "গুরগাঁয়ের কাহিনী" নামক একটী সমবায় সম্বন্ধীয় চিত্র ছিল। প্রত্যেক স্থানে একদিন করিয়া এই চিত্রটী প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তৎসহ বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। সকল স্থানেই এই চিত্রটী দর্শকগণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র দর্শকে প্রদর্শনী গাড়ী পূর্ণ হইয়া যাইত। প্রদর্শনীকক্ষে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং সমবায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বিতরণ করা হইত। এইরূপ ২০ হাজার পত্রিকা বিতরিত হইয়াছিল। প্রদর্শনী ট্রেণের সমবায় কক্ষটী নানাপ্রকার চিত্র, চার্ট, মডেল প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া সমবায়ের বহুমুখী শক্তিকে মূর্ত্ত করা হইয়াছিল।

বার্ষিক সাধারণ সভা

এই সমিতির পক্ষে এই বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পঞ্চদশ বঙ্গীয় সমবায় সম্মেলন ও সংগঠন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা। ২৮শে ও ২৯শে জুন সমিতির অফিসগৃহ নর্টন বিলডিংসএ ইহার অধিবেশন হয়। অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় অধিবেশনের সভাপতির কার্য্য করেন। নানাবিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও যে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি সভায় আসিয়াছিলেন তাহা সমবায় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দেশের লোকের আগ্রহের পরিচায়ক।

২৮শে জুন বেলা ২টার সময় এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর সভায় আলোচিত হইবার জন্য প্রেরিত ৬০টী প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য এক সাব্‌জেক্টস্ কমিটি গঠিত হইবার পর সভার কার্য্য পরদিবস ১২টা পর্য্যন্ত স্থগিত হয়। এই কমিটি-কর্ত্তৃক অনুমোদিত ৩২টি প্রস্তাব সভায় পরদিবস আলোচিত হয়। এই প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে সভায় রীতিমত সমালোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়। গ্রাম্যসমিতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, সকল প্রকারের সমবায় সমিতির প্রতিনিধিই এই তর্কবিতর্কে যোগ দেন। ইহা হইতে বুঝা যায় এই সভায় বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সমবায়িগণ মিলিত হইয়া যে-সকল সমস্যা শ্রেণী বা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সমবায়িমাত্রেরই আপন সমস্যা বলা যাইতে পারে তাহাদের সমাধানের জন্য পরস্পরের সহিত আলাপের ও পরামর্শের সুযোগ লাভ করেন।

এই সব আলোচনা ব্যতীত এই সভাতে সমিতির পরিচালন সংক্রান্ত নানা কার্য্যও সম্পন্ন হয়। আলোচ্য বৎসর এই জাতীয় কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল সভাপতি-নির্ব্বাচন। সংগঠন সমিতির উপবিধি

অনুযায়ী প্রথম চার বৎসর রেজিষ্ট্রার ইহার পদ-হেতুক সভাপতি ছিলেন। এই বৎসর হইতে সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার কথা। এই উপবিধি অনুযায়ী গত বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার গাঙ্গুলী মহাশয়, রেজিষ্ট্রার হিসাবে না, ব্যক্তিগতভাবে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সুশীলবাবু বহুদিন সমবায় প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত আছেন এবং সমবায় কার্য্যে যে-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে বঙ্গদেশে সমবায় প্রচেষ্টার ও বিশেষ করিয়া সংগঠন সমিতির সাহায্য হইবে আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে সমিতির পূর্ব্বতন সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্রের নিকট এই সমিতি এবং এই প্রদেশের সমগ্র সমবায় প্রচেষ্টা কিরূপ ঋণী তাহা স্বীকার না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে।

অষ্টম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব

এই বৎসর ১লা নভেম্বর বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে অষ্টম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব বিপুল উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হয়। নিখিল ভারত সমবায় প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ মত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় জুলাই মাসের প্রথম শনিবার এই উৎসব না হইয়া নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার এই উৎসবের দিন ধার্য্য হয়।

কলিকাতায় জনসভা

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় এ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট গৃহে এই উৎসব উপলক্ষ্যে এক জনসভার আয়োজন হয় ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কলিকাতা নগরীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং বহুজনসমাগম হইয়াছিল।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। খান সাহেব মহম্মদ ইব্রাহিম এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে ডাঃ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গভর্ণরের বাণী

অতঃপর বঙ্গদেশের স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাক্‌সন্ মহোদয় এই উৎসব উপলক্ষ্যে যে বাণী প্রেরণ করেন তাহা সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"আমি অবগত হইলাম যে এই বৎসরে আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসবের দিন ১লা নভেম্বর ধার্য্য করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমার এবং আমার গবর্ণমেণ্টের এই আন্দোলনের উন্নতি সম্বন্ধে যে গভীর আগ্রহ আছে তাহা আপনাদিগকে জানাইবার সুযোগ উপেক্ষা করিতে চাহিনা। আরব্ধ কার্য্যের যতটুকু সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যদিও আমাদের সন্তোষলাভের যথেষ্ট কারণ আছে, তথাপি সমবায় কার্য্যের পরিধি বৃদ্ধি করিবার এখনো বহু অবকাশ আছে। এই কার্য্যে আমার গবর্ণমেণ্ট বরাবর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাইবার আশা করেন।

"এক্ষণে এই আন্দোলন যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে ইহা ক্রমশঃ বেসরকারি আন্দোলনে পরিণত হইতে বাধ্য। তাহার অর্থ এই যে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা এই আন্দোলনের জন্য অকুণ্ঠিতভাবে পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের স্কন্ধে দায়িত্বভার আরো বর্দ্ধিত হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা এই কর্ত্তব্য যোগ্যরূপে সম্পাদন করিবেন এবং আপনাদের চেষ্টায় সমবায় আন্দোলন উন্নতির এত উচ্চশিখরে উঠিবে যাহা পূর্ব্বে কখনো সম্ভব হয় নাই।

"আমার বিশ্বাস আছে যে আপনাদের আলোচনা পূর্ব্বের ন্যায় আজও সফলতা লাভ করিবে এবং আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতরূপে জানাইতেছি যে আমার গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনের উন্নতিকল্পে আপনারা যে সকল প্রস্তাব করিবেন তাহা বিশেষ মনোযোগ ও সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন।"

আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-সঙ্ঘের বাণী

সভাপতি মহাশয় তাহার পর অষ্টম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সঙ্ঘের প্রচারিত বাণী সভায় পাঠ করেন। এই বাণীর অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"জগতের সমবায়িগণের প্রতি নিবেদন,

"অষ্টম সার্ব্বজনীন সমবায় উৎসব দিবসে আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-সঙ্ঘ সমস্ত সমবায়িগণকে তাঁহাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছেন।

"আজ জগতে সর্ব্বত্র আর্থিক অসচ্ছলতা; ধনিকের নীতি মানবকে তাহার অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি দিতে পারে না, ফলে কর্ম্মহীনের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে; জীবিকা-নির্ব্বাহ দিন দিন ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা আদান-প্রদানের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থাতেও এই সঙ্ঘ সমবায়িগণকে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

"সমবায় আন্দোলন অটল ও দৃঢ় ভাবে অগ্রসর হইতেছে; সভ্য-সংখ্যা বাড়িতেছে; সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্যাবলী প্রসার লাভ করিতেছে; জাতীয় আন্দোলন সমূহের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়া ও একযোগে কার্য্য করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে; সমবায় কর্ম্মিগণের মিলিত শক্তি বর্ত্তমান সামাজিক কুপ্রথাসমূহ দূর করিতে অনেক কিছু করিতেছে, ইহা আরো অনেক করিতে সক্ষম হইবে যদি জগতের সমবায়কর্ম্মিগণ সেই শক্তি, একাগ্রতা ও আত্মত্যাগ দেখাইতে পারেন যাহার ফলে সমবায়ের প্রথম কর্ম্মিগণ অভীষ্টফললাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে জগতের সমবায় কর্ম্মিগণকে এই আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও একতাসূত্রে বন্ধন করিতেছে; ইহা প্রমাণ করিতেছে যে সমবায় মন্ত্র একটি সার্ব্বজনীন নীতি যাহা মানবের অভাব পূরণ করিতে,তাহার সুবিধা বজায় রাখিতেও তাহার উচ্চ আদর্শ পরিস্ফুট করিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিতে পারে।

"আজ সমাজের এবং বিশেষভাবে শ্রমিকের দুর্দ্দশা দূর করিতে এই আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সঙ্ঘ বিশেষভাবে চেষ্টিত। ইহা ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যে সেই নীতি অবলম্বন করিতেছেন যদ্দ্বারা ব্যক্তিগত লাভালাভের পরিবর্ত্তে সমগ্র মানবসমাজের সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা জগতের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারকারীদিগের মিলিত সুবিধার উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বাসে এই সঙ্ঘ জগতের সকল সমবায়ীকে আহ্বান করিতেছেন তাঁহারা যেন নূতন করিয়া আবার তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন যাহাতে জগতের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া গিয়া পবিত্র গণতন্ত্র ব্যাপকরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে, এই গণতন্ত্রকেই আদর্শরূপে সমবায় আন্দোলন সম্মুখে ধরিয়াছে এবং ইহার দৃঢ় ভিত্তির উপর এই আন্দোলন দণ্ডায়মান।"

অতঃপর সভাপতি ডাক্তার সেনগুপ্ত মহাশয় সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে একটি সুচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে লেখক বর্ত্তমান সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি এবং কিরূপে সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে তাহা দূর করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুখের মূল হইতেছে সমবায় আন্দোলন।

আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-সঙ্ঘের প্রস্তাব

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর সার লালুভাই সামালদাস এই উৎসব উপলক্ষ্যে আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাবটির মর্ম্ম এইরূপ:—

"অষ্টম আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত এই বিপুল জনমণ্ডলী জগতের সর্ব্বত্র সমবায় সহকর্ম্মিগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছেন এবং এই বিশ্বাস পুনরায় প্রচার করিতেছেন যে যাঁহারা মানবসভ্যতার উন্নতিসাধনের ও মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহারা সকলে সমবায় প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া পরস্পর প্রীতি, অর্থনৈতিক একতা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের যোগসূত্রে মিলিত হইবার সুযোগ পান।

"এই উদ্দেশ্যে, এই সভা আন্তর্জ্জাতিক সমবায়-সঙ্ঘ উৎপাদক ও গ্রাহকের স্বার্থসমন্বয়ের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছেন। অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে সমবায় প্রচেষ্টার যাহা আদর্শ তাহা সাধনের পক্ষে এই সকল ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। এই সভা মনে করেন যে জগতের সর্ব্বত্র সমবায় কার্য্যের একযোগে নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সমবায় আদর্শ যে

পরিণামে সার্থকতা লাভ করিবেই এবং জগদ্ব্যাপী শান্তির আশ্বাস যে সমবায় দিতে পারে এই বিশ্বাস এই সভা প্রচার করেন।"

স্যার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতির আহ্বানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর কেহ কেহ সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করেন। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন নিখিল ভারত সমবায় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, বোম্বাই প্রদেশের বিখ্যাত সমবায়ী, সার লালুভাই সামলদাস। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের অগণিত অধিবাসী একমাত্র সমবায় আন্দোলন ও সমবায় প্রণালী দ্বারা মূলধনের ব্যবস্থা করিলেই সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। বক্তা সমবায় আন্দোলনের সকলপ্রকার সুফল বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির (Central Banking Enquiry Committee) নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং গবর্ণর মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে গত বিশ বৎসরের সমবায় আন্দোলনের ফলে কোন প্রকার লাভ হয় নাই—তিনি সভার পক্ষ হইতে এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। সার লালুভাই বলেন যে যদি মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে যতটা জ্ঞানের আশা করা যায়, সমবায় আন্দোলন বিষয়ে ততটা জানিতেন তাহা হইলে এরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বড় মহাজনদিগকে সাহায্য করিতেছেন, এবং সমবায় সমিতিগুলি দরিদ্র কৃষকদিগকে সাহায্য করিতেছেন। পরিশেষে বক্তা যাহাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলিকে সমান ভাবে সাহায্য করা হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

বক্তৃতাদির পর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদের প্রস্তাব করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

সর্ব্বশেষে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির পাবলিসিটি অফিসার ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণযোগে দুগ্ধ সমস্যা ও সমবায় প্রণালীতে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

মফঃস্বলে আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব

বাংলাদেশের সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে ও মফঃস্বলের সহরগুলিতে এই উৎসব বিপুল উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লাইব্রেরি ও পাঠাগার

সমিতির আফিসে যে লাইব্রেরি ও পাঠাগার আছে তাহাতে সমবায় ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু সুপাঠ্য পুস্তক আছে। নানাস্থান হইতে এই সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট পুস্তকের তালিকার জন্য সমিতির নিকট পত্র আসে এবং সর্ব্বদা এই পত্রগুলির যোগ্য উত্তর দেওয়া হয়।

নিখিল ভারত-সমবায়-প্রতিষ্ঠান

এই প্রতিষ্ঠানের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে সংগঠন সমিতির দুইজন প্রতিনিধি ছিলেন: মৌলভি শামসুর রহমান (খুলনা) ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী (কলিকাতা)।

অন্তর্ভুক্তীকরণ (Affiliation)

পূর্ব্ববৎসরের রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে বিশেষ চেষ্টার ফলে ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ১৪,০৩১ সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভাগ হিসাবে দেখিতে গেলে এই কার্য্য কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকাটি হইতে বুঝা যাইবে:-

অন্তর্ভুক্ত সমিতির সংখ্যা

বিভাগের নাম	কেন্দ্রীয়	সসীমদায়িত্ব বিশিষ্ট	অসীমদায়িত্ব বিশিষ্ট	মোট	শতকরা হার
প্রেসিডেন্সি	২৪	১৪৮	৩৭৭২	৩৯৪৪	৯৩·৩
বর্দ্ধমান	২০	৩১৪	৩২২৮	৩৫৬২	৭১·৫
ঢাকা	২৬	২৬	৩১৩০	৩১৮২	৫৪·২
রাজসাহী	২৬	৩১	৩০০২	৩০৫৯	৭৪·০
চট্টগ্রাম	১৫	৬৬	২২৫৬	২৩৩৭	৭৩·৪
	১১১	৫৮৫	১৫৩৮৮	১৬০৮৪	৭২·০

১৯৩০ সালের জুনমাসের শেষ পর্য্যন্ত এই প্রদেশে যত সমিতি ছিল তাহার মধ্যে শতকরা ৭২০ আলোচ্য বৎসরে সংগঠন সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ

বঙ্গদেশের সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, সমগ্র পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান, ইণ্টারন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ এ্যালায়েন্স-এর অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি স্যার হোরেস প্লানকেট্ ফাউণ্ডেশানেরও সভ্য হইয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় সমবায় নীতি ও রীতি বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানলাভ করা। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়া বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি বঙ্গদেশের সমবায় কর্ম্মীদিগকে বিশ্বব্যাপী বিপুল সমবায় মণ্ডলীর সহিত যুক্ত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

১৯৩০ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব

এবং

১৯৩১ সালের বজেট

১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

জমা ও খরচ

জমা—

১। চাঁদা

(ক) সমিতি সভ্যের	১৫,৫৫০৲
(খ) ব্যক্তি সভ্যের	২৪৲
	১৫৫৭৪৲

২। পত্রিকাদি বাবদ প্রাপ্ত

জার্ণ্যাল

(১) চাঁদা	৭৮৭ ৻৫
(২) নগদ বিক্রয়	১২৲
(৩) বিজ্ঞাপন	৮০৲
	৮৭৯ ৻৫

ভাণ্ডার

(১) চাঁদা	৬৩৯৲
(২) বিজ্ঞাপন	৫,৮৯১॥০
(৩) নগদ বিক্রয়	২॥৵০
	৬৫৩৩৵০

৩। পুস্তিকা প্রভৃতি বিক্রয় ১১৭॥ ৬

৪। বিবিধ ৬৯॥৵৬

৫। প্রবেশনারী ম্যানেজারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত জমার টাকা ২৫০৲

৬। গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট (২ বৎসরের জন্য) ১৮,৯৬০৲

৭। স্থায়ী আমানতের উপর সুদ ৩৮৭৸৵৩

৮। ব্যাঁকের জমা ৭,৪১৯৸:৬

৯। ক্যাশ ক্রেডিট একাউণ্ট ৪১,৪০৫।/৬

১০। অগ্রিম হিসাবে দত্ত টাকা আদায় ৮,৪৯৬৲৩

খরচ—

১। পত্রিকাদি

জার্ণ্যাল

১। ছাপা ও কাগজ	১১৮০।০
২। লেখকগণের প্রাপ্য	৩১৮৸৵০
৩। ডাক টিকিট	২০৩ /৯
৪। চাঁদা সংগ্রহের জন্য খরচ	১৬ ৵০
৫। নানাবিধ	২ ॥/৬
	১৭২১৸৶৩

ভাণ্ডার

১। কাগজ ও ছাপা	৯,৩৭৫ ॥/০
২। ডাক খরচ	২,৮০২৸ ৬
৩। লেখকগণের প্রাপ্য	৩৬৫ /০
৪। নানাবিধ	৪০০ ৷/৩
৫। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কমিশন	১,৬৬০৲
৬। ছাঁচ (ছবির)	১৩ ৶০
৭। চাঁদা সংগ্রহের জন্য খরচ	১৬ ৶০
	১৬,৩৫৪৸৶০

২। প্রচার

১। বেতন	২৪৯৬ ৵৬
২। রাহা খরচ	২,৪১৪৸/০
৩। ছাপা খরচ	৮॥ ০
৪। স্লাইডস্	৫২৪। ০
৫। বিবিধ	১৪০॥৵৬
৬। ফেরত হওয়ার চাঁদা	১৬৯ /০
৭। প্রদর্শনীর খরচ	২১৫৲

জমা

১০। বাড়ী ভাড়া আদায়	৭৮০৲
১১। প্রদর্শনী গাড়ীর জন্য গ্রাণ্ট	৬০০৲
১২। জার্ণাল ডাক খরচের উদ্বৃত্ত টাকা ফেরৎ	১৷/ ৬
১৩। অডিটর পরীক্ষার ফি	১,২৩৯৲
১৪। শিক্ষার বেতন ফেরৎ	১০০৲
১৫। ১নং গ্রন্থাবলী নগদ বিক্রয়	৫৫৲
১৬। ২নং ঐ ঐ	১১৭৷৷০
১৭। লাইব্রেরীর পুস্তকের মূল্য ফেরৎ	৬৸০
১৮। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বাবদ প্রাপ্ত	৭৫৲
১৯। জার্ণাল চাঁদার জন্য খরচ ফেরৎ	১৬ ৶ ০
২০। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডে দেয় চাঁদা	৩৪৯৷৶৬
২১। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্য দেয় ষাণ্মাসিক চাঁদা	১৮৬৷৷৶০
২২। ঐ সুদ	৩৯ /০
২৩। বিক্রয়ের জন্য শ্লাইড	৬৪০৷৷ ৯
২৪। ভাণ্ডার ডাক খরচের দেয় চাঁদার উদ্বৃত্তাংশ	২০৸৶০
২৫। প্রচার কার্য্যের শ্লাইডের উপর রিবেট	৫ ৶৩
২৬। স্থায়ী আমানত	২০০০৲
২৭। বীরভূম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে ফেরত	৭৫৲
পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	
স্থায়ী আমানত	৬০০০৲
বাদ চলতি আমানতে পরিবর্ত্তিত	২০০০৲
স্থায়ী অগ্রিম	১০০৲
নগদ	২০৪৸৶৯
	৪৩০৪৸৶৯
	১,০৮,৭৬০৸/১১

খরচ

৮। বাৎসরিক অধিবেশন	৩৬৬৷৶৬
৯। আন্তর্জ্জাতিক সমবায় উৎসব	১৪৷৶০
১০। নিখিল ভারত সমবায় সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগ দিবার রাহা খরচ	১৫০ ৶০
১১। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুপারভাইজারের বেতন	৫০৲
১২। কনকাভেন্স বাবদ দান	২৪০৲
১৩। প্রদর্শনী গাড়ীর খরচ	৮৪১ /০
	৭৬৪৩ ৶৬

৩। শিক্ষা

(১) ম্যানেজারগণের বেতন	১৫৬৪৸৶৩
(২) ঐ রাহা খরচ	৪৭৮৷৶০
	২০৪৩৶/৩

৪। ম্যানেজারগণের জমার টাকা ফেরৎ	১২৫০৲

৫। পাঠাগার

(১) পুস্তক খরিদ	৩৭৫৸ ৬
(২) বিবিধ	১০৷৶৬
(৩) বেতন	৪৬৸ ০
	৪০২৸৶০

৬। পরিচালন

(১) বেতন	৪৫৮৮৷৷৶৩
(২) বাড়ী ভাড়া	৩৬০০৲
(৩) টেলিফোন	২৫০৲
(৪) ডাক খরচ	৩২৩৷৶৩
(৫) বিবিধ	৩৩২৷/৯
(৬) ষ্টেশনারী	১৯০/৮
(৭) ছাপা খরচ	১৭৯৶০
(৮) ম্যানেজারগণের জমার টাকার সুদ	৪৩৸৩
(৯) আসবাবপত্র	৫০৫৷৶০
(১০) বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার খরচ	৩৫৸৩
(১১) ব্যাঙ্ক হইতে অতিরিক্ত টাকা লওয়ার সুদ	৮৪৫ ৩
	১২২০৯৶৬

৭। অধিবেশন

(১) সাবকমিটির রাহা খরচ	৭৭৸৶০

জমা | খরচ

খরচ	
(২) ওয়ার্কিং কমিটির রাহা খরচ	২৯৩৮০
(৩) সেন্ট্রাল বোর্ডের "	৯৭৭৮০
(৪) বিবিধ	৬ ৶৬
	১৩৫৫৸৶৬
৮। অডিটর নিয়োগ করণার্থ পরীক্ষার খরচ	১০৬৩৷৶০
পরীক্ষার ফি ফেরৎ	১৫৲
৯। ভাণ্ডার প্রেরণের জন্য ছাপা খরচ (সমিতির নাম ও ঠিকানা)	৩৬৯৲ ৬
১০। আউট পেস	১৯৮০
১১। সুপারভাইজারগণের পরীক্ষার খরচ	১৯৸৶৬
১২। ২নং কো অপারেটিভ গ্রন্থাবলীর ছাপা খরচ	৪৩৭৷৶০
১৩। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ষান্মাসিক দেয় টাকা	১৮৬৸৶০
১৪। ঐ সুদ	৩৯ ৴০
১৫। বিক্রয়ের জন্য স্লাইড	৭১৯৷০
১৬। কো-অপারেটিভ গ্রন্থাবলীর জন্য খরচ	৯৷৷ ৬
১৭। বৈদেশিক জার্ণ্যালের চাঁদা	৭ ৶০
১৮। অগ্রিম	৫৭৪১৸৶০
১৯। ডাকের জমা	৭৮৭১৸৶০
২০। ক্যাস ক্রেডিট	৪৭৮৫২৸৶৮
২০। চাঁদা ফেরৎ (সমিতির)	৫৭৲
২২। পুস্তিকা বিক্রয়ের টাকা ফেরৎ	৩৷০
মগদ	১২ ৶৯
স্থায়ী অগ্রিম	২ ৶৬
স্থায়ী আমানত	৪০০০৲
	১,০৮,৭৩৩৸৶১১

জমা মোট: ১,০৮,৭৩৩৸৶১১

স্বাঃ শ্রীসুধীর কুমার লাহিড়ী
অবৈতনিক সম্পাদক
৭।৮।৩১

স্বাঃ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৮।৩১
মেম্বর, সেন্ট্রাল বোর্ড

স্বাঃ ফজলুর রহমান
অডিটর
সমবায় সমিতি, কলিকাতা
৭।৮।৩১

আয়ব্যয়ের হিসাব

ইং ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

ব্যয়	
১। পত্রিকাদি	১৬,৬২৭॥৵৩
২। প্রচার	৬,৪৭৭৸৵৬
৩। পাঠাগার	৯৭৸৵৩
৪। শিক্ষা	১,৭৮৩।/৩
৫। পরিচালন	৫,৮৩৮৷৹
৬। অধিবেশন	১,৬৫৩৷৹
৭। সুপার ভাইজারের বেতন	৫০৲
৮। ব্যাঙ্ক হইতে অতিরিক্ত টাকা লইবার সুদ	৮৯১ /৩
৯। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা ও তাহার সুদ	৪৩৯।৶৪
১০। আসবাব পত্র ও অন্যান্য জিনিষের ঘাটতি	২৪৩৷৵৹
১১। অ্যাপ্রেণ্টিস ম্যানেজারদিগের গচ্ছিত টাকার সুদ	৪৩৸ ৩
১২। অডিট ফি	২২॥৶৹
১৩। ১নং ও ২নং গ্রন্থাবলী ছাপা খরচ	২২১॥ ৯
১৪। বাড়ী ভাড়া	৩,৭৫০৲
১৫। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা	৩৮৯।/৩
১৬। সুপার ভাইজারগণের পরীক্ষার খরচ	১৯৸/৩
১৭। প্রদর্শনীর খরচ	২১৫৲
১৮। উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ	৩,৫২৮৸/৭
	৪২ ২৭৪৸৵১১

আয়	
১। চাঁদা	২২,১৯৩৲
২। পত্রিকাদি	২,২২৬৸৵৫
৩। বিজ্ঞাপন (ভাণ্ডার ও জার্ন্যাল)	৬,১৭৬৲
৪। গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট	৮,৯৮০৲
৫। বিবিধ	৬৮।৶৹
৬। পরীক্ষার উদ্বৃত্ত ফি	৭৯/৹
৭। স্থায়ী আমানতের উপর সুদ	৩২৭৸৵৯ পাই
৮। বীমা সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য বাড়ী ভাড়া	১,২০০৲
৯। বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর বাবদ প্রাপ্ত টাকা	১৯৯।/৹
১০। প্রদর্শনী পার্টীর জন্য প্রাপ্ত	৬০০৲
১১। সাইডস্	২৩৩ ০৯
	৪২,২৭৬৸৵১১

স্বাঃ শ্রীসুধীরকুমার লাহড়ী
অবৈতনিক সম্পাদক
৭।৮।৩১

স্বাঃ ফজলুর রহমান
অডিটর
সমবায় সমিতি, কলিকাতা
৭।৮।৩১

স্বাঃ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মেম্বর সেন্ট্রাল বোর্ড। ৯।৮।৩১

উদ্বর্ত্ত-পত্র

ইং ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

দেনা

বিবরণ	টাকা
১। প্রচার (বেতন, রাহা খরচ ও বিল)	৫০৭৸০
২। শিক্ষা (বেতন ও রাহা খরচ)	১,৫১৫।✓৩
৩। পরিচালনা (বেতন)	৩৮৭৷৵৬
৪। পত্রিকাদি	১,৮০৭৷✓০
৫। অধিবেশন (রাহা খরচ)	৩৪৬৶০
৬। সেল ডিপো (প্যাকিং)	১৷০
৭। অফিস খরচ	২২৷৶০
৮। প্রভিডেন্ট ফণ্ড	২,০০৮৶৪
৯। ব্যাঙ্ক হইতে অতিরিক্ত টাকা লওয়ার সুদ	৫৮৯ ✓৯
১০। ম্যানেজারগণের গচ্ছিত টাকা (জুট সেল সোসাইটী)	১,০০০৲
১১। ডাকঘর জমা	৩,৩৩৭ ৵০
১২। ব্যাঙ্ক হইতে অতিরিক্ত লওয়া টাকা	৮,২৫৬ ৵১
১৩। পরীক্ষার খরচ	১৫০৲
১৪। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের পারিশ্রমিক	৩১৯৷৵০
১৫। মেম্বরগণের চাঁদা	১৪০৸৵০
১৬। ডিসেম্বর মাসের বাড়ী ভাড়া	৩০০৲
১৭। কর্পোরেশনের জন্য গ্রাণ্ট	৩৫০৲
১৮। জার্ন্যালের চাঁদা (অগ্রিম)	৬৲
১৯। স্টেসনারী ইত্যাদির বিল	৮২৷৵০
সমিতির তহবিল	৫৮৫৫৷৶৯
বাদ ঘাটতি	১৬৬ ৵০
	৫,৬৮০।✓৯
বর্ত্তমান বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা	৩,৫১৮৸৵৭
	৯,২০৮ ৶৪

পাওনা

বিবরণ	টাকা	টাকা
১ নগদ	১২৵৯	
স্থায়ী অগ্রিম	২৶৬	
		১৪৷৵৩
২। স্থায়ী আমানত		৪০০০৲
৩। অগ্রিম প্রদত্ত (৯৬৷৶০ শ্রীযুক্ত আদিনাথ চন্দ্র মহাশয়ের প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হইতে লওয়া হইবে)		২,৬১১৷৶০
৪। স্থায়ী আমানতের সুদ		১২০৲
৫। আসবাব পত্র	১৩০৪৸৵০	
বাদ ঘাটতি	১১৩৬✓০	
		১,১৯১ ✓০
৬। পাঠাগারের পুস্তক		৮৪২৷✓৬
৭। ডাণ্ডার বিজ্ঞাপন		১.৩০২৷৷ ০
৮। জার্নালের চাঁদা (পাওনা)		১৫৲
৯। বাড়ী ভাড়া ও ইলেকট্রিক (বীমা সমিতির নিকট হইতে)		৬৯৪ ✓০
১০। ব্যক্তি সভ্যের চাঁদা		১১৪৲
১১। ১নং ও ২নং গ্রন্থাবলীর মূল্য	৮১৭৷৵৩	
১২। প্রচার কার্য্যের প্লাইড	৫১৭৲ ৯	
বাদ ঘাটতি	১২৯৸✓০	
		৬৮৭ ৶৯
১৩। ডাণ্ডার প্রেরণের জন্য ছাপা, নাম ও ঠিকানা		৩২০। ৬
১৪। প্লাগের বাবদ পাওনা		৪০০৸০
১৫। ১নং পুস্তকের মূল্য পাওনা		৫০০৲

দেনা		পাওনা	
		১৬। পাওনা চাঁদার পরিমাণ ২৮,৪৯৭৲	
		আদায় হইবে বলিয়া অনুমেয় চাঁদার পরিমাণ	১৭,০০০৲
	৩০,৩৩১৵৩		৩০,৩৩১৵৩

I hereby certify that suject to my separate Report the above balance sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct position of the Society according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Society.

Sd/- Fazlur Rahaman.
Auditor, Co-operative Societies. Calcutta. 7. 8. 31.

স্বাঃ শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী
অবৈতনিক সম্পাদক
৭।৮।৩১

স্বাঃ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৯।৮।৩১
মেম্বর, সেন্ট্রাল বোর্ড

ইং ১৯৩১ সালের আনুমানিক আয় ও ব্যয়
(বজেট)

আনুমানিক আয়		আনুমানিক ব্যয়	
১। গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট	৯৯৮০৲	১। পত্রিকাদি বাবদ	১০,৬৫০৲
২। চাঁদা		২। প্রচার	৬,৭১২
বকেয়া—১০,০০০৲		৩। বাড়ী ভাড়া	২,০০০৲
হাল—২০,০০০৲		৪। পুস্তক খরিদ	৩০০৲
	৩০,০০০৲	৫। পরিচালন	৭,১৬২৲
		৬। অধিবেশনের যাহা খরচ	২,০০০৲
৩। বিজ্ঞাপন	২,০০০৲	৭। উর্দ্ধ পত্রানুযায়ী	
৪। পত্রিকা ও পুস্তকাদি	১৬৪০৲	দেনা	২১,১১২৬৵১১
৫। বিবিধ	৭০৲	৮। উদ্বৃত্ত	৩,৭৫৫।৵৪
৬। স্থায়ী আমানতের উপর সুদ ২৪০/			
৭। উর্দ্ধ পত্রানুযায়ী দেনা পরিশোধ করণার্থ প্রাপ্য টাকা	৯,৭৭২।৵৩		
	৫৩,৭০২।৵৩ পাই		৫৩,৭০২১।৵৩ পাই

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

ষোড়শ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলন ও বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন

গত ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) শনিবার ও রবিবার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ষোড়শ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলন ও বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন সমবায় সংগঠন সমিতির অফিস-গৃহে হয়। বঙ্গদেশের সকল কেন্দ্রীয় সমিতি, অসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতি এবং গ্রাম্য ও অন্যান্য সমিতির প্রতিনিধি, ব্যক্তি সভ্য, এবং সমবায় ও অন্যান্য বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী প্রভৃতি সব শুদ্ধ প্রায় দুইশত লোক সভায় যোগদান করেন।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চট্টগ্রাম বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল খাস্তগীর, চট্টগ্রাম। ২। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন, চট্টগ্রাম। ৩। মৌলবী তফাজ্জল হোসেন, নোয়াখালী। ৪ মৌলবি আমিনউল্লা, নোয়াখালি। ৫। মৌলবী আবদুল মজিদ, চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরা, নোয়াখালী। ৬। মৌলবী আবদুল জব্বার চাঁদপুর, ত্রিপুরা। ৭। মৌলবী ওয়ালী উল্লা সন্দিপ, নোয়াখালী। ৮। মৌলবী মোয়াজ্জম হোসেন, হাতিয়া, নোয়াখালী। ৯। মৌলবী মহম্মদ সিদ্দিকের রহমান, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

ঢাকা বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত শিশুরঞ্জন বিশ্বাস, বরিশাল,। ২। মৌলবী মহম্মদ মুলুক হোসেন, টঙ্গী, ঢাকা। ৩। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সমাদ্দার, নেত্রকোণা, মৈমনসিংহ। ৪। মৌলবী আবদুল সাদেক, ভৈরব, মৈমনসিংহ। ৫। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মাদারীপুর, ফরিদপুর। ৬। মিঃ এ-ডি-খাঁ, আই-সি-এস, মাদারীপুর, ফরিদপুর। ৭। মৌলবী ইউসুফ হোসেন চৌধুরী, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর। ৮। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র সেন, বরিশাল। ৯। শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত, নেত্রকোণা, মৈমনসিংহ। ১০। শ্রীযুক্ত আনন্দ কিশোর চক্রবর্ত্তী, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ। ১১। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীমোহন ঘোষ, জামালপুর, মৈমনসিংহ। ১২। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন দে, জামালপুর, মৈমনসিংহ।

রাজসাহী বিভাগ

১। মৌলবী ডাঃ গোলাম গৌছ রংপুর। ২। মৌলবী আজিমউদ্দিন আহম্মদ, দিনাজপুর। ৩। মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব আলী, মালদহ। ৪। শ্রীযুক্ত নন্দলাল দত্ত। ৫। শ্রীযুক্ত শশিশেখর মৈত্র, রাজসাহী। ৬। মৌলবী মহম্মদ হোসেন আলী, পাঁচপাড়া, বগুড়া। ৭। মৌলবী মহম্মদ নাজ্জব আলী, কুড়ীগ্রাম, রংপুর। ৮। মৌলবী ময়েজউদ্দিন তরফদার, নওদাবগা, বগুড়া। ৯। মৌলবী মহসীন আলী খন্দকার, বগুড়া। ১০। মৌলবী মফিজুদ্দিন আকন্দ, বগুড়া। ১১। মৌলবী এ-জলিল, নওদাবগা, বগুড়া। ১২। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর। ১৩। মৌলবী এনায়েৎউল্লা খন্দকার, নওগাঁ, রাজসাহী। ১৪। মৌলবী আলীমুদ্দিন চৌধুরী, নওগাঁ রাজসাহী। ১৫। মৌলবী আলিমুদ্দিন সরকার, রাজসাহী। ১৬। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। ১৭। সৈয়দ মুহাব আলী, খঞ্জনপুর, বগুড়া। ১৮। মৌলবী মহম্মদ নাছির উদ্দিন মণ্ডল, খঞ্জনপুর বগুড়া। ১৯। মৌলবী মির্জ্জা মহম্মদ ইয়াকুব, রাজসাহী। ২০। মৌলবী আমিমুল হক, রাজসাহী। ২১। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চৌধুরী, পুঁঠিয়া, রাজসাহী। ২২। মৌলবী মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন, নওদাবগা, বগুড়া। ২৩। মৌলবী মির্জ্জা মহম্মদ কাসেম, নবাবগঞ্জ, মালদহ। ২৪। মৌলবী কলিমুদ্দিন আহম্মদ, নওগাঁ, রাজসাহী। ২৫। মৌলবী এম-আহম্মদ, রংপুর।

বর্দ্ধমান বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত দাশরথীনাথ চক্রবর্ত্তী, সিউড়ী, বীরভূম।

২। খাঁ-বাহাদুর মোদাচ্ছের হোসেন, নলহাটী, বীরভূম। ৩। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সিংহ, নলহাটী, বীরভূম। ৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালনা, বর্দ্ধমান। ৫। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ্র মাইতি, বলাগেড়িয়া, মেদিনীপুর ৬। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার পাইন, বলাগড়িয়া, মেদিনীপুর। ৭। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা, বর্দ্ধমান। ৮। শ্রীযুত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া। ৯। শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায়, বিশ্বভারতী, বীরভূম। ১০। শ্রীযুত রামদাস চট্টোপাধ্যায়, কালনা বর্দ্ধমান। ১১। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, তমলুক, মেদিনীপুর। ১২। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত, মেদিনীপুর। ১৩। রায় সাহেব সত্যেন্দ্র কুমার সিংহ, বর্দ্ধমান। ১৪। শ্রীযুক্ত জগদীশ প্রসাদ বসু, হুগলী।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গুপ্ত, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। ২। শ্রীযুক্ত প্রসন্নগোপাল ঘোষ, মাগুরা, যশোহর। ৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মাগুরা, যশোহর। ৪। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিশ্বাস, বাগেরহাট, খুলনা। ৫। মৌলবী আইনুদ্দিন আহম্মদ, বাগেরহাট, খুলনা। ৬। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, চুয়াডাঙ্গা, নদিয়া। ৭। শ্রীযুক্ত তারকনাথ সরকার, চুয়াডাঙ্গা, নদিয়া। ৮। বিনোদ বিহারী পাল, চুয়াডাঙ্গা, নদিয়া। ৯। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, রাড়ুলী, খুলনা। ১০। শ্রীযুক্ত অভিমন্যু সমাদ্দার, নড়াইল, যশোহর ১১ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষাল, মেহেরপুর, নদিয়া। ১২। মৌলবী সেক গোলাম রসিদ, বারাসাত, ২৪ পরগণা। ১৩। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। ১৪। মৌলবী সৈফুর রহমন, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। ১৫। অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কান্দি মুর্শিদাবাদ। ১৬। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র, টাকী, ২৪ পরগণা। ১৭। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী, টাকী, ২৪ পরগণা। ১৮। মৌলবী সাখোয়াৎ উল্লা, টাকী. ২৪ পরগণা। ১৯। সেক আবদুর রাকে, টাকী, ২৪ পরগণা। ২০। শ্রীযুক্ত ফনি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, জঙ্গীপুর মুর্শিদাবাদ। ২১। মিঃ আর্-এন্ চাটার্জ্জি, বাগেরহাট, খুলনা। ২২। মৌলবী মোফিজ উদ্দিন আহাম্মদ, কুষ্টিয়া, নদিয়া। ২৩। মৌলবী আবদুল হান্নান মেহেরপুর, নদিয়া। ২৪। মৌলবী মহিউদ্দিন আহম্মদ, কুষ্টিয়া, নদিয়া। ২৫। মৌলবী এ,-এফ,-এম্, আব্দর রহমন, টাকী, ২৪ পরগনা। ২৬। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, বারাসত, ২৪ পরগনা। ২৭। মৌলবী মহম্মদ নরুল হুদা, নড়াইল, যশোহর। ২৮। পণ্ডিত ভবনাথ স্মৃতিরত্ন, খুলনা। ২৯। মৌলবী সামসুর রহমন, খুলনা। ৩০। মৌলবী রাজা আলা মিঞা, কুষ্টিয়া, নদিয়া। ৩১। রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট, নদিয়া। ৩২। শ্রীযুক্ত শৈলজলাল চট্টোপাধ্যায়, নিমতা, ২৪ পরগনা। ৩৩। মৌলবী নুর মহম্মদ, নড়াইল, যশোহর। ৩৪। রায় বাহাদুর ইন্দুভূষণ মল্লিক, মেহেরপুর, নদিয়া। ৩৫। মৌলবী মহম্মদ আব্দুল মোত্তাব মোল্লা, খুলনা। ৩৬। সেক্ গোলাম রসিদ, বারাসত, ২৪ পরগণা। ৩৭। মৌলবী আব্দুল বারি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ৩৮। মনোহর সমজদার, কালিমগর। ৩৯। মৌলবী নকিব উদ্দিন মণ্ডল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ৪০। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

ব্যক্তি-সভ্য

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা। ২। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী, কৃষ্ণনগর। ৩। খাঁ সাহেব মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম বগুড়া। ৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কলিকাত। ৫। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, কলিকাতা। ৬। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাশ, কলিকাতা। ৭। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী, কলিকাতা। ৮। মিঃ জি-বসু, কলিকাতা।

পদহেতুক-সভ্য

১। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটীস্, বেঙ্গল। ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়, এ্যাসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার, প্রেসিডেন্সি বিভাগ। ৩। শ্রীযুক্ত শুকুমার চট্টোপাধ্যায়, এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার, রাজসাহী বিভাগ। ৪। মৌলবী এ-এইচ-এম ওয়াজির আলী, এ্যাসিস্-ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার, বর্দ্ধমান বিভাগ।

প্রথম দিবস

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন

সভার প্রারম্ভে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর সুশীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন ও রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমানে সমবায় আন্দোলনের যে-সকল ত্রুটী আছে এবং ইহার সম্মুখে যে-সকল সমস্যা রহিয়াছে সেই সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়া সভাপতি মহাশয় কি উপায়ে ঐ সকল ত্রুটী সংশোধন করা যায়, এবং কি উপায়ে ঐ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব সেই বিষয়ে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং এই সমবায় আন্দোলনের উপরে তাঁহার যে আস্থা ও আশা তাহা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে কি উপায়ে এই আন্দোলনকে সর্ব্বসাধারণের আন্দোলন করিয়া তুলা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।

তৎপরে সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার লাহিড়ী মহাশয় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি সংগঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, এই বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন নিয়ম স্থির করা হয় নাই; কি ভাবে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হইবে তাহা প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া স্থির হয়; সুতরাং এই সম্বন্ধে একটি নিয়ম স্থির করিলে ভালো হয়।

সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সভ্যগণের মত জানিতে চাহিলে রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন যে প্রতিবৎসর এই সভায় বহুসংখ্যক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় এবং বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিও এক এক বৎসর এক এক ভাবে গঠিত হয়। তাঁহার মতে যাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোন লাভ নাই; সম্মেলনের উচিত স্বটিকত প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহার জন্ত চেষ্টা করা। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিও ৩।৪টি না করিয়া একটী সমিতি গঠন করা উচিত।

কয়েকজন সভ্য এই প্রসঙ্গে গত বৎসর গৃহীত প্রস্তাবগুলির বিষয়ে কতদূর কি করা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন।

খাঁ-সাহেব মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম ইহার উত্তর বলেন যে গত শ্রাবণ মাসের ভাণ্ডারে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে কতগুলি ভিন্ন কমিটি না করিয়া একটি কমিটি করিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে সমগ্র সভা বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে পরিণত করা হউক; সেই সমিতি প্রেরিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিবেন।

তৎপরে সেদিনকার সভা ভঙ্গ হয় এবং বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় দিবস

কার্য-বিবরণী, বাজেট ও উদ্বর্ত্ত-পত্র

পরদিন রবিবার বেলা ১২টার সময়ে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

সম্পাদক মহাশয় ১৯৩০ সালের কার্য্য বিবরণী ও পরীক্ষিত উদ্বর্ত্ত-পত্র ও আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব সভায় উপস্থিত করেন। সমিতির প্রাপ্য বকেয়া চাঁদার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক (আনুমানিক ৪০,০০০৲) হওয়ায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে এই বাকি চাঁদা আদায় করার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে প্রত্যেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পত্র লিখিয়া তাগিদ দেওয়া হয় এবং এবিষয়ে রেজিষ্ট্রার মহাশয় সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

মৌলভি সামসুর রহমান প্রস্তাব করেন যে

যে-সকল সভ্যের নিকট চাঁদা পাওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক যে ভবিষ্যতে যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্য চাঁদা আদায় না হয় ততদিন সমিতির নিয়ম-অনুসারে এই সভায় উক্ত সভ্যগণ ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

মৌলভী রেজা আলি মিঞা বলেন যে সমিতির প্রাপ্য চাঁদা আদায়ের মালিক সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগণ।

মৌলভি নসিরুদ্দিন মণ্ডল বলেন যে কেন চাঁদা আদায় হয় না তাহার কারণ অন্বেষণ করা প্রয়োজন। অনেক মেম্বর নিয়মিত ভাণ্ডার পান না এবং অন্যান্য মাসিক পত্রের তুলনায় ভাণ্ডারে ভাল প্রবন্ধ বাহির হয় না।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন আমরা আসল প্রস্তাব হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সংগঠন সমিতির যদি কোন দোষ ক্রটী থাকে তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য তাহা সংশোধন করা, কিন্তু সমিতিকে সর্ব্বাগ্রে চাঁদা দিয়া রক্ষা করা প্রয়োজন। চাঁদা না পাইলে সমিতির কার্য্য কিরূপে চলিতে পারে?—তিনি সকলকে অনুরোধ করেন যে নিয়মিত চাঁদা আদায় করিয়া সকলে সমিতিকে রক্ষা করুন।

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বলেন—এই সমিতি আমাদের, আমাদের কর্ত্তব্য ইহাকে রক্ষা করা। গ্রামের মধ্যে কাজ করিবার, গ্রামকে বাঁচাইবার ও গ্রামের লোককে সমবায় নীতি বুঝাইবার একমাত্র উপায় এই সংগঠন সমিতি, তাই ইহাকে দাঁড় করান দরকার। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগণ ইচ্ছা করিলে চাঁদা আদায় করিতে পারেন।—তিনি সকলকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে সংগঠন সমিতির যতই দোষ ক্রটী থাকুক না কেন ইহার একটা বড় ভবিষ্যৎ আছে এবং তাহা সকলের উপরে নির্ভর করে। যদি সকলে চেষ্টা করেন তাহা হইলে সমিতি বাঁচিতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন :-

"এই সভা সমস্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত সমিতিদিগের দেয় চাঁদা ৩ মাসের মধ্যে পাঠাইয়া দেন। যাঁহাদিগের নিকট বেশী চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা যেন আপাততঃ অন্ততঃ দুই বৎসরের চাঁদা এক সঙ্গে পাঠাইয়া দেন।"

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায় উহা সমর্থন করেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় সংগঠন সমিতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির ও অন্যান্য প্রস্তাবের বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। ভাণ্ডারের বিষয়ে তিনি বলেন যে যদি নিয়মিত চাঁদা পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে গড়ে বৎসরে ১৷৹ করিয়া চাঁদা পাওয়া যায়, কিন্তু চাঁদা নিয়মিত পাওয়া যায়না। ইহাতে অন্যান্য খরচ করিয়া ভাণ্ডার চালাইতে হয়। তাহাতে কাগজের আর বেশী কি উন্নতি হইতে পারে? ভাণ্ডার নিয়মিত না পাওয়া বিষয়ে তিনি বলেন যে অনেক কারণে ভাণ্ডার কোন কোন সমিতির নিকট নিয়মিত পৌঁছায়না, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা যখনই অভিযোগ পান তখনই তাহার তদন্ত করেন এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তৎপরে বাকি চাঁদা আদায় বিষয়ে তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে বলেন যে অন্য কাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বে তাঁহারা স্থির করুন যে যাঁহাদের নিকট চাঁদা বাকি থাকিবে তাঁহারা সমিতির নিয়ম অনুসারে আগামী বৎসরে ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন কিনা, যাহাতে ভবিষ্যতে কাজের কোন গোলমাল না হয়।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করিয়া বলেন যে সংগঠন সমিতির যে ক্রটী আছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহার প্রতিকার চাঁদা বন্ধ করিয়া হইবেনা। সকলের কর্ত্তব্য যাহাতে নিয়মিত চাঁদা আদায় হয় তাহার চেষ্টা করা। তাহা হইলে ক্রটি সংশোধন সম্ভব হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাবের সহিত এইটুকু যোগ করিয়া দেওয়া হয়, "এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবার সময়ে সংগঠন সমিতির এই বিষয়ে যে নিয়ম আছে তাহা যেন জানাইয়া দেওয়া হয়।"

তৎপরে উক্তভাবে সংশোধিত প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় ও উহা গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন :

"প্রতিবৎসর বাৎসরিক রিপোর্টের সহিত যে-সকল

সমিতির নিকট হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চাঁদা পাওয়া যায় নাই তাহাদিগের একটি তালিকা বাহির করা হউক।"

শ্রীযুক্ত ভবনাথ স্মৃতিরত্ন ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

তৎপরে রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে ১৯৩০ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী গৃহীত হউক এবং মৌলভি সামসুর রহমান তাহা সমর্থন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় আগামী বৎসরের জন্ম আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব উপস্থিত করেন ও সেই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। মৌলভি নসিরুদ্দিন মণ্ডল প্রস্তাব করেন :—

"আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে পত্রিকা বাবদে যে ১০,৬৫০৲ টাকা ধরা হইয়াছে তাহা হইতে ১৲ বাদ দেওয়া হউক, ইংরাজি জার্ণ্যাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং ভাণ্ডারের প্রবন্ধ এমন ভাবে নির্ব্বাচন করা হউক যাহা সকলে বুঝিতে পারে।"

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র তাহা সমর্থন করেন।

মৌলভি সামসুর রহমান জার্ণ্যাল বন্ধ করার প্রস্তাবে বলেন যে সমবায় আন্দোলন আন্তর্জ্জাতিক; ইহার সহিত যোগ রাখিতে হইলে ইংরাজি জার্ণ্যালের প্রয়োজন আছে।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে জার্ণ্যাল বন্ধ করা সম্ভব নয় কারণ গবর্ণমেণ্ট জার্ণ্যালের জন্য গ্র্যান্ট দিয়া থাকেন।

উক্ত প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

মৌলভি মোহসিন আলি খন্দকার প্রস্তাব করেন যে বাড়ি-ভাড়া কম করিয়া দেওয়া হউক এবং উদ্বৃত্ত টাকা ভাণ্ডারের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হউক।

ইহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ার বাড়িতে যাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমিতিগুলির নিকট হইতে চাঁদা অগ্রিম পাওয়া যায় না, অতএব ঐ বাবদে টাকা পূর্ব্ব হইতে ভাণ্ডারের জন্য খরচ করা যায় না।

প্রস্তাবক প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করেন।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন প্রতি বৎসরের বাজেট বৎসর আরম্ভ হইবার প্রথমে যাহাতে সভায় পেশ এবং পাশ হয় তাহার ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করা হউক।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিশ্বাস উহা সমর্থন করেন।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে যতদিন ওয়ার্কিং কমিটি ছিল ততদিন এই রূপই করা হইত, কিন্তু গত বৎসর হইতে ওয়ার্কিং কমিটি নাই। বাজেট এখন প্রথমে সেন্ট্রাল বোর্ডের নিকট উপস্থিত করা হয়। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে প্রস্তাবকের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজের অসুবিধা তিনি বুঝাইয়া দেন।

প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হয়

মৌলভি আবদুল রাকে প্রস্তাব করেন যে প্রচার বাবদে ২০০০৲ কমান হউক এবং রাহা-খরচ ১০০০৲ কমান হউক

মহম্মদ নরুল হুদা তাহা সমর্থন করেন।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে সেন্ট্রাল বোর্ডের একটি সভার খরচ প্রায় ১০০০৲, তাহার পরে ওয়ার্কিং কমিটি হইলে তাহার খরচ আছে। প্রচার কার্য্যের জন্য যে স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসে শুধু সেই স্থানেই লোক পাঠান হয়। এই বাবদে কিরূপে খরচ কমান যাইতে পারে?

প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হয়।

মৌলভি সামসুর রহমান প্রস্তাব করেন যে আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব গৃহীত হউক।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

সেন্ট্রাল বোর্ড নির্ব্বাচন

তৎপরে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ সেন্ট্রাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হন :—

চট্টগ্রাম বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, সেক্রেটারী, চট্টগাম সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। ২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল খাস্তগীর, আনোয়ারা পোঃ জেলা চট্টগ্রাম। ৩। মৌলবী আবদুস্ সত্তার, উকিল, চাঁদপুর জেলা ত্রিপুরা। ৪। মৌলবী সিদ্দিকর রহমন, গ্রাম দক্ষিণতারপুঃচণ্ডী, পোঃ বাবুর হাঠ, জেলা ত্রিপুরা। ৫। মৌলবী আবদুল মজিদ চৌধুরী, সেক্রেটারী, লক্ষ্মীপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, পোঃ রাহানগর, জেলা নোয়াখালী। ৬। মৌলবী

মোয়াজ্জেম হোসেন, হাতিয়া, জেলা নোয়াখালী। ৭। মৌলবী আমিন উল্লা, গ্রাম খাগুরিয়া, পোঃ রূপাচারা, জেলা নোয়াখালী। ৮। মৌলবী তোফাজ্জল হোসেন, গ্রাম ইয়ারপুর, পোঃ ডাগনভূইয়া, জেলা নোয়াখালী।

ঢাকা বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মাদারীপুর, জেলা ফরিদপুর। ২। মৌলবী ইয়াকুব হোসেন চৌধুরী, গোয়ালন্দ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পোঃ রাজবাড়ী, জেলা ফরিদপুর। ৩। মৌলবী মহম্মদ মুলুক হোসেন, টঙ্গী, জেলা ঢাকা। ৪। শ্রীযুক্ত শিশুরঞ্জন বিশ্বাস, গ্রাম গুতরা, পোঃ কেশবকাঠি, জেলা বরিশাল। ৫। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র সেন, সেক্রেটারী বরিশাল অফিসার্স কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, বরিশাল। ৬। মৌলবী আবদুস্ সাদেক্, প্রেসিডেন্ট ভৈরব সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, পোঃ ভৈরব, জেলা ময়মনসিংহ।

রাজসাহী বিভাগ

১। খাঁ সাহেব মোয়াজ্জেম আলী খাঁ, সাহাজাদপুর, জেলা পাবনা। ২। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চৌধুরী, পুঁঠিয়া জেলা রাজসাহী। ৩। মৌলবী এসারৎ উল্লা খন্দকার, গ্রাম চকবুলকি, পোঃ রাণীনগর, জেলা রাজসাহী। ৪। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার, ঠাকুরগাঁ, জেলা দিনাজপুর। ৫। মৌলবী মহসিন আলী খন্দকার, গ্রাম কর্ণপুর, জেলা বগুড়া। ৬। মৌলবী নাছির উদ্দিন মণ্ডল, পোঃ পাঁচবিবি, জেলা বগুড়া। ৭। মৌলবী গোলাম গোউছ, পোঃ বুড়িরহাট, জেলা রংপুর। ৮। মৌলবী মির্জ্জা মহম্মদ কাসেম, পোঃ চাপাই নবাবগঞ্জ, জেলা মালদহ।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

১। রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট, জেলা নদিয়া। ২। মৌলবী মোফিজউদ্দিন আহম্মদ, গ্রাম ছাতারপাড়া, পোঃ আমলাসদরপুর, জেলা নদিয়া। ৩। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, বারাসত, জেলা ২৪ পরগণা। ৪। মৌলবী সাখোয়াৎ উল্লা, পোঃ বসিরহাট, জেলা ২৪ পরগণা। ৫। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জঙ্গীপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৬। মৌলবী আবদুল বারি, উকিল, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৭। মৌলবী আমিন উদ্দিন আহম্মদ পোঃ কাড়াপাড়া, গ্রাম বাদে কাড়াপাড়া জেলা খুলনা। ৮। পণ্ডিত ভবনাথ স্মৃতিরত্ন, পোঃ নৈহাটী-শ্রীরামপুর, জেলা খুলনা। ৯। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মাগুড়া জেলা যশোহর। ১০। মৌলবী মহম্মদ নুরুল হুদা, ডুমাইরতলামোল্লাপাড়া সমবায় সমিতি, পোঃ নড়াইল, জেলা যশোহর।

বর্দ্ধমান বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বসু, কালনা, জেলা বর্দ্ধমান। ২। রায় সাহেব সত্যাংশুকুমার সিংহ, বর্দ্ধমান। ৩। শ্রীযুক্ত জগদীশপ্রসাদ বসু, চুচুঁড়া, হুগলী। ৪। শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সিউড়ী, জেলা বীরভূম। ৫। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত মেদিনীপুর। ৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ্র মাইতি, পোঃ বলাগেড়িয়া, জেলা মেদিনীপুর। ৭। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন জেলা বীরভূম। ৮। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সিংহ, পোঃ নলহাটী জেলা বীরভূম।

ব্যক্তি-সভ্য

১। ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৬ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া জেলা হুগলী। ২। শ্রীযুক্ত ইন্দু ভূষণ ভাদুড়ী, কৃষ্ণনগর। ৩। খাঁ সাহেব মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম, বগুড়া। ৪। মৌলবী সামসুর রহমান খুলনা ৬। মৌলবী এ, এফ, এম, আবদুর রহমান, বশিরহাট জেলা ২৪ পরগণা। ৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১১ নং সুকিয়া ষ্ট্রিট কলিকাতা। শ্রীযুক্ত শুকুমার রঞ্জন দাস ১১ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৮। শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন দাস, ১৩ বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী, ৬ নং বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা। ১০। শ্রীযুক্ত জি, বসু, ৩।১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পদহেতুক সভ্য

১। বঙ্গদেশের সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার ২। বঙ্গদেশের প্রত্যেক বিভাগের সমবায় সমিতি সমূহের এ্যাসিষ্টান্ট রেজিষ্ট্রার। ৩। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান।

সভাপতি ও প্রতিনিধি-সভাপতি নির্ব্বাচন

তৎপরে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন আগামী বৎসরের জন্য ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক। তিনি বলেন যে সমিতির উপবিধি অনুসারে এখন তাঁহারা বেসরকারি সভ্যকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। ডাক্তার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের যেরূপ গভীর পাণ্ডিত্য ও সমবায় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার যে সহানুভূতি তাহাতে তিনিই এই সমিতির সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

মৌলভি এ-এফ-এস রহমান প্রস্তাব করেন যে খাঁ-সাহেব মৌলভি মহম্মদ ইব্রাহিম এবং রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আগামী বৎসরের জন্য প্রতিনিধি-সভাপতি হউন।

রায় সাহেব সত্যাংশুকুমার সিংহ সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন:—"বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির এই সভা সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভাপতিরূপে সমিতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিতেছেন এবং তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তিনি বলেন যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিবার সময়ে কোন কাজে সরকারি কর্ম্মচারিরূপে অপ্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তজ্জন্য তিনি এই সমিতির ধন্যবাদ ও প্রসংসার যোগ্য। বিশেষ অনুরোধ সত্বেও গাঙ্গুলী মহাশয় আগামী বৎসরের জন্য এই সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকৃত না হইয়া যাহাতে এই সমিতির একজন বেসরকারি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এই পরামর্শ দেন। বক্তা সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে তাঁহারা আশা করেন গাঙ্গুলী মহাশয় এতদিন এই সমিতির প্রতি যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ভবিষ্যতেও সমিতি তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। বক্তা আরও প্রস্তাব করেন যে এই সভার সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত উপরোক্ত প্রস্তাবের নকল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

সেখ গোলাম রসীদ প্রস্তাবটীর সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

রায় বাহাদুর সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্বল্প কথায় উহার উত্তরে বলেনযে তিনি সমিতির কাজ বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাদের এই প্রশংসা তাঁহার প্রতি বন্ধুত্ব ও প্রীতির নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

প্রস্তাবাবলী

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভবনাথ স্মৃতিরত্ন প্রস্তাব করেন যে গত দিবসের বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি অদ্যকার সাধারণ সভায় গৃহীত হউক।

মৌলভি নসিরুদ্দীন মণ্ডল উহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

১। এই সভা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে গভর্ণমেণ্ট গ্রাম্যসমিতির সভ্যগণের খেলাপী টাকা আদায়ের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জারি কিম্বা ডিসপিউট দাখিল ও জারি করিবার অধিকার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে প্রদান করুন।

২। সমবায় দ্বারা কৃষক সভ্যগণের উপকার এবং তাহাদিগকে নিৰ্দ্দায় করার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী টাকা দেনার পরিমাণ বোধে, ৩ বৎসর হইতে অনধিক ১২ বৎসরের কিস্তিতে দেওয়া আবশ্যক।

৩। গবর্ণমেণ্ট অডিটারের জন্য অডিট-ফি যাহা আদায় করেন তাহার মাত্রা অত্যধিক। সেই হিসাবে অডিটারের বেতন ইত্যাদি বাদে বহু টাকা উদ্বৃত্ত আছে। অতএব উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা গবর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

৪। এই সম্মেলন রেজিষ্ট্রার মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছে যে তিনি যেন গবর্ণমেণ্টকে ইনস্পেক্টর ও অডিটর নিয়োগের একটি বিশিষ্ট নীতি নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করেন।

৫। এই সম্মেলনের মতে সেনট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের যোগ্য কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে সকল অডিটর গ্রহণ করা উচিত।

৬। সম্মেলনের মতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক-সমূহের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং যোগ্য কর্ম্মচারিগণের পক্ষে সরাসরি ইনস্‌পেক্‌টর্ নিযুক্ত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকা উচিত নহে।

সেনট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে অডিটর নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কি কি কারণ আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

(ক) সেনট্রাল ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমিতিসমূহই অডিট্-ফি দিয়া থাকেন; সুতরাং অডিট্ ফণ্ডের উপর তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত। তাই তাঁহারা দাবী করেন যে শুধু সেনট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে অডিটর্ ও ইন্‌স্‌পেকটর নিযুক্ত হউক—অবশ্য, যদি এই কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যোগ্য লোক না পাওয়া যায় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

(খ) বর্ত্তমানে অর্থাভাবে সেনট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণকে উপযুক্ত বেতন দিতে পারেন না এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই এই সকল কর্ম্মচারিগণের সুদীর্ঘ কর্ম্ম-কালের পর বৃদ্ধ বয়সের জন্য কোনো সংস্থানই করা সম্ভব হয় না।

(গ) সেনট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের যে সকল কর্ম্মচারীকে বাহিরে ঘুরিয়া গ্রাম্য সমিতিসমূহের পরিদর্শন করিতে হয়, গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে। তাই গ্রামের লোকেদের সুখে দুঃখে তাঁহারা তাহাদের সহায়তা করিতে পারেন ও গ্রাম্য সমিতি সমূহের হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জ্জন করেন।

৭। অভিজ্ঞ অডিটরগণের মধ্য হইতে সমবায় সমিতি-সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর নিয়োগ করা হউক।

৮। এই সম্মেলন রেজিষ্ট্রার মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে সুপারভাইজারগণের, বিশেষতঃ যে সকল সুপারভাইজার গ্রাম্য সমিতির সেক্রেটারিগণের মধ্য হইতে লওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্য হইতে, যেন শতকরা ৮০ জন অডিটার নিয়োগ করা হয়।

৯। গ্রাম্য সমিতিসমূহের সেরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয় সসীম দায়িত্ববিশিষ্টসমিতি সমূহেরও সেইরূপ শ্রেণী-বিভাগের রীতি প্রবর্ত্তিত হউক।

(১) সেনট্রাল ব্যাঙ্কের এলাকার মধ্যে কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান, কৃষি-শিক্ষার প্রচার ও প্রত্যক্ষভাবে (pratical) শিক্ষাকল্পে একটি তহবিল (fund) স্থাপিত হউক।

(২) সেনট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে এক বা একাধিক জন কৃষি-সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ-প্রচারক-পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ করা হউক বা অন্য প্রকারে প্রচারের ব্যবস্থা করা হউক।

(৩) কৃষকগণের ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কি প্রকার ভূমিতে কি সার বা কি শস্য লাগাইতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হউক

(৪) সমবায় সমিতির সভ্যগণের কাহার কত পরিমাণ জমি আছে, তাহার মধ্যে কত পরিমাণ জমিতে কি কি শস্য লাগাইবে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হউক।

(৫) অত্যধিক পরিমাণ পাট চাষের অপকারিতা কৃষকগণকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহা পরিমিত করিয়া দেওয়া হউক।

(৬) সমবায় সভ্যগণের উৎপন্ন শস্য বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

(৭) স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষকগণকে প্রত্যক্ষভাবে (praotical) শিক্ষা দেওয়া হউক।

(৮) প্রতি গ্রাম্য সমবায় সমিতির সহিত এক একটি সমবায় কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সমবায় প্রণালীতে কৃষি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হউক।

(৯) যে-সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেনট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য দান করা হয় সেই সকল বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্রাকারে কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক এবং সেনট্রাল ব্যাঙ্কের সাহায্য ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ক্ষেত্র এবং কৃষি-শিক্ষার জন্য দেওয়া হউক এবং উহার জন্য একটা উপযুক্ত (scheme) প্রস্তুত করা হউক।

(১০) প্রতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এলাকা কয়েকটি ভাগ করিয়া কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করতঃ যোগ্যতম কৃষি সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা মধ্যে মধ্যে আলোক-চিত্র সহযোগে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হউক।

(১১) সুপারভাইজারগণকে কৃষি-সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং তাঁহাদিগের জন্য কৃষি-বিষয়ক উপযুক্ত পুস্তক মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দেওয়া হউক।

(১২) প্রতি গ্রাম্য সমবায় সমিতির অধীন এক একটি ছোট কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সভ্যগণের দ্বারা উহা পরিচালিত করিয়া উহার আয় হইতে একটী তহবিল সম্পাদন করা হউক। তাহার দ্বারা সভ্যগণের সম্পত্তি নিলাম খরিদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং সমিতির স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা হইবে।

(১৩) প্রতি সমবায় সমিতি হইতে জমি সংগ্রহ করিয়া সমিতির স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা হউক।

(১৪) প্রতি গ্রাম্য সমিতির উক্ত জমির উৎপন্ন ধান্য দ্বারা বা অন্য উপায়ে একটি ধর্ম্ম-গোলা প্রতিষ্ঠা করিয়া অল্প সুদে কর্জ্জদানের ব্যবস্থা করা হউক।

(১৫) কৃষকগণকে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি-যন্ত্রাদি, বীজ, সার প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়া নূতন প্রণালীতে কৃষি কার্য্যের প্রবর্ত্তন ও সহায়তা করা হউক।

(১৬) প্রতি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীন সমস্ত সমিতির সভ্যগণ কৃষি সম্বন্ধীয় ইহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে এবং ঐ সকল বক্তৃতা শুনিতে বাধ্য করা হউক।

১১। (১) গৃহ-শিল্প শিক্ষা দ্বারা গৃহে গৃহে কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-গুলিকে অনুরোধ করা হউক।

(২) প্রতি সমবায় সমিতির সভ্যগণকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের উপকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ করা হউক।

১২। (১) এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য সুপারভাইজারগণের কার্য্যভার দিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হউক।

(২) এই কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালনার জন্য তাঁহাদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-গুলিকে অনুরোধ করা হউক।

(৩) সুপারভাইজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের এই সম্বন্ধীয় কার্য্যের সাফল্যের উপরই যোগ্যতার পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ করা হউক।

১৩। এই কনফারেন্সের মতে সমবায় সমিতিসমূহ তাহাদের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা যাহাতে তাঁহাদের আপন আপন অভিমত অনুসারে নিজে হাতে রাখিয়া বা অন্যত্র উক্ত ফণ্ডের অংশ বিশেষ বা সমুদয় টাকা আমানত রাখিয়া খাটাইবার অধিকার পায় সেজন্য প্রচলিত আইনাদি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা হউক।

১৪। সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের সেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার উপর বৎসরে অনধিক ১২॥০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করার অধিকার আছে। কিন্তু অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় সমিতিগুলিকে অনধিক ৯৶০ হারে ডিভিডেণ্ড রেজিষ্ট্রার সাহেবের মঞ্জুরী লইবার পর বিভাগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই উভয় শ্রেণীর সমিতির ডিভিডেণ্ডের পার্থক্য (১২॥০—৯৶০) ৩৶০ হইবার এবং রেজিষ্ট্রার সাহেবের মঞ্জুরীর মুখাপেক্ষী করিয়া রাখার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া এই কনফারেন্স মনে করেন না। এজন্য কনফারেন্স আশা করেন যে উভয় প্রকার সমিতির ডিভিডেণ্ডের উচ্চ সীমা সমান করা হউক এবং উহার পরিমাণ ১২॥০ করা হউক।

১৫। প্রতিবৎসর সমবায় সংগঠন সমিতির সাধারণ সভায় বহু প্রস্তাব আলোচিত হইয়া পাশ হইয়া যাইতেছে। এপর্য্যন্ত তাহার কতকগুলি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং কতগুলি হয় নাই তাহার একটী বিস্তৃত রিপোর্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অরগ্যানিজেশন সোসাইটির অনারারী সেক্রেটারী মহাশয়কে ভাণ্ডার পত্রে প্রকাশ জন্য অনুরোধ করা হউক।

১৬। যেহেতু বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির অনেক সমিতি-সভ্যের নিকট একাধিক বৎসরের চাঁদা বাকী, এবং ঐ বাকী টাকার পরিমাণ ত্রিশ সহস্রের অধিক, সেই হেতু

এই সভা প্রত্যেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের সুপারভাইজারগণ দ্বারা ঐ বাকী টাকা দয়া করিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

১৭। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সেই বিষয়ে উদ্যোগ করিবার জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে সেন্ট্রাল বোর্ডের অধীনে এমন একটি কার্য্যসমিতি গঠিত হউক যাহার অধিবেশন মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া হইতে পারে কিন্তু যাহার ব্যয়ভার সংগঠন সমিতিকে বহন করিতে না হয়।

১৮। সমবায়িকদিগের পক্ষে রাইটার্স বিলডিংস্-এ সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের আফিসে যাওয়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক যে অবিলম্বে এই আফিস স্থানান্তরিত করা হউক।

১৯। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সমবায় সম্বন্ধীয় সার্কুলারগুলি বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করা হউক।

২০। সমবায় সম্বন্ধীয় যে সকল সার্কুলার যখন যাহা বাহির হয় তাহার একখানা করিয়া নকল প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতিতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মারফতে যাহাতে পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রার সাহেবকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।

২১। এই সম্মেলনের মতে সমবায় নীতি ও এই নীতি অনুসারে সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালনায় এ দেশীয় লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এই জন্যই সমবায় সমিতিসমূহের পরিচালনায় অনেক ত্রুটি ঘটিতেছে ও সমবায় নীতিমূলক অনুষ্ঠানের প্রসার হইতেছে না। এই অভাব দূরীকরণ অভিপ্রায়ে এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে দেশের লোকদিগকে সমবায় নীতি ও এই নীতিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ গঠন ও পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি শিক্ষা-বিভাগ গঠিত হউক। দেশে সমবায় নীতি শিক্ষা দেওয়া ও সমবায় সমিতিসমূহের হিসাব-রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য পরিচালনার শিক্ষা দানই উক্ত শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের একমাত্র কার্য্য হইবে। এ বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সমবায় সংগঠন সমিতির হস্তে অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

২২। এদেশে ঋণদান সমিতি ভিন্ন সমবায় নীতিমূলক অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। এইজন্য এই সম্মেলন Co-operative Department-এর Registrar মহোদয়ের এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ও যাহাতে দেশের মধ্যে সমবায় নীতিমূলক Co-operative Stores, Co operative Producers' Society, Co-operative Producers' Marketing Society, ও Co-operative Mills প্রভৃতি স্থাপিত হয় তৎপক্ষে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান হইতে Registrar মহোদয় ও Co-operative Organisation Society-কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন।

২৩। বঙ্গীয় সমবায় জীবনবীমা সমিতির প্রসারকল্পে এই সভা সমবায়বাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন এবং যে-সমস্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে বীমার কার্য্যে অদ্যাবধি আরম্ভ করেন নাই তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

২৪। সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটীসমূহ লিকুইডেসানে দেওয়ার দরুণ পাটের চাষ হ্রাস করা সত্ত্বেও পাটের মূল্য তাহার উৎপাদনের খরচ অপেক্ষাও কমমূল্যে বিক্রি হওয়ায় সারা বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় উক্ত সমবায় সমিতিসমূহ বিশেষরূপে বিপদাপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারত গবর্ণমেণ্টের পাটের শুল্ক হইতে আবশ্যকীয় খরচাদি সংগ্রহপূর্ব্বক সমবায় নীতি অনুসারে সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটী পুনর্গঠন করা হউক।

ধন্যবাদ ও সভাভঙ্গ

তৎপরে রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে তিনি সমিতির জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন বেতনভোগী কর্মচারীর নিকটও তাহা পাওয়া যায় না।

মৌলবী আবদুল সিদ্দিক উহা সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত ফনিভূষণ মুখোপাধ্যায় সামাতর বেতনভোগী কর্ম্মিগণকে তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ও তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায় নিম্নলিখিত দুটী প্রশ্নের নোটিশ দিয়াছিলেন :—

১। কেবল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীনে এই সংগঠন সমিতির সভ্য-সমিতিগুলির দেয়, বাৎসরিক চাঁদা কত বাকি পড়িয়া আছে সম্মিলনীর অবগতির জন্য সম্পাদক মহাশয় কি অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটি ফর্দ্দ দিবেন ?

২। পূর্ব্ব বৎসরের গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সংগঠন সমিতির সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যে সমস্ত পত্রাদি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এই সম্মিলনীর অবগতির জন্য কি তিনি অনুগ্রহ করিয়া সভার সমক্ষে উপস্থিত করিবেন ?

প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর সভার শেষে দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কথামত বিবৃতি দান করিবা সুযোগ পান নাই এবং উক্ত প্রশ্ন দুইটীও সভায় উত্থাপিত হয় নাই।

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

সেণ্ট্রাল বোর্ডের অধিবেশন

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১, বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির আফিস-গৃহে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমিতির সেন্ট্রাল বোর্ডের এক অধিবেশন হয়।

এই অধিবেশনে নিম্নের সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

চট্টগ্রাম বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রাম। ২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল খাস্তগীর, আনোয়ারা, জিলা চট্টগ্রাম। ৩। মৌলবী আবদুস্ ছাত্তার, চান্দপুর, জিলা ত্রিপুরা। ৪। মৌলবী মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, দক্ষিণ ভারপুরচণ্ডী, জিলা ত্রিপুরা। ৫। মৌলভী আবদুল মজিদ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুর, জিলা নোয়াখালি। ৬। মৌলবী মোয়াজ্জেম হুসেন, হাতীয়া, জিলা নোয়াখালি। ৭। মৌলবী আমিন উল্লাহ, খাগুরিয়া, জিলা নোয়াখালি। ৮। মৌলবী তফাজ্জল হোসেন ইয়ারপুর, জিলা নোয়াখালি

ঢাকা বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত, মাদারীপুর, জিলা ফরিদপুর। ২। মৌলবী ইউছুফ হুসেন চৌধুরী, পোঃ আঃ রাজবাড়ী, জিলা ফরিদপুর। ৩। মৌলভী মোহাম্মদ মুলুক হুসেন, টঙ্গী, জিলা ঢাকা। ৪। শ্রীযুক্ত শিশুরঞ্জন বিশ্বাস, সাং ওতরা, জিলা বাখরগঞ্জ। ৫। শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র সেন, বরিশাল। ৬। মৌলবী আবদুস্ ছাদেক, ভৈরব, মৈমনসিংহ।

রাজসাহী বিভাগ

১। খান সাহেব মৌলবী মোয়াজ্জেম আলী খাঁন, সাহাজাদপুর, জিলা পাবনা। ২। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চৌধুরী, পুঠিয়া, জিলা রাজসাহী। ৩। মৌলবী এশারৎ উল্লাহ খন্দকার, সাং চক্‌বুনাকী, জিলা রাজসাহী, ৪। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার, ঠাকুরগাঁও, জিলা দিনাজপুর। ৫। মৌলবী মোহসেন আলী খন্দকার, সাং কর্ণপুর, বগুড়া। ৬। মৌলবী নাসিরউদ্দিন মণ্ডল, পাঁচবিবি, জিলা বগুড়া,। ৭। মৌলবী গোলাম গাউছ্ বুড়ীরহাট, জিলা রঙ্গপুর। ৮। মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ কাসেম, চাপাই-নবাবগঞ্জ, জিলা মালদহ।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১। রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট, জিলা নদীয়া। ২। মৌলবী মফিজউদ্দিন আহম্মদ, সাং ছাতারপাড়া, পোঃ আঃ আমলাসদরপুর, জিলা নদীয়া। ৩। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, বারাসত, জিলা ২৪ পরগণা। ৪। মৌলবী সাখাওয়াৎ উল্লাহ, বসিরহাট, জিলা ২৪ পরগণা। ৫। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জঙ্গীপুর, জিলা মুরশিদাবাদ। ৬। মৌলবী আমিনউদ্দিন আহম্মদ, পোঃ আঃ কারাপাড়া, সাং বাদেকারাপাড়া, জিলা খুলনা। ৭। পণ্ডিত ভবনাথ স্মৃতিরত্ন, নৈহাটী-শ্রীরামপুর, জিলা খুলনা। ৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মাগুরা, জেলা যশোহর। ৯। মৌলবী মহম্মদ নুরল হুদা, ডুমাইরতলা মোল্লাপাড়া, জিলা যোশহর।

বৰ্দ্ধমান বিভাগ

১। রায় সাহেব সত্যাশুকুমার সিংহ, বৰ্দ্ধমান। ২। শ্রীযুক্ত জগদীশপ্রসাদ বসু, চুঁচুড়া, জিলা হুগলী। ৩। শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সিউড়ী, জিলা বীরভূম। ৪। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত, মেদিনীপুর। ৫। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র মাইতি, বলাগেড়িয়া, জিলা মেদিনীপুর। ৬। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ৭। শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ, নলহাটি, জিলা বীরভূম।

ব্যক্তি-সভ্য

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা। ২। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী, কৃষ্ণনগর জিলা নদীয়া। ৩। খান সাহেব মৌলবী মোহমদ ইব্রাহিম, বগুড়া। ৪। মৌলবী সামসুর রহমান খুলনা। ৫। মৌলবী এ-এফ-এম আবদুর রহমান, বসিরহাট, জিলা ২৪ পরগণা। ৬। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা। ৭। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাস, কলিকাতা। ৮। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাস, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী কলিকাতা। ১০। মিঃ জি-বসু কলিকাতা।

পদহেতুক

১। শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার গাঙ্গুলী, বঙ্গীয় সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার। ২। শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজসাহী বিভাগের সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার।

সভার কার্য্য

১। ৯ই আগষ্ট, ১৯৩১ বোর্ডের যে অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য-বিবরণী সভায় পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ—

(ক) শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক।

(খ) শ্রীযুক্ত ভুবনদাস দে মহাশয়কে অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হউক।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ বসু মহাশয়কে অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক।

(ঘ) অনেক আলোচনার পর ভোটে স্থির হয় যে কর্ম্ম-সমিতি গঠিত হইবে না।

মৌলবী আবদুস সাত্তার প্রস্তাব করেন বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির সাধারণ অধিবেশনে সাম্মলনীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেন্ট্রাল বোর্ডের অধীনে একটি কার্য্যসমিতি গঠন করিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তদনুযায়ী নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি কার্য্য-সমিতি গঠন করা হউক, কিন্তু এই কার্য্যসমিতির সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পাথেয় কিম্বা অন্য কোনরূপ ব্যয় পাইবেন না।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

সভাপতি মহাশয় নিয়ম করিয়া দেন যে সমিতির অধিবেশনে পাঁচ জন উপস্থিত থাকিলেই কোরাম হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন প্রস্তাব করেন যেন যথাসম্ভব সমিতির অধিবেশনগুলি কোন ছুটীর ভিতরে হয়। তাঁহার প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়।

কৰ্ম্মসমিতির সভ্যগণ

সভাপতি। ২ জন প্রতিনিধি-সভাপতি। অবৈতনিক সম্পাদক। অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ। মৌলবী সামসুর রহমান, খুলনা। শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সিউড়ী, (বীরভূম)। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত, মেদিনীপুর। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা। মৌলবী এ, এফ, এম্, আবদুর রহমান, বসিরহাট, (২৪ পরগণা)। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্,-এ, বি-এল, বারাসত, (২৪ পরগণা)। খান সাহেব মৌলবী মোয়াজ্জেম আলী খান, সাহাজাদপুর, (পাবনা)। মৌলবী আবদুল্ সাদেক্ এম-এ, ভৈরব, (মৈমনসিংহ)। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পি-এইচ-ডি, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মাদারীপুর, (ফরিদপুর)।

সভাপতিকে ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ হয়।

Printed and Published by A. C. Sarkar, at the Classic Press, 9-3, Ramanath Majumdar Street, Calcutta, for the Bengal Co-operative Organisation Society, 3-1 Bankshall Street, Calcutta.

প্রচার কার্য্যের জন্য

বহুবর্ণে চিত্রিত, চিত্তাকর্ষক ও সুলভ

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ শ্লাইডস্

সমবায় বিষয়ক

১। রক্‌ডেল্ পাইওনিয়ার্স ২। বাংলার পাট ও সমবায় প্রচেষ্টা ৩। সমবায় প্রচেষ্টায় গোজাতির উন্নতি ৪। সমবায় প্রচেষ্টায় দুগ্ধ সমস্যার সমাধান ৫। গ্রাম্য ঋণ ও সমবায় আন্দোলন ৬। সঞ্চয়শীলতা ও সমবায় বীমা ৭। সমবায় প্রচেষ্টায় ম্যালেরিয়া নিবারণ।

স্বাস্থ্য বিষয়ক

১। কলেরা ২ যক্ষ্মা ৩। বসন্ত ৪। প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল ৫। স্বাস্থ্য (বালক বালিকাদিগের উপযোগী)।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

পাবলিসিটি অফিসার—বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি—৩১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্ত্রী

খিট্‌খিটে হ'লেই

"অশোকা" চাই!

তার সে-সব অসুখের কথা খুলে বল্‌তে পারে না।

"অশোকা" সকল প্রকার স্ত্রীরোগে আশুফলপ্রদ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লি, কলিকাতা।

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।

কাঁচা মাল পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন্তানলাভ

বিবাহিত জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ অথচ অনেকের ভাগ্যে ঘটেনা

প্রত্যেক দম্পতির সন্তান লাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর অনুভূত হয়।

আর হতাশ হইবার আশঙ্কা নাই।

বর্ত্তমানের অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

ম্যাডরোসান

বন্ধ্যা মহিলাদিগের এই অভাব নিশ্চয় দূর করিবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। আনন্দ এণ্ড কোং। ৬৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. C .1308

চতুর্দ্দশ ভাগ | ফাল্গুন ১৩৩৮ | [illegible] সংখ্যা

কার্য্যালয়—
বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

সম্পাদক—
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ

ভাণ্ডার-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন—১	১৪১	৫। চর্ম্ম-শিল্প	১৫৩
২। সমবায় ও সমৃদ্ধি	১৪৫	৬। সমবায় রীতি-নীতি	১৫৬
৩। গাঁয়ের বৈঠক	১৪৭	৭। খাদ্য নির্ব্বাচন ও আর্থিক স্বচ্ছলতা	১৫৭
৪। পূর্ব্ব নন্দীগ্রাম সমবায় সম্মেলন (মেদিনীপুর)	১৫২	৮। সম্পাদকীয়	১৫৯

AN OUTPUT PER DAY of
Approx. 120 Mds. of Finished Rice.
'মার্শেল কোম্পানীর" জগদ্বি-
খ্যাত "এঞ্জেলবার্গ" হুলার।
সমগ্র ভারতবর্ষে এই কলের সাহায্যে প্রতিদিন লাখ লাখ মণ চাল তৈয়ার হয়। এমন কল নাই যেখানে এই হুলার চলে না। আর এমন ধান নাই যা এই হুলারে চাল হয় না।
আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল মেসিন তৈরী হয় নাই।
মার্শেল সন্স এণ্ড কোং
[ইণ্ডিয়া], লিমিটেড।
৯৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—বম্বে, মাদ্রাজ, লাহোর, বেজওয়াদা,
তাঞ্জোর ও কোইম্বাটোর।

উত্তরে হাওয়ার

রুক্ষ নির্ম্মম পরশ যখন ত্বকের কোমলতা নষ্ট করিয়া শুষ্ক ও শ্রীহীন কারবার উদ্যোগ করে তখন ত্বকের কোমল সৌন্দর্য্য রংরক্ষণের একমাত্র উপযোগী।

রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে রেডিয়ম স্নো ব্যবহার

—সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদজনক—

—লেডী মেয়রেস—

মিসেস নেলা সেন গুপ্তা

—বলেন—

রেডিয়ম স্নো ব্যবহার করি।

ইহা ত্বকের পক্ষে সবিশেষ আরামদায়ক এবং ইহার গন্ধ বড়ই মনোরম—বিশেষতঃ ল্যাভেণ্ডার গন্ধটী বড়ই উপভোগ্য।

—প্রস্তুত কারক—

রেডিয়ম ল্যাবরেটরী

কলিকাতা।

সোল এজেণ্টস্

বসাক ফ্যাক্টরী

৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—২২৮৩ বড়বাজার।

প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী সুনাম ও সুপ্রতিষ্ঠা!

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোং-র

এণ্টিপিরিয়ডিক মিক্শ্চার

(সর্ব্বসাধারণের নিকট "ডিঃ গুপ্ত" বলিয়া পরিচিত)

সর্ব্ববিধ জ্বরও দুঃসাধ্য ম্যালেরিয়ার একমাত্র বহুপরীক্ষিত ও দেশবিখ্যাত মহৌষধ। ইহা সেবনে বহুদিনব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর নির্দ্দোষভাবে আরাম হয়। প্লীহা ও যকৃত-বিবৃদ্ধি সংযুক্ত জ্বরে ইহা অব্যর্থ।

আমাদের আরও কয়েকটী আর্শ্চ্ফলপ্রদ মহৌষধ

(১) প্লীহা ও যকৃতের মলম। (২) যকৃত সংশোধক মিশ্র (৩) এণ্টিপিরিয়ডিক পিল মিক্শ্চার বটিকাকারে—ব্যবহারের সুবিধার জন্য) (৪) যকৃতের প্রলেপ। এসেন্স অব জ্যামেকা সারসাপ্যারিলা

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, ৩৬৯ নং অপার চিৎপুর রোড।

শাখা কার্য্যালয়ঃ—৩১ নং এসপ্লানেড রো ইষ্ট, কলিকাতা।

ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের সর্ব্বোত্তম মহৌষধ

আচার্য্য বটিকা

ঠিকানা—ম্যানেজার, আচার্য্য বটিকা

৫৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৪শ ভাগ] ফাল্গুন ১৩৩৮ [৮ম সংখ্যা

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন—১

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

জাতি-সঙ্ঘ বা লীগ্ অব্ নেশনসের অন্তর্গত আন্তর্জ্জাতিক মজুর সঙ্ঘের (ইণ্টারন্থাশনাল লেবার অফিস্) কথা অল্প-বিস্তর সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার প্রকাশিত অনেক মূল্যবান্ পুস্তকও কাহারো কাহারো চোখে পড়িয়া থাকিবে। ভাণ্ডারের পাঠকপাঠিকাগণকে ইহার কার্য্যাবলীর সহিত পরিচিত করিবার জন্য নীচে এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চদশ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে।

১

এই অধিবেশনের বৈঠক জেনেভা শহরে বৃহস্পতিবার ২৮শে মে হইতে বৃহস্পতিবার ১৮ জুন (১৯৩১) অবধি বসে। ৪৯টি রাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হন। ইহার মধ্যে ২৭টি ইয়োরোপীয় ও ২২টি ইয়োরোপের বাহিরের—১৩টি দক্ষিণ আমেরিকার, ৫টি এশিয়ার, ২টি আফ্রিকার, ক্যানাডার ১টি ও অষ্ট্রেলিয়ার ১টি। এই সকল রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ১৪৪,—৮১ গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি, ৩২ নিয়োক্তা প্রতিনিধি, আর ৩১ মজুর প্রতিনিধি। উপদেষ্টার সংখ্যা ২০৯। সুতরাং সর্ব্বসমেত ৩৫৩ জন ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা নিমন্ত্রিত। এ ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক মজুর সঙ্ঘের সভ্য না হইলেও দুইটি রাষ্ট্র, তুরস্ক ও মেক্সিকো, সম্মেলনে দর্শক পাঠাইয়াছিল। তুরস্ক ১৯২৭ সন হইতে এবং মেক্সিকো ১৯৩০ সন হইতে এইরূপ দর্শক পাঠাইয়া আসিতেছে। কিউবা গণতন্ত্র সভ্য হইয়াও দর্শক পাঠাইতে চাহিয়াছিল, তাহা মঞ্জুর হয় নাই।

সম্মেলন সর্ব্বসম্মতিক্রমে পোলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ফ্রাঁসয়েস্ সোকালকে সভাপতি মনোনীত করেন। ইনি পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডের মজুর মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯১৯ সন হইতে আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি (গবর্ণিং বডির) পোলিশ গবর্ণমেণ্ট তরফের প্রতিনিধি। ইনি জাতিসঙ্ঘে পোল্যাণ্ডের স্থায়ী প্রতিনিধিও বটেন। সহকারী সভাপতি হন: ম্যাডসেন্, ডেনিস্ গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি; গেম্মিল, দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়োক্তা প্রতি-

নিধি ; গুয়েথ, সুইস্ মজুর প্রতিনিধি। ক্যানাডার গবর্ণমেন্ট প্রতিনিধি ও লণ্ডনস্থ ক্যানাডিয়ান হাই কমিশনার অনারেব্‌ল জি এইচ্ ফার্গুসন নির্ব্বাচন-সমিতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

২

একটি 'ক্রিডেন্‌শিয়েল কমিটি' বা যাথার্থ্য-নিরূপণ সমিতি মোতায়েন আছে। প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারেরা এই সমিতির নিকট টেলিগ্রাম ইত্যাদি প্রেরণ করেন। এই সমিতি সাধারণতঃ প্রতিনিধি ও উপদেষ্টাদের যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ণয় করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বেসরকারী প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা সম্বন্ধে সমিতির নিকট অভিযোগ আসে।

প্রথম অভিযোক্তা পোল্যাণ্ডের ফেডারেশন্ অব্ ট্রেড্ ইউনিয়ান্‌স্। অভিযোগের বিষয় : মাইকেল গ্রাযেককে পোলিশ মজুরদের প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ করা ঠিক হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠান চতুর্দ্দশ অধিবেশনের প্রতিনিধি ষ্ট্যানস্‌ৎসাইককে মনোনীত করিয়াছিল। সরকার ইঁহাকে উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রতিনিধিরূপে পোলিশ ট্রেড ইউনিয়ান ফেডারেশন নির্ব্বাচিত গ্রাযেককে প্রতিনিধির পদ দেন। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান দ্বারা গ্রাযেকের প্রতিনিধিত্ব সমর্থিত হইয়াছে।—পোলিশ সরকার এই হেতু দেখাইয়া ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। নিরূপণ-সমিতিও অধিকাংশের ভোটে তাঁকে গ্রহণ করেন। সম্মেলন কিছুক্ষণ আলোচনার পর ৯০ : ২৯ ভোটে ইঁহার পরিচয়-পত্র স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ ইতালির মজুর প্রতিনিধি রাজ্জা সম্বন্ধে। অভিযোগ উপস্থিত করেন ইণ্টারন্যাশন্যাল ফেডারেশন অব ট্রেডইউনিয়ান্‌স্। সম্মেলনের দুইজন প্রতিনিধিও অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর করেন। নিরূপণ সমিতির অধিকাংশের মতে ইঁহাকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হয়। সম্মেলন ৭৬ : ২২ ভোটে ইঁহাকে প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মজুর প্রতিনিধিত্ব লইয়া এইরূপ আপত্তি পূর্ব্বে আরো দশ বার করা হইয়াছে।

তৃতীয় অভিযোগকারী ভারতবর্ষ. আপত্তির বিষয় : এস্ টার্ল টনকে ভারতীয় নিযোক্তাদের প্রতিনিধির উপদেষ্টা-রূপে নিয়োগকরণ। ভারতীয় নিযোক্তাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হ্বালচান্দ হীরাচান্দ স্বয়ং ও ভারতীয় নিযোক্তাদের ১২টি প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত দুইটি কারণে আপত্তি করেন।

(১) শ্রীযুক্ত টার্ল টনকে ভারতবর্ষীয় বিবেচনা করা চলে না। সুতরাং তাঁহাকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে গণ্য করা সমীচীন নহে

(২) ভারতীয় নিযোক্তাদের যে স প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের অধিকাংশ টার্ল টনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে না।

নিরূপণ সমিতি উপরি উক্ত অভিযোগসমূহ বিচার করিবার পর ও গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিদের ও উপদেষ্টার নিজের কি বলিবার আছে শুনিবার পর এই সিদ্ধান্ত করেন বর্ত্তমানে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে টাল টনকে ভারতবর্ষীয় রূপে গণনা করিবার কোন বাধা নাই। দ্বিতীয়তঃ শুধু সংখ্যা ধরিয়া বিবেচনা করিলে টার্ল টনকে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান স্বীকার না করিলেও, গবর্ণমেণ্ট-প্রতিনিধিগণ দেখাইতেছেন যে অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিলে (যথা, কারখানার আয়তন, কত লোক খাটাইতেছেন ইত্যাদি,) টার্ল টনকে অস্বীকার করা কঠিন হয়, বিশেষতঃ ইনি ভারতের অধিকাংশ কয়লা উৎপাদকের প্রতিনিধি বটেন। সুতরাং ইঁহাকে গ্রহণ করা হউক। সম্মেলনে টার্ল টনের পরিচয় পত্র ৭৫:১ ভোটে গৃহীত হয়। ভোট গ্রহণের পর হ্বালচান্দ হীরাচান্দ বলেন যে সম্মেলন অন্যায় করিলেন ও তিনি ইহার কাজে আর যোগ দিতে অক্ষম।

চতুর্থ অভিযোগকারী লিস্‌বনের ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স অর্গ্যানিজেশন। অভিযোগের বিষয় : পর্ত্তুগীজ-সরকারকর্ত্তৃক মজুরদের প্রতিনিধির মনোনয়ন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মতে একবার উত্তর ও একবার দক্ষিণ পর্ত্তুগাল হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ায় সমগ্র পর্ত্তুগালের প্রতিনিধিরূপে কাহাকেও পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া কোন ভোট হয় নাই। কিন্তু স্থির হয় যে ভবিষ্যতে এক একবার এক এক অংশ হইতে প্রতিনিধি ও অন্য অংশ হইতে উপদেষ্টা লওয়া হইবে।

৩

প্রত্যেক অধিবেশনে আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘের অন্তর্গত প্রত্যেক সভ্যের চারি জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা। তন্মধ্যে দুইজন সরকারী প্রতিনিধি, একজন নিয়োক্তাদের ও অন্যজন মজুরদের প্রতিনিধি। এই সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে উপদেষ্টাগণ আসিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য বারের মত এবারও কোন কোন রাষ্ট্র শুধু সরকারী প্রতিনিধি পাঠাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, নিয়োক্তা বা মজুর প্রতিনিধি পাঠান নাই। এজন্য অনেকপ্রকার অজুহাতও দেখানো হইয়াছে। কিন্তু নিরূপণসমিতি মনে করেন, সে সব বাজে ওজর।

৪

বর্ত্তমান অধিবেশনে নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল :

(১) শিল্প (ইন্‌ডাষ্ট্রি) ছাড়া অন্য বৈষয়িক বৃত্তিতে বালক বালিকাকে নিয়োগ করিবার বয়স।

(২) কয়লার খনিতে কাজের ঘণ্টা।

(৩) রাত্রিকালে স্ত্রীলোকদিগকে নিয়োগ করা সম্বন্ধে যে সমঝোতা আছে তার আংশিক পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন।

৫

সম্মেলনের বিধি (ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার) অনুসারে প্রত্যেক প্রশ্ন দুইবার করিয়া আলোচনার জন্য আসে। প্রথম প্রশ্নটি এইবার প্রথম আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত খাড়া করা দরকার হয় নাই। দ্বিতীয় আলোচনার পূর্ব্বে অফিস্ হইতে বিভিন্ন সরকারের নিকট যে প্রশ্ন পত্র প্রেরিত হইবে তার বিভিন্ন বিষয় এই আলোচনায় স্থিরীকৃত হয়।

এবিষয় নির্দ্ধারণের জন্য ৫৬ জন সভ্য লইয়া এক সমিতি গঠিত হয়,—২৮ জন সরকারী দল হইতে, ১৪ জন নিয়োক্তাদের ও ১৪ জন মজুরদের দল হইতে। যে সমিতিতে সরকারী প্রতিনিধির সংখ্যা অন্য দুই দলের প্রতিনিধির সংখ্যার সমান, তার ভোটের নিয়ম এই যে প্রত্যেক সরকারী সভ্যের ভোট একটি মাত্র, কিন্তু প্রত্যেক নিয়োক্তা বা মজুর সভ্যের দুইটি করিয়া ভোট আছে। ফরাসী সরকার প্রতিনিধি যুস্তিন গোদার্ত্ত এই সমিতির অধ্যক্ষ হন। সহকারী অধ্যক্ষ ক্যানাডিয়ান্ নিয়োক্তাদের প্রতিনিধি ম্যাকডোনেল ও বৃটিশ প্রতিনিধির উপদেষ্টা এলবিন। বিবরণীকার : সুইস্ সরকারী প্রতিনিধির উপদেষ্টা কুমারী শ্‌মিড্‌ট্। অফিস হইতে প্রচারিত গ্রে রিপোর্ট সমিতির ভিত্তি হয়।

সমিতি নিজ এলাকার বাহিরেও অনেক প্রশ্নের আলোচনা করিতে বাধ্য হন। যথা, বিভিন্ন সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হইবে কি না তাঁরা সমঝোতা চান না কতকগুলি সিদ্ধান্ত চান ;—এই কথা লইয়া অনেক আলোচনা হয়। ৪৪ : ০ ভোট দ্বারা স্থির হয় যে প্রশ্নপত্র এরূপভাবে তৈরী করা হইবে যেন আগামী বৎসরে তদনুসারে একটা সমঝোতা খাড়া করা সম্ভবপর হয় (সরকার পক্ষে ১১ জন ও নিয়োক্তাদের পক্ষে ১৩ জন ভোট দেন নাই)। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ কোন্ বৃত্তি ধরা হইবে ? ১৯১৯, ১৯২০ ও ১৯২১ সনে যথাক্রমে শিল্প (ইন্‌ডাষ্ট্রি), নৌ (মেরিটাইম্) ও কৃষি-বিষয়ক বৃত্তিতে বালকবালিকার নিয়োগ সম্বন্ধে সমঝোতা খাড়া করা হইয়াছে। সমিতি স্থির করেন যে বিভিন্ন সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, উপরি উক্ত তিনটি ব্যতীত অন্য সমস্ত বৃত্তি বিষয়ে আগামী বৎসর সমঝোতা খাড়া করা হইবে কি না। তৃতীয়তঃ, সমিতি স্থির করেন যে বিভিন্ন সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হোক, (১) শিল্প ছাড়া অন্য বৈষয়িক বৃত্তিতে বালকবালিকাকে নিয়োগ করা সম্বন্ধে তাঁরা সাধারণ ভাবে একটা বয়সের সীমা থাকা উচিত বিবেচনা করেন কি না, (২) যে স্থলে ইস্কুল পরিত্যাগের বয়স ১৪ বৎসরের উর্দ্ধে সে স্থলে ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র উহা ১৪ হওয়া উচিত কি না, (৩) কোন বৃত্তিতে নিয়োগের কাল ও ইস্কুল ছাড়িবার বয়স এক হওয়া উচিত কি না। চতুর্থতঃ স্কুলে উপস্থিতিকালে হাল্কা কাজ লওয়ার ফলাফল সম্বন্ধেও সমিতি আলোচনা করেন। অধিকাংশের মতে ঠিক হয় যে ন্যূনতম বয়সের নীচের বালক-বালিকাদিগকে কিছু কিছু হাল্কা কাজ দিলে কেমন হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। পরে এইরূপ দুইটি প্রশ্ন দাঁড় করান হয় : একটি, স্কুলে উপস্থিত থাকার কালে কোন প্রকার কাজ করিতে হইবে না, এই প্রস্তাবের সমীচীনতা সম্বন্ধে ; দ্বিতীয়টি, ইস্কুলের সময়ের

বাহিরে ও বালকবালিকাকে একদম নিয়োগ না করার সমীচীনতা সম্বন্ধে। ইস্কুলের সময়ের বাহিরে বালকবালিকাকে নিয়োগ করা যায় কি না,—অবশ্য এরূপ কাজ বিপজ্জনক ও অনুপযোগী না হওয়া দরকার এবং নিয়োগের ফলে যেন ইস্কুলে উপস্থিতির ব্যাঘাত না ঘটে,—এ সম্বন্ধেও একটি প্রশ্ন যোগ করা হয়। যখন সকালে ও বিকালে ইস্কুল বসে তখন তাদের কয় ঘন্টার হাল্কা কাজ দেওয়া যাইতে পারে,—অর্দ্ধেক ছুটির দিনে কয় ঘণ্টা আর সম্পূর্ণ ছুটির দিনেই বা কয় ঘণ্টা,—সে লইয়াও সরকারদের জিজ্ঞাসা করা হইবে স্থির হয়। পঞ্চমতঃ, অতিরিক্ত ও রাত্রির কাজ সম্পর্কে "রাত্রি" বলিতে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে সকাল ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সময়কে বিবেচনা করা হয় কি না সে বিষয়ে সরকারদের জিজ্ঞাসা করা হউক। ষষ্ঠতঃ, রবিবারে ও অন্যান্য ছুটির দিনে কাজে নিয়োগ একেবারে বন্ধ করা অথবা কমানর প্রস্তাব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সরকারের মত জানা হউক। ভৃত্যের কাজকে ব্যতিক্রমরূপে বিবেচনা করিবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহা মাত্র দুইটি ভোটের আধিক্যে গৃহীত হয়। সমিতি স্থির না করিলেও সম্মেলন প্রথম বৈঠকে লৌকিক ও পারিবারিক ব্যবসাকেও গণনা করিবার জন্য প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন স্থাপন করিতে নির্দ্দেশ করেন। আঠার বৎসরের নীচের বালক-বালিকার কাজের ঘণ্টা ৬ করা সম্পর্কে প্রশ্ন নিয়োক্তাদের প্রতিনিধিদের আপত্তিতে স্থান পায় নাই। সপ্তমতঃ, সমিতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন যে 'টেকনিকাল' ও 'প্রফেসনাল' ইস্কুলকে ব্যতিক্রমরূপে গণ্য করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে,—অবশ্য এই সব ইস্কুলে শিক্ষাদানের প্রথা উদ্দেশ্য হওয়া চাই ও বাণিজ্য কি লাভের জন্যই চালিত না হওয়া চাই। অষ্টমতঃ, যে সব নিয়োগ বিপজ্জনক অথবা নৈতিক চরিত্রের পক্ষে ক্ষতিকর সেই সব নিয়োগে বালকবালিকাকে একেবারে না লাগান সম্বন্ধে ও এই প্রকার নিয়োগের জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিভিন্ন সরকারের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইবে ঠিক হয়। রাস্তায় বসিয়া ব্যবসা করার পক্ষে বালকবালিকার বয়স কত হওয়া উচিত, বিশেষ দেশে বা বিশেষ ঋতুতেই বা সে নিয়মের কিরূপপরিবর্ত্তন হইতে পারে, কল্পিত সমঝোতার বিভিন্ন দফা কি কি উপায়েই বা কার্য্যকরী হইতে পারে, যে সব ব্যক্তি অপরাধের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত অথবা যারা পাঁড় মাতাল তারা নিজেদের ছাড়া আর কারো সন্তানদের নিযুক্ত করিতে পারিবে কি না,—ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নও প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সমিতির উপরি উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সম্মেলনের বৈঠকে গৃহীত হইয়া ১০১ : ০ ভোটে স্থির হয় যে এইরূপ ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরী হইবে। বলা বাহুল্য, সমিতিতে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা হইয়াছিল। সেগুলি নানা কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় সম্মেলনের বৈঠকে উপস্থিত করা হয় নাই। সম্মেলনেও কতক পরিবর্ত্তিত ও কতক পরিত্যক্ত হইয়া যাহা থাকে তাহাই উপরে ইঙ্গিতে প্রদর্শিত হইল।
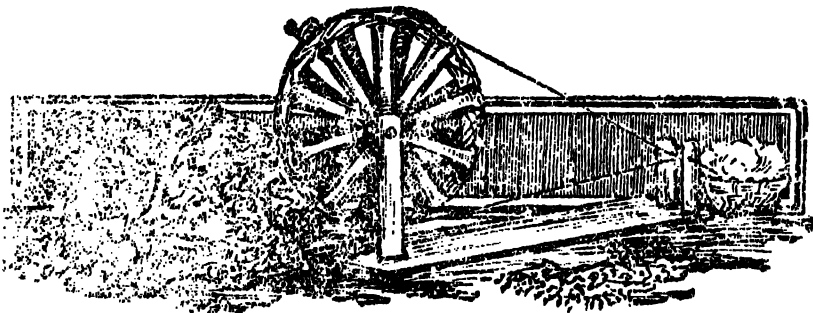
সমবায় ও সমৃদ্ধি *

সার বিপিনবিহারী ঘোষ

অদ্য এই সেন্‌ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উদ্বোধনের ভার আমার উপর দেওয়ায় আমি নিজকে গর্ব্বিত মনে করি। যখন প্রথমে সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বাহাদুর আমাকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করেন, তখন আমি ভাবিলাম তিনি আমাকে একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ভাবিয়া এই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি তাহার উত্তরে লিখি যে আমার মত আরও অনেক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী—মন্ত্রী প্রভৃতি আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও এই কার্য্যের জন্য আহ্বান করিলে ভাল হইত। তাহার পর আমার চিঠি পাইয়া রায় বাহাদুর আমার বাটীতে যান এবং তিনি আমাকে বলেন যে তিনি আমাকে বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী বলিয়া আহ্বান করেন নাই; পরন্তু সমস্ত ডিরেক্টারগণ একমত হইয়া আমাকে এই কাজের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তারপর গত সোমবার আমি আমার কার্য্য শেষ করিয়া এখানে আসিবার আয়োজন করি।

মেদিনীপুরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। আমার স্বর্গগত পিতৃদেব মহাশয় এইখানে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমার এক আত্মীয় স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় এখানকার জিলা স্কুলের (বর্ত্তমান কলিজিয়েট স্কুলের) হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। বোধহয় যাঁরা আজ এখানে এসেছেন তা'দের অনেক যুবকই তাঁকে চিনবেন না; কিন্তু তিনি ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন; বয়স যাঁদের বেশী তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁকে জানবেন, তিনি শেষ জীবন দেওঘরে কাটান, তাঁহার পুত্রও একজন যোগ্যব্যক্তি ছিলেন। আমার মাতার জন্মস্থানও এইখানে, আর আমার মাতামহীর এখানে কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহা আমি পাইয়াছিলাম। এখন খালি আমার এখানে এই সম্পর্ক যে এই সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কে আমার কতকগুলি শেয়ার (অংশ) আছে। আমার বোধহয় তজ্জন্যই ডিরেক্টারগণ সকলে একমত হইয়া আমাকে এই কাজ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মানের জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এখন কো-অপারেটিভ কার্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ ক'রে সকলকে বলতে হবে না। পল্লী-গ্রামের সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণকেও সমবায় সমিতির দ্বারা কত কাজ হয় তা আর বলতে হয় না। আপনারা সকলে সম্পাদক মহাশয়ের বর্ণনা হতে অবগত হয়েছেন যে এই ব্যাঙ্ক কত সামান্য অবস্থা হ'তে আজ কত বড় অবস্থায় আসিয়াছে। এক্ষণে ৫৪২টী সমিতি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং ভাল চল্‌ছে। ভবিষ্যতে আরও যে উন্নতি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমবায় সমিতিসমূহের দ্বারা দেশের কত যে উন্নতি হয়েছে বা হচ্ছে তা আর বেশী বলবার নয়। আমি আশা করি এখানকার ধীবর সমিতি ক'টী যা এখন ভাল ভাবেই চল্‌ছে—ভবিষ্যতে আরো ভাল করে চলবে।

এই সমবায় সমিতি দ্বারা এদেশের অনেক উন্নতি করতে পারা যায়, যেমন, গৃহ-শিল্প (কুটীর-শিল্প)—মাদুর-শিল্প প্রভৃতি। মেদিনীপুর জিলা মাদুর-শিল্পের জন্য চির প্রসিদ্ধ। আমি বাস্তবিক বড়ই দুঃখিত যে বর্ত্তমানে মচ্‌লন্দ মাদুরের দাম এত বেশী হয়েছে যে কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে উহার আর তত কা[illegible]তি বা চাহিদা নাই। কলিকাতায় এমন কি অন্য জায়গায়ও—আজকাল একরকম জাপানী মাদুর প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখতে পাওয়া যায়, কারণ তা'তে ছবি থাকে, ভাঙে কম, আর দামও মাত্র এক টাকা দেড় টাকা। আমার মনে হয় আপনাদের এই সমবায় সমিতি যদি চেষ্টা করেন তা' হ'লে

---

* গত ২০ ডিসেম্বর, মেদিনীপুর সেন্‌ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক-গৃহের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত অভিভাষণ।

মেদিনীপুরের মাদুর এইরূপ সস্তায় বিক্রয় হতে পারে এবং তা'তে অনেকের অন্ন সমস্যাও অনেক কমে যেতে পারে।

আমি একটা কথা বলি। রাজনৈতিক সমস্যা অবশ্য একটা আছে—থাক্‌বেই; তবে সে'টা একটা এর চেয়ে স্বতন্ত্র ব্যাপার। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্চে যে আমাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি ভাল রকম খেতে না পাই তবে আমরা কাজ করি কি করে? রাজা আমাদের ট্যাক্‌স আদায় করে নিচ্ছেন—সর্ব্বত্রই নেওয়া হয়, আমরাও তা দিচ্ছি। আর আমাদের দেশের অনেক জিনিষ বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায় এবং ব্যবসার হিসাবেও আমাদের অনেক টাকা বিদেশে যায়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে যে-সকল জিনিষ আমাদের আবশ্যক তা দেশে উৎপন্ন করা। আমরা প্রায়ই একজিবিশন বা মেলাতে দেখিতে পাই যে সাবান সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি সৌখীন জিনিষেই ভর্‌তি থাকে, কিন্তু আমাদের দৈনিক আবশ্যকীয় জিনিষ খুব কমই থাকে। তারপর কাপড়ের কথা বলি—আমাদের দেশে যা'তে খদ্দর প্রচলন হয় এমন করা উচিত; কিন্তু খদ্দর কাপড়ের দাম এত বেশী যে সকলে তা কিনতে পারে না;—সেজন্য আমাদের এটাও চেষ্টা করা উচিত যাতে দেশী মিলের কাপড় আমরা সস্তায় দিতে পারি। এটা সত্য যে সুতো এখন আমাদের দেশে ভাল তৈয়ারী হয় না। তাহ'লে আমরা বিদেশী সুতা আনিয়ে দেশী ইন্‌ডাষ্ট্রিতে—কল্‌কারখানা বা তাঁতের কাপড় যতট সস্তায় করিতে পারি তা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। ব পূর্ব্বে আমরা মোটা সুতার কাপড় পর্‌তুম এবং দুখানা কি তিনখানা কাপড় হলে, আমাদের এক বছর বেশ যেত। এখন যদি আমরা বিদেশীয় সরু সুতার ভারতীয় পরিশ্রমে কাপড় তৈয়ারী করে লাভ কর্‌তে পারি তাতে ক্ষতি কি? মোটা সুতার কাপড় আগে অনেকে পর্‌তো, এখন আর তা হয় না—কারণ এখন আমরা সৌখীন হয়েছি। শিবপুর ও অন্যান্য জায়গার তাঁতিদের অবস্থা আজ কি ভয়ানক তা দেখ্‌লে দুঃখ হয়। শিবপুরের তাঁতিরা আর হাটে হাটে কাপড় বিক্রী করতে যায় না। তা'রা তাদের বস্ত্র শিল্পের ব্যবসা ছেড়ে কি কষ্টই না ভোগ করছে! শান্তিপুরের লোক তাদের গৃহ শিল্প ছেড়ে দিয়েছে। গৃহ-শিল্পের উন্নতির জন্য এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিশেষ সাহায্য করে। তাই বলি স্থানে স্থানে সমিতি গঠন ক'রে, এই শিল্প-কর্ম্মের উন্নতির জন্য এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে দেশের লোক নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পার্‌বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক তাদের দেয় টাকা ও সুদ পেয়ে উন্নত হবে। অতি সামান্য সূত্রপাত থেকে অনেক বড় জিনিষ হয়েছে—তা' এই ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি থেকে বেশ সাব্যস্ত হয়।

আপনারা আজ এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস শুনলেন। এই ব্যাঙ্ক যখন সামান্য মূলধন নিয়ে আজ এত বড় উন্নত হয়েছে, আমি আশা করি দেশের সমবায় সমিতিগুলি সেইরূপ ধীরে ধীরে জন সাধারণের উপকার করতে করতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। কিন্তু এই সমবায় সমিতি চালনা করবার জন্য বিশেষ সতর্কতা এবং দক্ষতার দরকার। অনেক টাকা দিয়ে একটা বড় দোকান করলেই যে সে ভালভাবে তার সকল কার্য্য চালাতে পারবে তা নয়; সকল কার্য্যের অজ্ঞতা দূর করে তাকে বাড়াতে পারলেই তবে সেটা চির-স্থায়ী হবে,—নচেৎ নয়। এই ব্যাঙ্কের প্রথমে কালেক্টার বা ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান ছিলেন। লোকে মনে করতেন যে গভর্ণমেণ্ট যখন সংশ্লিষ্ট আছে, তখন আর ব্যাঙ্ক ফেল হবার ভয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে রায় বাহাদুর শ্রীযুত মন্মথনাথ বসু চেয়ারম্যান হওয়ায় ব্যাঙ্ক উন্নতির আর এক সোপানে উঠেছে। তিনি এই ব্যাঙ্ক এরূপ সুদক্ষতার সহিত চালিয়েছেন যে এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহা দেশের পক্ষে একটা গৌরবের বিষয়। আমাদের দেশের লোক গ্রামে গ্রামে যদি এইরূপ প্রতিষ্ঠান করতে পারে তাহলে আমাদের দেশের যে অনেক উন্নতি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেক জটিল ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট, রেজিষ্ট্রার কিম্বা এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার মহোদয়গণ তাঁহাদের সুযুক্তি ও সুপরামর্শ দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

প্রথমে এই ব্যাঙ্কের অধিষ্ঠান হয় মন্মথবাবুর বাড়ীতে। তিনি বিনা ভাড়ায় নিজের বাড়ীর কিয়দংশ ব্যাঙ্কের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে

ব্যাঙ্ক চালানোর ফলে আজ ব্যাঙ্কের এই এমন চমৎকার বাড়ীখানি হয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করি আপনারা এই ব্যাঙ্কে আপনাদের অর্থ গচ্ছিত রাখুন। আবশ্যক হলে, সৎ কাজের জন্য এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিন্ এবং আপনাদের সেই কাজ শেষ হলে ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করুন। আপনাদের কাছে আমার আজ এই নিবেদন। পরিশেষে আমি আর একবার আনন্দের সহিত বলছি যে ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থাতে আমি পরম আনন্দিত হয়েছি এবং আরও আশা করি যে দশ বৎসরের ভিতর এই ব্যাঙ্কের আবার দ্বিগুণ উন্নতি হবে।

এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি। আপনারা আমাকে আপনাদের প্রেসিডেন্ট করে যে সম্মান করেছেন এর জন্য আমি পুনরায় আপনাদিগকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

গাঁয়ের বৈঠক *

(সমবায়-কথা-নাট্য)

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল-শাস্ত্রী

প্রার্থনা সঙ্গীত

হিন্দু মুসলমান-একতান এক প্রাণ,
তোমারি চরণে নমিছে প্রভু! গাহি মিলে তব গান।
আল্লা বলি, এলাহি বলি, হরি বলি, বলি ভগবান্,
একই তুমি! ওগো নামী! ভিন্ন কেবলি অভিধান।
হে ভূমা! হে মহান্!
তোমারি চরণে নমিছে প্রভু! গাহি মিলে তব গান।
ভিন্ন পথে সাগরে মিশিতে
নদী ধায় যথা গাহিয়া গান,
(মোরা) ভিন্ন পথে যদিই বা চলি
তোমারি লক্ষ্যে অভিযান।
হে ভূমা! হে মহান্!
তোমারি চরণে নমিছে প্রভু! গাহি মিলে তব গান।
'সোবহানা রবিয়ল আলা" উচ্চে গাহিছে কোরাণ
'একঃ শুদ্ধক্ষরোনিত্যঃ"—নিত্য ঘোষিছে পুরাণ।
হে ভূমা! হে মহান্!
তোমারি চরণে নমিছে প্রভু! গাহি মিলে তব গান।
"আল্লাহু আকবর" "ত্বংহি বিশ্বেশ্বর"
ভিন্ন ভাষা একই গান,
মিলিত অযুত কণ্ঠে উঠুক—
ভেদ-বিহীন তান,
হে ভূমা! হে মহান্!
তোমারি চরণে নমিছে প্রভু—গাহি মিলে তব গান
হিন্দু—মুসলমান।

প্রস্তাবনা।

স্থান—বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপ—গ্রামের মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক যারা কেউ নিজ হালে, কেউ আধিতে জমি চাষ ক'রে খায় তারা সব একত্র হয়ে বসে গল্প কচ্ছে। মাঝে মাঝে তামাক চল্‌ছে। কেউ বা পাশা তাস দাবা খেল্‌ছে।

রেণু—আজ কি হবে ভাই?

অনঙ্গ—মিটিং হবে।

ভবানী—কিসের মিটিং?

ভবতারণ—মিটিং আবার কিসের হয়? কতগুলি লোক আস্‌বে, বক্তিমে হবে, গান হবে, হাত তালি পড়্‌বে।

---

* বিগত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩২ তারিখে তারকেশ্বর সমবায় সম্মেলনে অভিনীত।

ভবানী—আর হোমরা চোমরা যাঁরা সহর থেকে আসবে তারা রসগোল্লা সন্দেশের শ্রাদ্ধ করে বাড়ী যেয়ে ঘুমোবে।

রেণু—"সমবায়" "সমবায়" কি বলছিল না? সমবায়টা কি ভাই?

ভবানী—ওটা "সমবায়" নয় ওটা হচ্ছে "সমবাই", "সম" মানে একরকম আর "বাই" মানে খেয়াল। একরকমের বাই অর্থাৎ খেয়াল যখন সকলের মাথায় চাপে তখন যে-জিনিষটা গড়ে ওঠে তার নাম "সমবায়"

রেণু—একরকমের বাই? কিসের বাই?

ভবানী—হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে নাম কেনার বাই, কাগজে নাম উঠবে দশজনে বাহবা দেবে এই বাই।

(রাধারমণের প্রবেশ)

রাধারমণ—বেশ বলছিলে দাদা! তবে শেষটাতে একটু গোলমাল ক'রে ফেল্লে। বাই যা বলেছ তা ঠিকই বটে তবে সেটা নাম কেনার বাই নয়।

ভবানী—তবে কিসের বাই?

রাধারমণ—মানুষ হয়ে জগতের সামনে দাঁড়াবার বাই। তিলে তিলে পলে পলে আমরা মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছি সেই মরণকে ঠেলে ফেলে বেঁচে ওঠবার বাই।

রেণু—দাদা। অই গুরুগম্ভীর ভাষাটা চেপে রেখে একটু সোজা বাংলায় আমাদের বুঝিয়ে দাও না ব্যাপারটা কি?

রাধারমণ—সত্যি সত্যি বুঝ্‌তে চাও?

রেণু—চাই বই কি? কিসের মিটিং হচ্ছে, মাঝে-মাঝেই তো এই রকম মিটিং হয়—লম্বা লম্বা বক্তিমে হয়। আমরা তো কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

রাধারমণ—আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কচ্ছি। তুমি দাদা তোমার বোনের বিয়ের সময় কত সুদে গোবিন্দ মুখুজ্যের কাছ থেকে টাকা কর্জ্জ করেছ?

রেণু—রাম রাম আজ আর খেতে দিলে না দেখছি—সকালবেলা ঐ ব্যাটার নাম ক'রে বসলে

রাধারমণ—শয়নে স্বপনে তার সেই খাতাবগলে মূর্ত্তি চিন্তা কচ্ছো—তাতে যদি খাওয়া চলে তবে একবার নাম কল্লেও চলবে।

রেণু—যা বলেছ দাদা। ঘুমিয়েও ব্যাটাকে স্বপ্ন দেখিলা কবে যে নালিশ ধরাবে আর ভিটে থেকে তাড়াবে সেই ভাবনায় নাওয়া খাওয়া একরকম খতম।

ভবানী—ঠিক বলেছ দাদা! আমার মাথাও ব্যাটার কাছে বিকিয়ে আছে।

রাধারমণ—বলি কত সুদ তাতো বলছ না?

রেণু—শতকরা মাসিক তিনটাকা দু আনা তার ওপর ছমাসে চক্রবৃদ্ধি।

ভবানী—তুমি তে কম সুদেই টাকা পেয়েছ; আমার টাকায় চার পয়সা সুদ।

অঙ্গন—সকলেরই এক অবস্থা দাদা! আমরা এখানে যারা আছি সবাইকার মাথা কারু না কারুর কাছে বিকিয়ে আছে।

রাধারমণ—আসল টাকার কেউ কিছু দিতে পেরেছ?

ভবানী—রাম বল! সুদ দিয়ে উঠ্‌তে পারি না—আবার আসল?

রেণু—ফসল বেচে যা কিছু পাই—সুদ দেওয়া সম্বৎসরের খরচ চালান কোনটাই পুরোপুরি হয়ে উঠে না। সুদও বাকী পড়ে বছর শেষে আবার টাকাও কর্জ্জ কত্তে হয়।

রাধারমণ—কেউ যদি তোমাদের শতকরা মাসিক দশ আনা বার আনা সুদে টাকা দেয়—তা হলে তোমরা কি কর

ভবানী—তাকে মাথায় করে নাচি আর কি করি?

রাধারমণ—তা বলছিনে, তাহলে এই দেনা শুধে উঠ্‌তে পার কিনা?

রেণু—তা আর একবার করে বলতে? কিন্তু কে আমাদের অত কম সুদে টাকা দিতে যাচ্ছে!

রাধারমণ—কেন, এই যে আমাদের জমিদার সতুবাবু কল্‌কাতার ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়ে এলেন; কত সুদে?

অনঙ্গ—সে আমি জানি। শতকরা বছরে সাড়ে সাত টাকা; মাসে কত হলো?

ভবতারণ—মাসে হলো দশ আনা।

রেণু—তিনি পেয়েছেন বলে আমরাও পাব তার মানে কি?

ভবানী—সত্যিই তো।

রাধারমণ—তিনি পান তোমরা পাওনা কেন এটা কখনো ভেবে দেখেছো কি ?

ভবানী—কি আর ভাববো ? আমাদের বরাত।

রাধারমণ—এই বরাত বরাত করেই তোমরা জাহান্নমে যেতে বসেছ। একটু চিন্তা করবার কষ্টও তোমরা কত্তে চাও না।

রেণু—তুমিই বল ভাই তোমার কাছেই শুনি।

রাধারমণ—মহাজনকে আমরা যতই দোষ দেই না কেন, মহাজন না থাকলে আমরা বাঁচতেম না একথাটা মানতো ?

ভবানী—নিশ্চয়।

রাধারমণ—মহাজনরা টাকা কর্জ্জ দেবার সময় প্রথমেই দেখে টাকাটা যাতে মারা না যায়। সুদসমেত টাকা ফিরিয়ে পেতে কোন গোল হবে না একথাটা জানলে সুদ একটু কম করেও মহাজন টাকা দেয়। তোমাদের টাকা দিয়ে তারা ততটা নিশ্চিন্ত হতে পারে না, সেই জন্যই তারা সুদ বেশী চায়। তারা ভাবে যে প্রত্যেক ফসলের সময় তাগাদা করে মোটা হারে সুদের টাকাটা যদি আদায় হয়ে আসে তাহলেও তাদের আসল টাকাটা একরকমে ঘরে এসে যাবে।

ভবতারণ—যা বলছ কথাটা একেবারে মিছে নয়।

রাধারমণ—গ্রামের জমিদার কমসুদে টাকা পায় আর তোমরা টাকা পাওনা তার মানে, জমিদারের বাজারে পসার আছে, তোমাদের পসার নেই। পসার মানে কতগুলি টাকা থাকা নয়, পসার মানে লোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া যে—"একে টাকা দিলে টাকা মারা যাবে না।" ইংরেজীতে একে বলে "ক্রেডিট্"—এই ক্রেডিট্ থাকলে কমসুদে লোকে টাকা দিতে এগিয়ে আসে।

ভবানী—আমাদের পসার আর কি করে হবে ? আমাদের বাজারে পসারও হবে না, বরাতও ফিরবে না।

রাধারমণ—তোমাদের পসার কি ক'রে হবে, সমবায় সেই কথাটাই তোমাদের শিখিয়ে দিতে চায়। আমাদের মতন চাষবাস করে খায়, গরীব আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক সকল দেশেই আছে। সাহেবদের দেশেও আছে। সেখানে তারা এই সমবায় গড়ে তুলে, মহাজনদের গ্রাস থেকে বেঁচেছে, নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে।

সকলে—কেমন করে ভাই ? কেমন করে ?

রাধারমণ—আমাদের গ্রামে আমরা কয়েক ঘর লোক আছি। কারুর জমি আছে পাঁচ বিঘে, কারুর দশ বিঘে, কারুর আছে বিশ বিঘে। সবার জমি একত্র মিলিয়ে কম বেশী হয়তো হাজার বিঘে জমি আমাদের হবে কেমন নয় ?

রেণু—এক হাজার কেন ? প্রায় দু'হাজার বিঘে জমি হবে।

রাধারমণ—কম করেই ধর হাজার বিঘে জমি আমাদের সবার আছে। বিঘে প্রতি পঞ্চাশ টাকা গড়ে দাম হ'লে, এই হাজার বিঘের দাম কত হয় ?

ভবানী—পঞ্চাশ হাজার টাকা।

রাধারমণ—আমাদের যে সব গরু ঘোড়া ছাগল মোষ, তার পর মেটে কোটা, টীনের ঘর আছে সেগুলির দাম ধরলে সব মিলিয়ে তার দামও আর বিশ হাজার টাকা হবে।

ভবতারণ—তা হবে বই কি ?

রাধারমণ—আচ্ছা আমরা সব যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার হ'তেম তা হলে আমরা যদি পঁচিশ হাজার টাকা কর্জ্জ চাইতেম—তা হলে জমিদারবাবুর মত কম সুদে আমরাও টাকা আন্‌তে পারতেম্।

রেণু—তা পারতেম বই কি—কিন্তু আমরা তো তা নই।

রাধারমণ—নই সে কথা ঠিক, কিন্তু ঐ একান্নবর্ত্তী পরিবার হলে যে সুবিধে আমরা পেতাম, আমাদের সেই সুবিধা পাইয়ে দিতে পারে ঐ সমবায়

ভবানী—কেমন করে ?

রাধারমণ—আমরা সবাই মিলে যদি সমবায় সমিতি খুলি তা হলেই ঐ সুবিধে আমরা পাই

ভবতারণ—সমবায় সমিতিটা কি ?

রাধারমণ—গোবিন্দ মুখুজ্জ্যের কর্জ্জা কারবার আছে, ঐ কর্জ্জা কারবারের হিসাব রাখতে তার লোক আছে, তাগাদা করার জন্য পাইক আছে—এদের মাইনে দিতে হয়, কোন খাতক টাকা না দিলে তার নামে নালিশ কত্তে হয়, তার জন্য তার একটা খরচা আছে। মুখুজ্জ্যে যে সুদ বছরে পায় তার ভেতর থেকে এই সব খরচ বাদে যে টাকাটা

থাকে, সেইটে হচ্ছে তার লাভ। কেমন, একথাটা বুঝতে পাচ্ছ তো?

রেণু—এতো মোটা কথা—সবাই বুঝতে পারে।

রাধারমণ—এই যে কারবার এইটে একজনে না ক'রে যদি দশজনে মিলে টাকা দিয়ে করে—আর তার খরচা বাদে লাভ যদি দশজনে বেঁটে নেয় তবে তারই নাম হচ্ছে সমিতি।

অনঙ্গ—বুঝলেম। তারপর?

রাধারমণ—গোবিন্দ মুখুজ্জ্যে আমাদের কাছে শতকরা তিনটাকা দু'আনা সুদে টাকা লাগায়, আবার অন্যের কাছ থেকে শতকরা একটাকা সুদে টাকা কর্জ্জ ক'রে নিয়ে আসে। কাজেই টাকা কর্জ্জ ক'রেও তার লাভ থাকে এটা বুঝতে পাচ্ছ?

ভবতারণ—এমনি করেই তো কেঁপে উঠেছে বুঝতে আবার পারবো না!

রাধারমণ—আচ্ছা গোবিন্দ মুখুজ্জ্যে তা হলে আমাদের যেমন মহাজন আর একজনের তেমন খাতক; কেমন, তাই নয় কি?

রেণু—ঠিক বলেছ।

রাধারমণ—আমরা যদি সবাই মিলে আমাদের সকলের সম্পত্তির মাতব্বরিতে শতকরা মাসিক বার আনা সুদে বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ করি তখন আমরাও হব খাতক—কেমন নয়?

অনঙ্গ—হাঁ, তারপর?

রাধারমণ—আবার সেই বিশ হাজার টাকা এনে তার ভিতর থেকে যদি এই রেণু দাদা অনঙ্গ ভায়া—এই রকম যারা বেশী সুদে টাকা নিয়ে মরতে বসেছে তাদের সেই দেনা শোধের টাকা মাসিক ১৲ এক টাকা সুদে দিয়ে দেই তখন আমরাই (তার ভেতর রেণুদা অনঙ্গভায়াও থাকবেন)—তখন আমরাই হব মহাজন—ঠিক কিনা?

ভবতারণ—ঠিকই তো।

রাধারমণ—তা হলে দেখতে পাচ্ছ যে কম সুদের টাকা একটু বেশী সুদে লাগাতে পারলে আমাদের দেনা যেমন আমরা শুধ্‌তে পারি তেমনি সবাই মিলে কিছু কিছু লাভও করতে পারি।

ভবানী—হাঁ তাতো পারি।

রাধারমণ—আমরা সবাই মিলে যদি এই রকম করে কারবার করি তা হলে তাকেই বলে সমবায় সমিতি।

ভবতারণ—কিন্তু তায়া কেমন করে তা হবে? তোমার আছে বিশ বিঘে জমি—আমার আছে পাঁচ বিঘে আর একজনের আছে তিন বিঘে। সবাই মিলে টাকা আনলে লাভের বখরা কেমন করে হবে—তারপর অত টাকা একসঙ্গে পাবই বা কোত্থেকে? কে জোগাড় করে এনে দেবে?

রাধারমণ—ঠিক বলেছ; সেইজন্য নিয়ম করা হয়েছে যারা যারা এই সমিতি কত্তে চাইবে তাদের কিনতে হবে এই সমিতির সেয়ার—সেয়ার মানে হচ্ছে অংশ—প্রত্যেক অংশের দাম হচ্ছে পাঁচ টাকা

ভবতারণ—তাতে কি হবে?

রাধারমণ—ধর তুমি নিলে পঞ্চাশ টাকার অংশ, আমি নিলেম দুশো টাকার অংশ, রেণুদা নিলে তিনশো টাকার অংশ। কারণ এটা হচ্ছে একটা কারবার। যত টাকার অংশ আমরা যোগাড় করতে পারব তার দশগুণ পর্য্যন্ত টাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ধার দিতে পারে। যে-টাকাটা আমরা কর্জ্জ আনব তার জন্য আমরা সবাই দায়ী থাকব।

ভবতারণ—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সুদের হার কত?

রাধারমণ—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ শতকরা ১২৷৷৹ টাকা সুদের হারে এই সব সমিতিকে দাদন করে। কোন কোন ব্যাঙ্ক আরো কম সুদে টাকা ধার দেয়। সমিতি এই টাকা শতকরা ১৫৷৷৴৹ সুদে সভ্যদের দাদন করে। ৩৴৹ যা বাড়তি থাকে সেটা সমিতির লাভ।

ভবতারণ—সমিতি যখন আমাদের নিজস্ব তখন এই বাড়তি সুদ নেওয়া কেন? আমরা তো ঐ ১২৷৷৹ টাকায় ধার নিতে পারি।

রাধারমণ—তা হয় না। সমিতির খুচরাখাচরা খরচ আছে তো। অবশ্য তুমি যে পরিমাণ অংশ খরিদ ক'রবে তার উপর তুমি মুনাফা বা Dividend পাবে। বাকি যে টাকা রইল সেগুলো জমা হবে একটা সংরক্ষিত তহবিলে। যাকে ইংরাজিতে বলে Reserve Fund.

অনঙ্গ—এরকম সংরক্ষিত তহবিল রেখে লাভ?

রাধারমণ—লাভ এই যে, বিপদে আপদে বাঁচবার উপায় ক'রে রাখা। তাছাড়া যখন এই তহবিলটা বেশ বেড়ে উঠবে তখন তার অর্দ্ধেকটা একটা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রেখে বাকি অর্দ্ধেকটা ও অংশ বেচা টাকা দুই টাকা মিলিয়ে হবে বেশ অনেকগুলি টাকা। সেই টাকাগুলো আমরা তখন অনায়াসে নিজেদের ও গ্রামের আর পাঁচ জনকে ১২৷৷৹ টাকার চেয়ে কম সুদে ধার দিতে পারব। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে বেশী সুদে ধার করবার আবশ্যক হবে না।

ভবতারণ—কিন্তু এতে যদি না কুলায়? বিশেষ ঐ তহবিলটা বাড়তে তো সময় লাগ্‌বে, তার উপর আবার অর্দ্ধেকটাতো অন্য ব্যাঙ্কে জমা রাখ্‌তে হবে?

রাধারমণ—সেই জন্য আর একটা কাজ কর্‌তে হবে। সেটা হচ্ছে অল্প সুদে আমানতের জোগাড় করা।

অনঙ্গ—তার মানে?

রাধারমণ—যদি আমাদের কারবারটা ভালমত আমরা চালাই তাহ'লে যাদের ঘরে টাকায় ছাতা ধরছে তাদের ব'ল্‌তে পারব যে তোমাদের যক্ষের ধন নিয়ে তোমরা সদাই ব্যস্ত সেগুলো আমাদের ব্যাঙ্কে জমা দাও তোমাদের আমরা উপযুক্ত সুদে দেবো। তাতে তোমাদের ও গ্রামের সকলের মঙ্গল হবে। আর আমরাও প্রত্যেকে কিছু কিছু ক'রে সঞ্চয় ক'রে আমাদের ব্যাঙ্কে আমানত রাখব। এইরকমে অল্প সুদে আমানত সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে আমাদের ব্যাঙ্কের অর্থাভাব মিট্‌বে। আমরা তখন স্বচ্ছন্দে সুদের হার কমিয়ে ফেল্‌তে পারব। এই রকমে ব্যাঙ্ককে স্বাবলম্বী করতে হবে। মহাজনরূপ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হবে না।

অনঙ্গ—তা হ'লে ঐ গোবিন্দ মুখুজ্যের কাবুলি কারবারের গণেশ ওল্‌টাবে। তখন সে ব্যাটা ক'র্‌বে কি? সকলকে গাল পাড়বে।

রাধারমণ—ওহে গাল পেড়ে তো তার লাভ হবে না, তার টাকা বাড়বে না। সে চায় তার টাকা বাড়াতে। সুতরাং ব্যাঙ্ক হ'লে যখন তার খাতক জুটবে না তখন সে তার টাকা আপনা হ'তে আমাদের ব্যাঙ্কে এসে আমানত ক'রবে। সে মনকে প্রবোধ দেবে এই ব'লে যে "নেই মামার চেয়ে কাণামামা ভাল"।

রাধারমণ—এখন ভেবে দেখো এই কম সুদে টাকা নিয়ে যদি আমরা গোবিন্দ মুখুজ্যের ঐ গলাকাটা সুদের টাকা শোধ করে দেই, তারপর ক্রমে ক্রমে কমসুদে নেওয়া ঐ সমিতির টাকা শোধ করে ফেলি, আর যখন যার দরকার হলো, মুখুজ্যের কাছে না যেয়ে ঐ সমিতি থেকেই টাকা নেই—তা' হলে আমাদের অবস্থা ফিরে যেতে ক'দিন লাগে ভাই?

ভবতারণ—বটে তা হলে এ 'বাই" তো মন্দ "বাই" নয়।

রেণু—মন্দ নয় বল্‌ছ কি হে—আমাদের মত লোকের একমাত্র বাঁচবার পথই যে এটা।

অনঙ্গ—তবে আরও অনেক কথা জানবার আছে।

রাধা—তা আছে বই কি? আজ মিটিং-এ চল সেখানে এমন সব লোক আসবেন যাঁরা দেশে দেশে এই সব কথা লোকের উপকারের জন্য প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। মোটামুটী সব কথা আমার কাছে শুনলে, তাঁদের কাছে খুঁটী নাটী নিয়ম কানুন সব তোমরা জানতে পারবে।

ভবতারণ—চল ভাই চল, আজকে মিটিং-এ যাওয়া যাক। আগে মনে কর্‌তেম ও ছাই পাঁশ কি শুনবো? এখন তোমার কাছে শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছি—চল ভাই চল।

অনঙ্গ—ওহে দিলবর খ্যাপা গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে—দাঁড়াও ওর গানটা শুনে যাই।

ভবানী—হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও—বেশ গায় কিন্তু।

(গান গাইতে গাইতে দিলবর খ্যাপা প্রবেশ করিল)

গান

সবাই মিলে বাইলে তরী
তবে জমবে পাড়ি ঐ পারে
তখন উজান ঠেলেও যাবি চলে
করবি না তার ভয় কারে
এ পারের এই আঁধার থেকে—
ঐ ওপারের জোর আলো

একটু একটু যাচ্ছে দেখা
লাগছে যে তা খুব ভালো
(তোদের) হোক্ না কেন জীর্ণ তরী
যেতেই হবে পরপারে।
চলবে না আর বসে থাকা—
নিজের উচু রাজপাটে
দশের সাথে মিলতে হবে
চাইলে যেতে পারঘাটে
করলে গুমোর জীবন ভোর যে
রইবি ডুবেই আঁধারে।
তরী তোদের বিষম ভারী
ভুল বোঝার ঐ ভুল বোঝায়
পারঘাটে তা দেনা ফেলে
চলবে তরী খুব সোজায়
নইলে যাওয়া দায় হবে ভাই—
ডুবরে তরী পাথারে।

(গান গাইতে গাইতে চলিয়া গেল)

রাধা—দেশের হাওয়া ঐ দিলবর খ্যাপাকেও পেয়ে বসেছে—বুঝেছো রেণু দা? কি গান গাইলে! শুনেছো কি? ঐ কথাগুলিকেই আমাদের মূল নীতি করতে হবে। সবাই মিলে তরী বাইলে তবে এই দুঃখ দুর্দিনের নদী আমরা পার হয়ে সুখের মুখ দেখতে পাব। তা নইলে কেবল গ্রাম্য দলাদলি কেবল পরস্পরকে অবিশ্বাস কেবল পরকালের অনিষ্ট করবার চেষ্টা নিয়ে ব'সে থাকলে এ জাতকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

পূর্ব্ব নন্দীগ্রাম সমবায় সম্মেলন (মেদিনীপুর)

গত ২৪ শে জানুয়ারি তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার আসদতলা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটী সমবায় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বর্দ্ধমান বিভাগের সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার, তমলুক মহকুমার সমবায় সমিতিসমূহের ইন্‌স্পেক্টার, ও অডিটারগণ, তমলুক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটরী ও ৫ জন ডিরেকটার এবং অধিকাংশ কর্ম্মচারী যোগদান করিয়াছিলেন। নন্দীগ্রামের পূর্ব্বাংশের ৪৫টি সমবায় সমিতির ৬১৫ জন সভ্য এবং প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষিত গণ্যমান্য স্থানীয় ভদ্রলোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তমলুক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণের পর সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি সমবায়ী কৃষকগণকে অমিতব্যয়িতা বর্জ্জন করিতে, ব্যয় সংকোচ করিতে, কৃষির উন্নতি করিতে, শিল্প চর্চ্চা ও ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পরামর্শ দেন। তৎপরে তমলুক সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ হাইত, বি এল, মহাশয় নন্দীগ্রাম সমিতিগুলির অবস্থা ও বিভিন্ন সমিতির খেলাপী টাকার পরিমাণ বর্ণনা করিয়া সমিতিগুলির সভ্যগণকে পরপর সাধ্যমত টাকা আদায় দিতে বলেন। তৎপরে ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সিকদার মহাশয় সমবায় সমিতিসমূহের সভ্যগণকে আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বক্তৃতা দেন। তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও তমলুক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডিরেকটার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল মহাশয় সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে ঋণদান সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কি করিয়া দরিদ্র কৃষককুল পথের ভিখারী হয় এবং কি করিয়া সমবায় সমিতির সাহায্যে কৃষককুল আত্মনির্ভরশীল হইয়া বাঁচিতে পারে ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্য সম্যকরূপে তিনি বুঝাইয়া দেন।

চর্ম্ম-শিল্প

কষোৎপাদক দ্রব্য

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ

চামড়া পাইট করিবার উপায় বর্ণিত করিবার পূর্ব্বে কি কি দ্রব্যে চামড়া কষ করা হয় তাহা বর্ণনা করিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

কষোৎপাদক দ্রব্য ১। উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ২। খনিজ পদার্থ ও ৩। প্রাণিরাজ্য হইতে পাওয়া গিয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ :—কাষ্ঠ, বল্কল, গুল্ম, পত্র ফল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রাকৃতিক অবস্থায় অথবা ইহাদিগের সার পদার্থ কষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 'Bark Tanning' বলে।

খনিজ পদার্থ :—অধিকাংশ খনিজ পদার্থেরই অল্পাধিক পরিমাণে জৈবিক আঁশ (grain of hides) কষ করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে "Basic Chrome Salt," Formaldehyde এবং ফটকিরি ও লবণ প্রধান। Titanium, Iron, এবং Potassium জাত লবণেরও চামড়া কষ করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহার করা হয় না।

"Basic Chrome Salt" দ্বারা যে সব চামড়া কষ করা হয় তাহার নাম ক্রোম টেনিং "Chrome Tanning"। আজ কাল এই প্রণালীতে চামড়া বেশীরভাগই তৈয়ার হইতেছে। ফটকিরি ও লবণ দ্বারাও চামড়া কষ করা হয়, তাহাকে "Alum Curing" বলে।

প্রাণিরাজ্য :—যে সমস্ত জৈবিক পদার্থ চামড়া কষ করিয়া থাকে তাহাদিগের নাম অম্লজান (Oxygen) সংযুক্ত তৈল, চর্ব্বি এবং মস্তিষ্ক (ইহার দ্বারা "শ্যামর চামড়া" ইত্যাদি তৈয়ারী হয়)। ইহাকে "Oil Tannage" বলে।

এই সকলের মধ্যে প্রত্যেক প্রকার কষ করিবার দ্রব্যেরই পৃথক পৃথক কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়া সহজেই ইহাদিগকে চেনা যায়। উদ্ভিজ্জ ও খনিজ এই দুই প্রকার কষ করিবার দ্রব্যের ব্যবহার আজকাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাকে Combination Tannage বলে।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ

যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থে ট্যানিন (Tanin) বর্ত্তমান আছে তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বিদ্যানুসারে শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত, কিন্তু নিম্নলিখিত বিভাগটী সাধারণ কার্য্যের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

১। ছাল :—বাবল', গরাণ, সোনালী তারওয়ার, ওয়াটল, ওক, হেমলক, উইলো, দাড়িম, অর্জ্জুন, বার্চ।

২। পত্র ও পল্লব :—সুমাক, গরাণ, ধাওয়া আম্র, ইউক্যালিপ্‌টাস্, গাম্বীর, কাচ, খদির,

৩। ফল :—হরিতকী, বালোনিয়া, বয়েরা, দিবি দিবি, ম্যাঙ্গোষ্টিন, বাবলা, আল্‌গারোবিলা,

৪। কাষ্ঠ :—ওক, কোয়েব্রাসো, হেমলক, চেষ্টনাট, মীমোষা, গরাণ ইত্যাদি

৫। মূল :—কেনেগ্রি, তাল।

উপরোক্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যের নির্য্যাসও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ওক, কোয়েব্রাসো, হেমলক, চেষ্টনাট, গাম্বীর, কচ, খদির, সুমাক, হরিতকী, ওয়াটল, লার্চ, বলোনিয়া।

কষ করিবার দ্রব্যগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১। পাইরোগ্যালল (Pyrogallol).

২। ক্যাটিচল (Catechol).

Pyrogallol ট্যানিন হইতে লৌহ লবণ সংযোগে নীলাভ কাল রং হয় এবং Catechol ট্যানিন হইতে সবুজাভ কাল রং হয়। Bromine যুক্ত জলযোগে

Pyrogallol-এ তলানী পড়ে না, কিন্তু Catechol-এ তলানী পড়িয়া থাকে। Pyrogallol হইতে Ellagic acid পাওয়া যায় (ইহা ব্যবসাক্ষেত্রে Bloom নামে অভিহিত হয়। ইহা চামড়ার অক্লেদনীয়তা (water proofness) বৃদ্ধি করে।

পক্ষান্তরে Catechol-এ প্রচুর পরিমাণে অদ্রাব্য phlobaphenes নামে অভিহিত লাল দ্রব্য থাকে। ইহা চর্ম্মের আঁশের মধ্যে জমিয়া চর্ম্মকে দৃঢ় করিয়া থাকে। Pyrogallol হইতে ফিকে রঙের নরম চামড়া পাওয়া যায়, কিন্তু জুতার তলা, কোমর বন্ধ, মেসিনের বেল্টিং-এর জন্ত এই দুই প্রকার ট্যানিনের (Tanin) সিগ্রণ দরকার হইয়া থাকে।

হরিতকী, সুমাক বাবুল, দিবি দিবি, ধাওয়া, চেষ্টনাট ওক কাষ্ঠ, আল্‌গ্যাবোরিলা, উইলো, গল, Pyrogallol জাতীয়। গরাণ, গাম্বির, হেমলক, লার্চ, কোয়েব্রাসো, বার্চ, ক্যানেগ্রী, খদির Catechol জাতীয়। ওক ও বেলোনিয়াতে দুই প্রকারেই Tanin-এর গুণ বিদ্যমাণ আছে।

কষের নির্য্যাস :—কয়েক বৎসরের মধ্যে উদ্ভিজ্জ কষের দ্রব্য হইতে নির্য্যাস বাহির করণ এত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়াছে যে কষ করিবার রীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্তও Extract Tanning কোনও চামড়ার কারখানায় প্রচলিত হয় নাই। তবে কোন কোন কারখানায় চামড়ার ট্যানিং প্রশেস (tanning process) শেষ করিবার সময় Extract ব্যবহৃত হয়। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে চামড়ার কষকারীকে কেবলমাত্র ৩৪টী কষ করিবার দ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে প্রায় ২০টী উত্তম উত্তম বস্তুর মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার সুবিধা হইয়াছে।

উপরোক্ত কষোৎপাদক দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে কষ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় তাহার বিশেষ বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল :—

১। বাবলা :—এই ছাল মিশর, ভারতবর্ষ ও সুদানে জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষে সকল প্রকার চামড়া কষ করিবার জন্ত এই ছাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শতকরা ২০।২৫ ভাগ ট্যানিন আছে। ইহার ফলে কষ করা চামড়ার রং ছালে কষ করা রং হইতে সাদা রঙের হয়। ইহার কষের আর একটী গুণ আছে যে ইহার পুরাতন রংএর চামড়া হইতে চুণ বাহির করিবার ক্ষমতা আছে। ভারতবর্ষে বঙ্গদেশে, যুক্তপ্রদেশে,পঞ্জাবে ও সেন্‌ট্রাল প্রভিন্সে এই ছাল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

২। গরান :—এই বৃক্ষ অনেক গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপকূলে জন্মিয়া থাকে। ইহার ছাল কষের পক্ষে বেশ উপযোগী। Ceriop নামক জাতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। ইহার ছালে শতকরা ৪০ ভাগ ট্যানিন আছে বলিয়া কথিত আছে। অন্যান্ত প্রকারে শতকরা ১৬।২০ ভাগ ট্যানিন আছে। ইহা বঙ্গদেশে চামড়ার কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কেবল মাত্র ইহাকে ব্যবহার করিলে চামড়া কড়া ও ঘোর লাল রং হইয়া যায়। সেইজন্তই ইহা বাবলা ও হরিতকীর সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার চামড়াকে পুষ্ট করিবার শক্তি আছে এবং ইহার কষ ধীবরদিগের জাল ও কাপড় রং করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়।

হরিতকী :—ভারতবর্ষ দেশজাত একরূপ গাছের ফল। ইহাতে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ ট্যানিন আছে। এই কষে রং করা চামড়া ফিকে হলদে রঙের হয়। কিন্তু ইহা চামড়াকে একটু spongy করে। সেইজন্ত ইহা অন্যান্ত কষ দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইহা গরাণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আজ ভারতবর্ষে নানা স্থানে ইহার নির্য্যাস তৈয়ার হইতেছে ও বিলাতে ও অন্যান্ত দেশে চালান হইতেছে। ইহা অত্যন্ত শক্ত ও গুঁড়া করিবার জন্ত বিশেষ প্রকার কলের প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ভিন্ন জিলাতে উৎপন্ন হরিতকীর গুণ বিভিন্ন। ভিমলী বা জব্বলপুর ও বাঁকুড়া জাতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা হাল্কা ও ভারী সর্ব্বপ্রকার চামড়াতে ব্যবহৃত হয়। ইহা অল্প পরিমাণে গরাণ, বাবলা ও অন্যান্ত কষের দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হইলে চামড়ার রং উজ্জলতর হয়।

সোনালী :—এই ছাল বঙ্গদেশে ও বেশী পরিমাণে কটক অঞ্চলে ও উড়িষ্যা প্রদেশে ও সেন্‌ট্রাল প্রভিন্সে

পাওয়া যায়। ইহাতে ১৩।১৪ ভাগ ট্যানিন আছে এই ছালে কস করা চামড়ার রং বাবলা দ্বারা কস করা চামড়া অপেক্ষা সাদা হয় ও চামড়াও মজবুত হয় এবং ওজনেও ভারী হয়।

তারওয়ার :—এই ছাল মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। মাদ্রাজ অঞ্চলে যে সমস্ত ট্যানারীতে চামড়া কষ করা হয় তাহা এই ছালের সহিত হরিতকী মিশ্রিত কসে রং করা হয়। এই ছালে কষ করা চামড়া বাবলা, গরাণ ও সোণালী দ্বারা কষ করা চামড়ার মতন solid বা ভারী হয় না, কিন্তু re-tan করিবার পক্ষে ও খনিজ পদার্থ দ্বারা Combination Tanning-এর পক্ষে বড়ই উৎকৃষ্ট। সেইজন্য মাদ্রাজ হইতে এই ছাল দ্বারা কষ করা চামড়া প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। বঙ্গদেশে এই ছালের ব্যবহার বিশেষ নাই। তবে শুইলের চামড়া এই ছালে কষ করিয়া রপ্তানী হয়। ইহাতে শতকরা ট্যানিন ৪০ ভাগ আছে।

গাম্বীর :—ইহা মলয়দ্বীপপুঞ্জজাত গুল্মবিশেষের অপরিষ্কৃত নির্য্যাস। এই দ্রব্যের সমস্ত পরিমাণই সিঙ্গাপুর ষ্টেট সেটেলমেণ্ট হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। পত্র পল্লব সব সিদ্ধ করিয়া যখন ঐ তরল পদাথ একটু ঘন হয় তখন ছাঁকিয়া একটী পাত্রে ঠাণ্ডা করিতে দেওয়া হয়। পরে ৩½ ইঞ্চি পরিমিত টুকরাতে বিভক্ত করিয়া (cube gambier) বেশ করিয়া শুকান হয়। ইহাতে শতকরা ৪০।৫০ ভাগ ট্যানিন আছে। আর একরূপ নিকৃষ্ট জাতীয় দ্রব্য আছে তাহাকে ব্লক গাম্বির (block gambier) বলে। ঐ তরল পদার্থ প্রায় দুই হন্দর পরিমিত ওজনের বড় টুকরাতে জমাইয়া মোটা মাদুরে মুড়িয়া রপ্তানী হয়। ইহাতে ২৫।৪০ ভাগ ট্যানিন আছে। ইহা ঘোড়ার সাজের চামড়া, জুতার সাজের ও সুটকেশ ইত্যাদির চামড়া টেন করিবার জন্য অপর কষের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহা চামড়ার "Drrwn Grain" নিবারণ করিবার জন্য কস দ্রব্যে মিশ্রিত করিবার অতি উত্তম পদার্থ। এবং ইহা সোল চামড়া টেন করিবার প্রথমভাগে ব্যবহৃত হয়।

সুমাক :—এই জাতীয় পত্র ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। তাহাকে ধাওয়া পাতা বলে। সিসিলি দ্বীপে জাত সুমাকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে ২৬।২৮ ভাগ ট্যানিন আছে। ইহাতে বেশ সুন্দর রং নরম ও মজবুত চামড়া প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের অনেক কারখানায় ইহার নির্য্যাস চামড়ার রং পরিষ্কার (bloach) করিবার জন্য ব্যবহার হয়।

খনিজ পদার্থ

(ক) খনিজ কষদ্রব্যের মধ্যে ক্রোমটেনেজই সর্ব্ব প্রধান ও ব্যবসাক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়াছে। ক্রোম প্রণালীতে চামড়া কষ করিবার ২টী প্রশস্ত উপায় আছে।

১। ডবল বাথ (Double bath):—ইহাতে চামড়াকে দুইবার মসলাতে ভিজাইতে হয়।

২। Single bath :—ইহাতে একবারমাত্র মসলাতে ভিজাইতে হয়।

ডবল বাথ :—এই প্রণালীতে চামড়া কষ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে August Schultz নামক একজন আমেরিকান রাসায়নিক যে নিয়ম ব্যবহার করেন সেই নিয়মই আজ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রথমবারে ১০০ পাউণ্ড চামড়ার জন্য ৫ পাউণ্ড বাই-ক্রোমেট গরম জলে গুলিয়া ২½ পাউণ্ড হাইড্রোক্লোরিক এসিডে মিশাইতে হয় পরে চামড়া ডুবিবার মতন জল মিশ্রিত করিয়া যে-পর্য্যন্ত না চামড়ার fibre-এর ভিতর মসলা সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে সে পর্য্যন্ত চামড়া ঐ দ্রব্যে ওলট পালট করিতে হয়। পরে চামড়াগুলিকে উঠাইয়া কয়েক ঘণ্টা চামড়ার আঁশে আঁশে রাখিতে হয় এবং জল ঝরিতে দেওয়া হয় পরে দ্বিতীয়বার চামড়া ভিজাইবার সময় জলহীন চামড়ার ওজনের অনুপাতে শতকরা ১০ পাউণ্ড হাইপোসোডা (Hyposoda) ও ২½ পাউণ্ড এসিড হাইড্রোক্লোরিক মিশ্রিত করিয়া চামড়া ডুবিয়া যায় এইরূপ জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ওলট পালট করিতে হয় ক্রমে চামড়ার রং কমলালেবুর রং হইতে ফ্যাকাসে নীল রঙে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ না চামড়ার ভিতরের রং সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হয় ততক্ষণ ইহাকে ঐ জলে চালাইতে হইবে। এই প্রথাতে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়। তাহাতে চামড়ার আঁশে আঁশে গন্ধক (Sulphur deposit) হয়। এই প্রথাতে কষ করা চামড়া single bath-এ কষ করা চামড়া অপেক্ষা নরম হয়। Hydro-

cloric Acid-এর স্থলে Sulphuric Acid ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Single Bath :—চামড়াকে single bath-এ কষ করিবার অনেক প্রকার উপায় আছে।

১। ক্রোম এলাম ও সোডা মিশ্র্য :—

১০০ পাউণ্ড চামড়ার জন্য ১০ পাউণ্ড ক্রোমএলাম ৮০ পাউণ্ড জলে গুলিয়া একটি পাত্রে রাখিতে হয়। পরে অন্য একটি পাত্রে ২২ হইতে ৩২ পাউণ্ড সোডা ১০ পাউণ্ড জলে গুলিয়া লইয়া উপরোক্ত পাত্রে অল্প অল্প করিয়া ঢালিতে হয় এবং সেই সময় জলটা নাড়িতে হয়। তৎপর তাহা ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহার করিতে হয়।

২। বাইক্রোমেট লিকার :—এই প্রণালীতে ১০০ পাউণ্ড ব্রাইক্রোমেট অব পটাস্ কিম্বা সোডা গরম জলে গুলিয়া ১০০ পাউণ্ড সালফিউরিক এসিডের (১৭৪০ spgr) সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। পরে ৬০ পাউণ্ড চিনি গুলিয়া অল্প অল্প করিয়া বাইক্রোমেট এসিড জলে ঢালিতে হয় এবং জলগুলি নাড়িতে হয়। চিনির বদলে হাইপো সোডাও ব্যবহৃত করিতে পারা যায়। পরে ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহার করিতে হয়।

উপরোক্ত ষ্টক সলিউসন হইতে অল্প অল্প লইয়া ঠাণ্ডা জলে মিশ্রিত করিয়া চামড়া ভিজাইতে হয়। কম শক্তিশালী দ্রব্য দ্বারা আরম্ভ করিয়া চামড়া কষ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্রব্যকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়া থাকে।

Double Bath হইতে Single Bath লিকার সস্তা। Single বাথ লিকার আরও সস্তা করিবার জন্য নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বাইক্রোমেট ও এসিড লিকার কারখানার পরিত্যক্ত কষের ছাল দ্বারা reduce করা হয়।

ক্রোম প্রণালীতে চামড়া শীঘ্র কষ করা যায়। এবং ড্রামে কষ করা সুবিধাও হয়। কিন্তু চৌবাচ্চায় কষ করিলে চামড়া বেশী সূক্ষ্ম হয় এবং আঁশ আলগা হয় না।

সমবায় রীতি-নীতি

বাংলাদেশ

১৯৩১ সালের ৫নং সার্কুলার

গ্রাম্যসমিতির পঞ্চায়েৎসভ্যের কার্য্যকাল বৃদ্ধির জন্য রেজিষ্ট্রারের অনুমতিসাপেক্ষে আবেদন

১। গ্রাম্যসমিতির কোন কোন সভ্য একাদিক্রমে তিন বৎসর বা ততোধিককাল পঞ্চায়েতের কাজ করিলে, অথবা একাদিক্রমে দুই বৎসর বা ততোধিকাল পঞ্চায়েতের কাজ করিয়া অন্যূন দুইবৎসরের মধ্যে পুনরায় মনোনীত হইলে তাহাদের পুনরায় নির্ব্বাচন করা হইবে কিনা তাহা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সমিতির পরিদর্শকগণ (Supervisors) অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ (Officers-in-charge of circles) দেখিবেন যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপ কার্য্যকাল বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়। আবেদন-পত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিই দিতে হইবে :—

(ক) সভ্য কত বৎসর পঞ্চায়েতে কাজ করিয়াছেন; (খ) নিজের নামে বা বেনামী কর্জ্জ লইয়া, অথবা অন্য কোনও রকমে তিনি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন কিনা; (গ) তিনি ক্রমান্বয়ে কিস্তি খেলাপ করিয়াছেন কিনা; (ঘ) তাঁহাকে পঞ্চায়েৎ-সভা হইতে অপসৃত করিলে সমিতির কোনও অনিষ্ট হইবে কিনা; (ঙ) তাঁহার পরিবর্ত্তে এই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন এইরূপ কতিপয় সভ্যের নাম।

২। প্রতি বৎসর বাৎসরিক হিসাবপরীক্ষাকালে এই সার্কুলার অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহা অডিটর দেখিবেন। যদি সার্কুলার অনুযায়ী কাজ না হইয়া থাকে, যে-সব ক্ষেত্রে কার্য্যকাল বৃদ্ধি রেজিষ্ট্রারের অনুমতি সাপেক্ষ, সে-সব ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পঞ্চায়েৎ দ্বারা সার্কুলার-অনুযায়ী আবেদন করাইবেন এবং উপরিলিখিত আবশ্যকীয় বিষয়গুলির উত্তর লিখিয়া তাঁহার রিপোর্টের সঙ্গে এই আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

খাদ্য নির্ব্বাচন ও আর্থিক স্বচ্ছলতা

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এল্

আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু ভারতের অধিকাংশ লোকই পুষ্টিকর খাদ্য সংস্থান করিতে পারে না, সুতরাং দেশবাসীর আয় না বাড়িলে স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা নাই।

জার্ম্মাণীতে	মাথা প্রতি	বার্ষিক	আয়	৪৫০৲
ইংলণ্ডে	,,	,,	,,	৭৫০৲
ফ্রান্সে	,,	,,	,,	৫৭০৲
ক্যানাডাতে	,,	,,	,,	৬০০৲
অষ্ট্রেলিয়াতে	,,	,,	,,	৮১০৲
আমেরিকাতে	,,	,,	,,	১০৮০৲

এই সকল দেশের লোকেরা স্বচ্ছলতা হেতু জীবন ধারণের উপযুক্ত অশন ও বসন প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারেনই, অধিকন্তু উৎসব ও আনন্দ, শিক্ষা ও দীক্ষাতেও উপযুক্ত ব্যয় করিয়া জীবনকে সরস ও মধুময় করিয়া তোলেন।

ঐ সকল দেশে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও ধনীর কি ব্যয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় দেখা যাউক। ১০০৲ টাকার কত অংশ কি বাবদ ব্যয় করা হয় নিম্নে তাহা দেখান হইল।

	শ্রমিক	মধ্যবিত্ত	ধনী
আহার্য্য	৬২·০	৫৫.০	৫০.০
বসন	১৬·০	১৮·০	১৮·০
গৃহ	১২·০	১২·০	১২.০
ইন্ধন আলো	৫·০	৫·০	৫·০
শিক্ষা ও ধর্ম্মকার্য্য	২·০	৩·৫	৫·৫
রাজকর	১·০	২·০	৩·০
চিকিৎসা	১·০	২·০	৩·০
আমো. প্রমোদ	১·০	২·৫	৩.৫
	১০০·০	১০০·০	১০০·০

("দরিদ্রের ক্রন্দন" হইতে উদ্ধৃত)।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য দেশে লোকেরা জীবনকে আহার, আনন্দ ও শিক্ষা দীক্ষায় পুষ্ট করিবার জন্য বেশ ব্যয় করেন কিন্তু ভারতের আর্থিক দুরবস্থার জন্যই দেশবাসীর জীবন রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই। ১৮৭০ সালে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী বলেন ভারতের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২০৲; ডিগবী মহাশয় বলেন ১৪৲ মাত্র; লর্ড কার্জ্জন বলেন ৩০৲, গত ১৯১০ সনে প্রফেসর শ্লেটার বলিয়াছেন যে ভারতবাসীর আয় ১০০৲ টাকার কম নহে। শেষোক্ত সংখ্যাটীকে গ্রহণ করিলেও বলিতে হইবে ১০০৲ বাৎসরিক আয় নিতান্তই অকিঞ্চিৎ, ইহাতে অন্ন বস্ত্রের সংস্থানই হইতে পারে না, শিক্ষা দীক্ষা ও আমোদপ্রমোদ ত দূরের কথা।

জীবন যাত্রার ব্যয়ও আমাদের দেশে কিরূপ হইতেছে নিম্ন তালিকায় দেখুন। এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে খাদ্য সংস্থান করিতেই লোকের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হয় কাজেই ভারতে আনন্দ ও উৎসবের অবকাশ নাই।

	মজুর	মধ্যবিত্ত
খাদ্য	৯৫·৪	৭৪·০
বসন	৪·০	৪·৭
চিকিৎসা	×	৮·০
শিক্ষা	×	৩·৩
সামাজিকতা	·৬	৮·০
বিলাস	×	২·০
	১০০·০	১০০·০

পুষ্টিকর খাদ্য সংস্থানের চেষ্টা ও আদর্শ খাদ্য সম্বন্ধে দেশে আজকাল অনেক আলোচনা হইতেছে। লোকের স্বভাবতঃই দেহ রক্ষার জন্য আদর্শ খাদ্য খাইবার ইচ্ছাও দেখা দিয়াছে, এমতাবস্থায় দেশের আয় দৃষ্টে খাদ্য তালিকা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে মাসিক

১৫৲ ও ৭।৹ ব্যয় মোটামুটিরূপে কি পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার তালিকা দিলাম, আশা করি ইহাতে দেশবাসী উপকৃত হইবেন।

খাদ্যের নাম	পূর্ণ বয়স্ক আয় ১৫৲	আয় ৭।৹	৬ বৎসর	৩ বৎসর
ছোলা	১ ছটাক	১ ছটাক	¼ ছটাক	½ ছটাক
চাউল	২½ "	৩ "	১ "	½ "
আটা	২½ "	৪ "	১ "	½ "
ডাল	২½ "	২½ "	¾ "	½ "
মাছ	২ "	১ "	½ "	¼ "
তৈল	½ "	১ "	× "	× "
ঘৃত	½ "	× "	¼ "	× "
আলু	৩ "	৩½ "	১½ "	½ "
তরকারী	৩ "	৩ "	১½ "	½ "
চিড়ে	১ "	× "	½ "	¼ "
নারিকেল	½ "	× "	× "	¼ "
গুড়	½ "	১ "	½ "	½ "
দুধ	½ সের	× "	½ সের	১ সের

উপরোক্ত খাদ্য তালিকায় সময়ের ফল যথা কলা, শশা, মূলো, পেপে, বিলাতী বেগুন, কমলা লেবু অথবা কাগজী ও গোঁড়া লেবু ২।৪ টী মাঝে মাঝে যোগ করিলেই পুষ্টিকর অর্থাৎ খাদ্য প্রাণবহুল (full of vitamin) খাদ্য তালিকা মোটামুটি আদর্শ হইল বলা যাইতে পারে। উপরোক্ত তালিকাতে প্রাতঃকালীন জলযোগ হিসাবে আদা ছোলা গুড়ের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে এবং বৈকালিক জলযোগ হিসাবে নারিকেল, চিড়া ও গুড়ের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। দুধের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। উহাও কতটা না হইলে দেহের পুষ্টির হানি হয় তাহাও দেখান হইয়াছে। পল্লীগ্রামের খাদ্যদ্রব্যাদি ও দুধের দাম মনে রাখিয়াই এই তালিকা তৈরী করা হইয়াছে। সহরবাসীরা উপার্জ্জন বেশী করিয়া থাকেন। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যয়ে এই খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সম্পাদকীয়

সমবায় গৃহ নির্ম্মাণ সমিতি
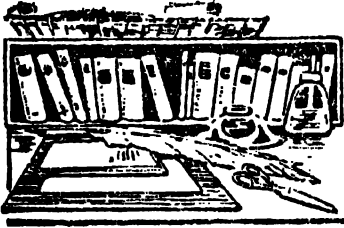
সমবায় প্রণালীতে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বাংলাদেশে যে-কয়টি সমিতি কাজ করিতেছে তাহার মধ্যে দার্জ্জিলিং কো-অপারেটিভ বিলডিং সোসাইটি লিমিটেড উল্লেখযোগ্য; ইহার কার্য্যক্ষেত্র দার্জ্জিলিং সহর। এই সমিতির তহবিল নিম্নের যে-কোনো বা সকল উপায়ে সংগ্রহ করা যাইতে পারে:—(ক) প্রবেশিকা ফি দ্বারা, (খ) অংশ বিক্রয় করিয়া, (গ) যে কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গৃহীত ঋণ দ্বারা (ঘ) আমানত গ্রহণ করিয়া এবং (ঙ) রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক অনুমোদিত অন্য যে-কোনো উপায়ে। এই সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের দরখাস্তে যাঁহারা সই করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই সমিতির আদি সভ্য। তাহা ছাড়া কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত অন্য ব্যক্তিও সমিতির সভ্য হইতে পারেন। এই সমিতি শুধু বাঙালীদের জন্য। প্রত্যেক সভ্যকে পাঁচ টাকা প্রবেশিকা-ফি দিতে হইবে। সমিতি কর্ত্তৃক প্রত্যেক সভ্যের জন্য যে বাড়ি নির্দ্দিষ্ট হইবে সেই বাড়ি নির্ম্মাণের সময় তাহার যে-মূল্য স্থির হইবে অন্তত সেই মূল্যের অংশ তাঁহাকে কিনিতে হইবে। কোনো সভ্যের সবগুলি শেয়ার হস্তান্তর, বাজেয়াপ্ত, নাকচ বা এই শেয়ারগুলির মূল্য পরিশোধ হইয়া গেলে তিনি আর সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

সমিতির সভ্য হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচটি অংশ ক্রয় ও তাহার পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করিলে কোনো সভ্য তাঁহার অধিকার লাভ করিবেন না। সমিতির মূলধন হইবে ১,৫০,০০০৲ টাকা এবং ১০০৲ টাকা মূল্যের ১৫০০ শেয়ারে এই মূলধন বিভক্ত হইবে। রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন লইয়া সমিতির সাধারণ সভা (জেনারেল মিটিং) এই মূলধনের পরিমাণ বাড়াইতে পারেন। অন্তত পাঁচটি শেয়ারের গ্রাহক না হইলে কোনো সভ্য সমিতির Tenant বা 'ভাড়াটে' হইতে পারিবেন না। সমিতির দ্বারা নির্ম্মিত বাড়ি সভ্যব্যতীত অন্য কাহাকেও ভাড়া দেওয়া হইবে না। তবে সভ্যেরা যদি কোনো বাড়ী ভাড়া না করেন তাহা অন্য লোককে ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল বাড়ির বহির্ভাগের সংস্কার সমিতির খরচে করা হইবে; আভ্যন্তরীণ সংস্কার কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী সভ্যেরা নিজেরা করিবেন এবং যদি কোনো সভ্য না করেন তাহা হইলে কমিটি তাহা সেই সভ্যের আমানতী বা শেয়ার বাবদ টাকায় করাইয়া লইতে পারেন।

সমিতির উপবিধি হইতে সঙ্কলিত এই বিধানগুলি হইতে সমিতির গঠন-বিধি, উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় সমিতির বিশেষ প্রয়োজন বহুদিন ধরিয়া অনুভব করা যাইতেছে। দেশের লোকসংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে, ব্যবসা বাণিজ্যও বাড়িতেছে। তাহার ফলে সহরে সহরে লোকের ভিড় এত বেশী হইয়া উঠিতেছে যে উপযুক্ত বাসস্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে। এই সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই নাই, অন্যান্য দেশেও আছে। য়ুরোপ ও আমেরিকা অনেক স্থানে সমবায় গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি স্থাপন করিয়া ইহার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষেও বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে এই বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা

বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন হইল কলিকাতার উপকণ্ঠে এই উদ্দেশে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তাহার নাম "ক্যাল্‌কাটা সুবার্‌বান্‌ কো-অপারেটিভ কলোনি লিমিটেড।" দমদমে এই সমিতি অনেকটা জমি সংগ্রহ করিয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগে গ্রুপ কনফারেন্‌স্‌

বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বটকৃষ্ণ দাস মহাশয় বর্দ্ধমান বিভাগে সমবায় সমিতিসমূহের গ্রুপ কন্‌ফারেন্‌স্‌-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তাঁহার আগ্রহে বর্দ্ধমান বিভাগের প্রত্যেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক নিজ নিজ এলাকার মধ্যে গ্রাম্য-সমিতি সমূহের মিলিত বৈঠকের আয়োজন করিতেছে। তিনি অধিকাংশ বৈঠকে যোগদান করিয়া বৈঠকগুলিকে পরিচালিত করিতেছেন। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির পাবলিসিটি অফিসার মহাশয় অধিকাংশ বৈঠকে যোগদান করিয়া আলোকচিত্রযোগে বক্তৃতা দিয়া নিরক্ষর সভ্যগণকে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমবায় আন্দোলনের সাড়া জাগাইয়া দিতেছেন। এইরূপ মিলিত বৈঠকের উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা ভাণ্ডার পত্রিকায় বহুবার আলোচনা করিয়াছি। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি যে, যে-সকল স্থানে এইরূপ বৈঠক হইয়াছে সেই সকল স্থানে গ্রাম্য সমিতির নিরক্ষর সভ্যগণ সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠন, কার্য্যকলাপ, রীতিনীতি, পদ্ধতি এবং নিজ নিজ অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইতেছে এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ জাগিতেছে। শুধু যে সমিতির সভ্যগণ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সকল বৈঠক দ্বারা উপকৃত হইতেছেন তাহা নহে, ইহাদের ফলে জনসাধারণ সমবায় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আমরা আশা করি বাংলার সকল বিভাগে বর্দ্ধমান বিভাগের ন্যায় সমবায় সমিতিসমূহের মিলিত বৈঠকের আয়োজন হইবে।

সমবায় নাটক

এই সংখ্যায় যে নাটকটি প্রকাশিত হইল তাহা গত ১৬ই জানুয়ারী তারকেশ্বর গ্রুপ কনফারেন্স-এ অভিনীত হয়। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্ন্যাল মহাশয় এই প্রদেশের একজন উৎসাহী সমবায়ী। সমবায় ঋণ সমিতির মূলনীতি ও উপকারিতা এই নাটকটিতে অতি সুন্দর ভাবে জনসাধারণের উপযোগী ভাষায় বুঝানো হইয়াছে। বাংলা দেশের অন্যান্য স্থানে যে-সকল গ্রুপ কনফারেন্স হইতেছে সেইগুলিতে এই নাটকটির বা এই জাতীয় অন্য নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণের মধ্যে সমবায়ের প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য হয়।

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটি আমাদিগকে জানাইতেছেন যে তাঁহারা বীমাকারীদের লুপ্ত পলিশির উদ্ধারের অভিনব সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিতেছেন। এই বিষয়ে কেহ যদি জানিতে চাহেন তবে সোসাইটীর সেক্রেটারির নিকট ৩১ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, হেড অফিসে চিঠি লিখিতে পারেন।

Printed and Published by A. C. Sarkar, at the Classic Press, 9-3, Ramanath Majumdar Street, Calcutta, for the Bengal Co-operative Organisation Society, 3-1, Bankshall Street, Calcutta.

Regd. C—1808

Regd. C .1808

চতুর্দ্দশ ভাগ | চৈত্র ১৩৩৮ | ৯ম সংখ্যা

কার্য্যালয়:—

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

৩।১ [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সম্পাদক—

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

ভাণ্ডার-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। ডেনমার্কে লোকশিক্ষা	১৬১	৫। চর্ম্ম-শিল্প	১৭৩
২। আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন—২	১৬৫	৬। বঙ্গ ছত্র গ প কন্‌ফারেন্স	১৭৪
৩। সমবায় দেশবিদেশ	১৬৮	৭। সমবায় রীতি-নীতি	১৭৫
৪। কৃষি (কবিতা)	১৭২	৮। সম্পাদকীয়	১৭৭

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৈল উৎপাদন হয়
তজ্জন্য অধিক লাভ
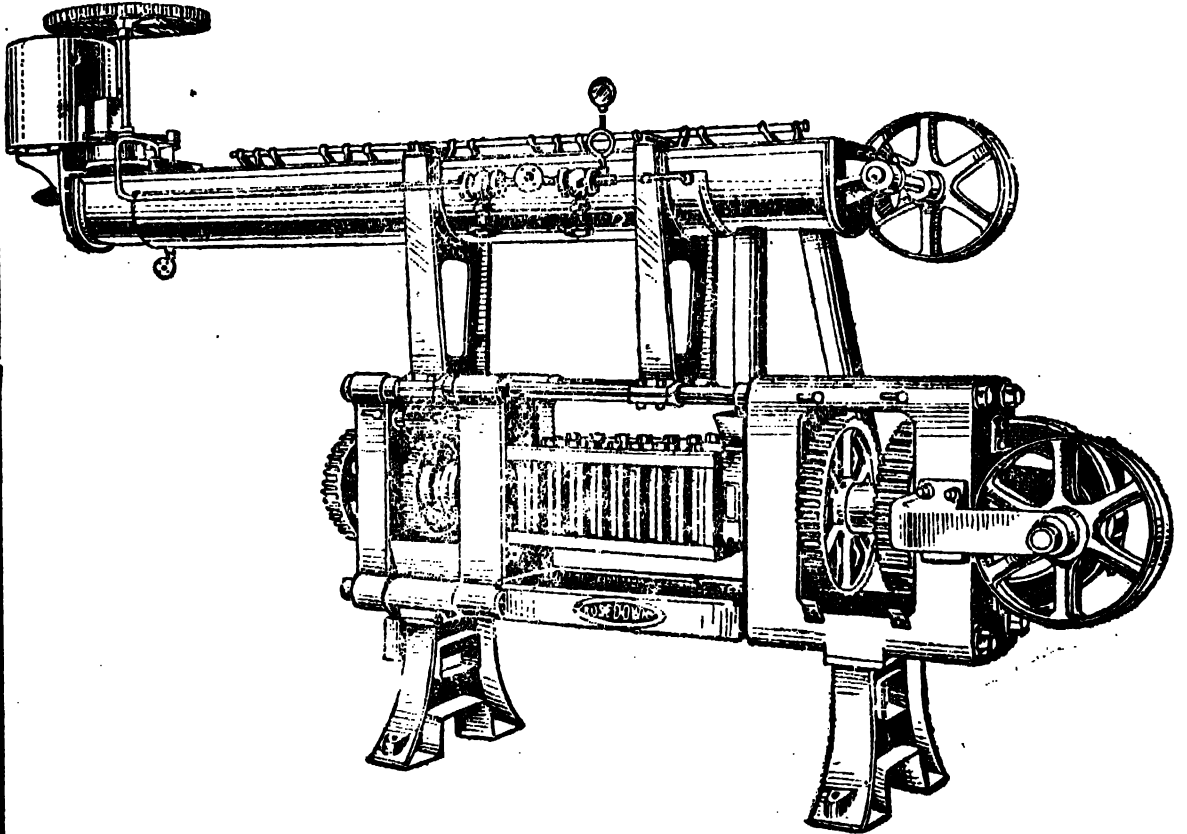
রোজ ডাউনস অয়েলএক্সপেলার

এই অধুনাতম ডিজাইনের মেসিনটি এমন এক কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রস্তুত যাঁহারা প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া তৈলকল প্রস্তুত বিষয়ে সুযশের সহিত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইহার মূল্য সুলভ এবং দীর্ঘকাল কার্য্যোপযোগী করিয়া প্রস্তুত। আজই হউক কালই হউক আপনাকে এ টি "রোজডাউনস" এক্সপেলার বসাইতে হইবেই।

অদ্যই একটী ক্রয় করুন।

একমাত্র এজেন্টের ঠাঁই হইতে সরবরাহ হয়।

বিক্রেতা—মার্শাল সন্স এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেন্টস্—মাশাল সন্স (ডাইরেক্‌সন) লিমিটেড,

৯৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—বম্বে, মান্দ্রাজ, করাচী, লাহোর, তাঞ্জোর, বেজোয়াদা ও কয়েম্বাটোর প্রভৃতি।

কারখানা—আগরপাড়া, ই, বি, আর।

অদম্য যৌবনের লীলায়িত নৃত্যের উৎস

হিলিংবাম

৩৭ বৎসরের পুরাতন ; মেহ রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ ; স্ত্রীপুরুষের সমান ফল।

মাত্রায় মাত্রায় উপশম, ১ দিনে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ,

এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য।

হিলিংবাম রোগের জড় সমূলে নষ্ট করে। যাঁর রোগ একবার সারে তাঁকে আর আক্রমণ করিতে পারে না। উচ্চ উপাধিধারী ও বিচক্ষণ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত। দুই একজন প্রশংসাকারী ডাক্তারের নাম নীচে দিলাম—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-এ এম-ডি ইত্যাদি, লেঃ কর্ণেল এন, সি, সিংহ আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম আর-সি-এস, মেজর বি, কে, বসু আই-এম-এস, এম-ডি সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি-এল-আর-সি-এস, ডাঃ মানয়ার এল-আর-সি-পি, এণ্ড এস, ডাঃ ফারনী—এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি। প্রশংসাপূর্ণ তালিকা পুস্তক পত্র লিখিয়া চাহিলেই দেওয়া হয়। চিঠিপত্র গোপন রাখা হয়।

মূল্য বড় শিশি ৩৲ ; মাঝারী ২৷৷৹ ; ছোট ১৷৵৹।

HEALING-BALM
LIQUEFIED ENERGY
& PERSONIFIED YOUTH

আর, লগিন এণ্ড কোং ম্যানুঃ কেমিষ্টস্

১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ—"হিলিং" কলিঃ টেলিফোন—১৬১৫ বড়বাজার

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস,

মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ—অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠাই। এক শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Telegram—DAUPHIN, Calcutta.

খাঁটি পদ্মমধু

(Seller's Lotus Honey)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা সেলার্স "লোটাস্ ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। **সাবধান!** সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য, "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা **বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে** পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

ও, এন, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

এবং স্মিথ ষ্ট্যানষ্ট্রীট এণ্ড কোং

কলিকাতা।

১৪শ ভাগ] চৈত্র ১৩৩৮ [৯ম সংখ্যা

ডেন্‌মার্কে লোকশিক্ষা

শ্রীকালিমোহন ঘোষ

ডেন্‌মার্কে রাষ্ট্রীয় জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনে যে মহাপুরুষ এক যুগান্তরের সূচনা করিয়াছেন তাঁহার নাম নিকলাস্ ফ্রেডরিক গ্রুণ্ডভিক। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি লোকশিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া দেশ-ব্যাপী কৃষক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নবীন আশা ও প্রচণ্ড শক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের শিক্ষা-পদ্ধতি কোনও শিক্ষাতত্ত্ববিদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে নাই; পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিবার জন্য অবস্থানুযায়ী শিক্ষা-প্রণালী তৈয়ারী হইয়াছে। সে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া জাতি যখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, সেই দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে একটি গোঁড়া পাদ্রীর পরিবারে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপরায়ণা মাতার নিকট তিনি বাল্যকালে তাঁহার দেশের মহাপুরুষদিগের জীবন-কাহিনী মুগ্ধ হৃদয়ে শ্রবণ করিতেন। সেই সকল কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার জাতির অতীত কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। মহীয়সী জননী পুত্রের অন্তরে গভীর ধর্ম্ম ভাবের বীজ রোপণ করেন। বাল্যে মাতৃক্রোড়ে উপ-বেশন করিয়া যে সকল ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন পর-বর্ত্তী কালে জীবন-সংগ্রামের মধ্যে সেই স্মৃতি গ্রুণ্ডভিকের জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করিত।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন-হেগেন বিদেশীয় জাহাজের গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়। স্বদেশের এই অবমাননায় গ্রুণ্ডভিকের চিত্ত ব্যথিত হইল। এই সময় দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনীর ভিতরে তিনি সান্ত্বনার উৎস খুঁজিতে লাগিলেন। তাহার ফলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান পুরাণ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন তাহাতে সমগ্র দেশে একটা সাড় পড়িয়া যায়। কিছুদিন পরেই ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির মধ্যে নূতন আশার উদ্দীপান

জাগাইয়া তুলিতে তিনি চেষ্টা করেন। তাহার ফলে কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ডেনমার্ক নেপোলিয়নের যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় ইংল্যাণ্ড কোপেনহেগেন আক্রমণ করে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ ডেনিস্ জাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া দেশবাসিগণ সেই সময় দুর্নীতিপূর্ণ আমোদে মত্ত থাকিয়া দারিদ্র্যের বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিত। দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে নূতন করিয়া দেশের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার দৃঢ় সংকল্প তাহাদের ছিল না। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্ককে নরওয়ে হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। এই আঘাতে ক্ষুদ্র জাতি মৃতদেহের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়িল। দেশভক্ত গ্রুণ্ডভিক বিষণ্ণ মনে নির্জ্জনে বসিয়া দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে এই ব্যথা-বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে এই অবসন্ন ক্ষুদ্র জাতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাকে কে বাঁচাইবে? ধ্বংসই ইহার স্বাভাবিক পরিণতি! কিন্তু হঠাৎ তাঁহার অন্তরে ভগবৎবিশ্বাস জাগ্রত হইল। তিনি মনে করিলেন সমগ্র জাতি যদি ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় তবে তবে এই জাতি নিশ্চয়ই বাঁচিবে। গ্রুণ্ডভিক ভগবানের নামে সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিলেন। একদিকে ভগবৎকৃপায় অসাধারণ নির্ভরশীলতা, অপরদিকে অতল গভীর স্বদেশপ্রেম। এই উভয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি সাম্যবাদী ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর। অতএব যতই দরিদ্র ও অবনত হউক না কেন সে অমৃতের পুত্র। তিনি তাঁহার একটি সঙ্গীতে লিখিয়াছেন—যতই দরিদ্র বা অবনত হই না কেন তথাপি আমরা রাজাধিরাজের সন্তান। আমাদের আশা ঈগল পাখীর অপেক্ষাও উর্দ্ধে তাহার পাখা উড্ডীন করিবে।

গ্রুণ্ডভিক উপর হইতে জ্ঞান বিতরণ করিয়া দেশোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই। সাধারণ লোকের ন্যায় তাহাদেরই একজন হইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির সহিত তিনি তাহাদের সুখদুঃখের সমভাগী হইয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য কবি, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ যখন অল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জনের জন্য উচ্চ-ধরণের কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, তখন তিনি সুমার্জ্জিত উন্নত সম্প্রদায়ের মুখের দিকে না তাকাইয়া ডেনিস্ কৃষকদিগের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সহজ-বোধ্য ভাষায় কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন।

গ্রুণ্ডভিককে একাই পথ চলিতে হইল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অবজ্ঞার সহিত অপরিস্ফুট ভাবুকতার ক্ষ্যাপামী দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিল। জনসাধারণ তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এ অবস্থায় ক্ষীণ আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া তিনি বাহির হইলেন। তাঁহার ৫০ বৎসরের গভীর সাধনার পর জাতির মধ্যে আবার ধর্ম্মবিশ্বাস ও দৃঢ়সংকল্প জাগিয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা তিনি কৃষকদিগের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া তিনি জাতীয়তার ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমরা খাঁটিরূপে বুঝিতে পারি যে প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ তাহার অতীত কর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এইজন্যই তিনি ইতিহাসের এত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এই সময় কয়েকবার ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। তথাকার শাসনপ্রণালীর গণতান্ত্রিকতা তাঁহার ভাল লাগে। ইংরেজ জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান তাহার প্রাণে সাড়া জাগায়। কিন্তু সেইখানেই তিনি পাশ্চাত্য কল-কারখানার ও বাণিজ্য-নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'ন এবং দেশে আসিয়া তিনি মনে করিলেন যে যদি পল্লীর কৃষকদিগের চিত্তকে দেশের প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত করা না যায় তবে তাহারা অন্ধের ন্যায় সহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের হাতের ক্রীড়নক হইবে এবং ডেনিশ পার্লামেণ্টও ইংল্যাণ্ডের ন্যায় বণিক-শাসনের যন্ত্রস্বরূপ হইবে। তাহাতে পল্লীর কৃষকদের সমস্যাগুলির মীমাংসা হইবে না, তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে না। এইজন্য পল্লীর দিকেই তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করেন।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষত্ব এই যে

ঐ প্রণালীতে ছাত্রগণ কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করে নিজের পরিবারের মধ্যে পারিবারিক চাষ-বাসের কার্য্যে সাহায্য করিয়া। বিদ্যালয়ে কবিতা-কাহিনী, সঙ্গীত ও ইতিহাস ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহাদের প্রাণে নব উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। পারিবারিক কর্ম্মের ভিতর দিয়া যে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সহিত যোগ ছিন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিই ছিল তাঁহার শিক্ষার মূল নীতি। পরিবার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই ব্যক্তিত্ব সম্যক পরিস্ফুট হইতে পারে না।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে তিনি প্রথম কৃষক-বিদ্যালয় গঠন করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার সাত বৎসর পরে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া মিঃ কল্ড নামক তাহার একজন শিষ্য একটা বিদ্যালয় গঠন করেন। বর্ত্তমানে এই দেশে ৬০টী কৃষক-বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে।

এই Folk High School বা কৃষক-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব আছে। শীতকালে যখন শস্যক্ষেত্রে কোনও কাজ না থাকে না, মাঠঘাট যখন বরফে আচ্ছন্ন, তখন ১৮ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক কৃষক যুবকগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসে। ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে দেশে প্রত্যেক বালককেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে বাধ্য করা হয়। অতএব এই সকল ছাত্র বিদ্যালয়ে যোগ দিবার পূর্ব্বেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। কৃষক-বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। সেখানে তাহারা বিদ্যার উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে চায় না। তাহারা চায় নিজেদের জীবন ও বাহিরের এই জগৎ সম্বন্ধে বৃহত্তর দৃষ্টিলাভ করিতে। যে-জগতে তাহারা বাস করিতেছে, যাহা তাহাদের জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র, সেই জগত সম্বন্ধে অধিকতর পরিচয় লাভ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

এই বিদ্যালয়ে মুখস্থ করিবার জন্য কোনও কেতাব নাই, পরীক্ষা নাই, নোট-বুক নাই, লিখিবার খাতা নাই, ডিপ্লোমা ডিগ্রী নাই। অথচ সেই দেশের গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে—These Schools have made the Danish people intelligent enough to create and operate successfully the several vast co-operative enterprises of the nation and to govern their own affairs and manage their own interest in a discriminating manner.*

এই সকল বিদ্যালয়ে ১২৫টি ছাত্রের বেশী একসময়ে থাকে না। শিক্ষকের সংখ্যাও ৪।৫টির অধিক নহে। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সহিত একত্র বাস করে। পুরুষ ছাত্রগণ শীতকালে ৬ মাসের জন্য বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া থাকে। তাহারা চলিয়া গেলে গ্রীষ্মকালে নারী ছাত্রীগণ আবার আসিয়া শিক্ষার জন্য যোগদান করে। ছাত্র ও শিক্ষকগণ এই কয় মাস একত্র বাস করে, একত্র আহারাদি করে। জার্ম্মানদের মত সঙ্গীত ও ব্যায়াম এই বিদ্যালয়গুলির প্রাণ। ডেনমার্ক ভ্রমণকালে আমি যে কয়টী কৃষক-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি যে পাঠারম্ভের পূর্ব্বে সঙ্গীত হয় এবং পাঠ-শেষে সঙ্গীতের দ্বারাই অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। পাঠ্য বিষয়গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়:—(১) সাধারণ বিষয়, যথা—জাতীয় সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস। (২) সমাজতত্ত্ব—সমাজের অভিব্যক্তি, য়ুরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, সমাজের উপরে তার ফলাফল, সমবায় নীতিতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আবশ্যকতা, ইত্যাদি।

ডেনমার্ক যাইবার সময় আমি মনে করিয়াছিলাম যে এই সকল স্কুলে বোধ হয় কৃষি, শিল্প ও সমবায় সমিতি গঠন করিবার কার্য্যকরী শিক্ষা অথবা কর্ম্ম-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাদের পাঠ্যতালিকায় সেই সব বিষয় না দেখিয়া একটী স্কুলের পরিচালককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন যে ডেন-মার্কের প্রত্যেক গ্রামে কৃষক-সঙ্ঘ ও নানাপ্রকারের সমবায়

* এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার ফলে ডেনিশ জাতি তাহাদের একাধিক সুবৃহৎ সমবায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতে পারে, তাহাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই চালাইতে পারে এবং তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া চলিতে পারে।

প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহারা কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষা তথায় লাভ করিবে এবং তিনি আরও বলিলেন :—"My object is to get the student to come into more intimate touch with the history and literature of his country and to help him to think for himself in relation with the Society as a whole, so that he may work out a programme for the future of our society in such a way that most of the people of the country may find happiness and opportunity in life.*

যে সকল কৃষক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারা বর্ত্তমান সময়ে পল্লিগ্রামের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর নেতৃত্ব করিতেছে। শিক্ষার ভিতর দিয়া সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায় যে-উদ্দীপনা লাভ করিয়াছে তাহারই ফলে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আজ ইহাদের করতলগত।

ডেনিস পার্লিয়ামেণ্টকে Peasant Parliament অর্থাৎ কৃষকগণ পরিচালিত পার্লিয়ামেণ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয়। রক্তপাত ও অন্তর্বিপ্লবের পথ অবলম্বন না করিয়া সংগঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে সমগ্র সমাজকে যে নূতন অর্থনৈতিক আদর্শ দ্বারা পুনর্গঠিত করা যায় ডেনমার্ক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

* আমি চাই যে ছাত্রেরা জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করিয়া সমগ্র সমাজের সহিত নিজের সম্বন্ধ কি তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করুক—যাহাতে তাহারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে যে দেশের বেশীর ভাগ লোক কাজের সুযোগ পায় ও সুখী হয়।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন—২

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

৬

সম্মেলনের দ্বিতীয় বিষয় ছিল কয়লার খনিতে কাজের ঘণ্টা নিরূপণ। ১৯৩০ সনের সম্মেলনে স্থির করা হয় যে উহা একেবারেই নির্দ্দিষ্ট হইবে, দ্বিতীয় বার আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমিতি যে সমঝোতা খাড়া করেন তাহা আবশ্যকীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পাওয়ায় সম্মেলন ১০৫ : ২২ ভোটে স্থির করেন যে বিষয়টি পঞ্চদশ সম্মেলনে আলোচিত হইবে। চতুর্থ বৈঠকে সম্মেলন ৪৮ জন সভ্য লইয়া এক সমিতি গঠন করেন ও স্থির করেন যে বিভিন্ন সরকারের উত্তরাবলী অনুসারে অফিস যে সমঝোতার খসড়া তৈরী করিয়াছে তাহাই আলোচনার ভিত্তি হইবে (৮৬ : ৩ ভোট) এবং সম্মেলনে উহার আলোচনা না করিয়া সমিতিকে উহার ভার দেওয়া হইবে (৮৩ : ০)। ঐ সমিতির সভাপতি হন জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ব্রাউনস্। সহকারী সভাপতি : লী, গ্রেটবৃটেনের খনি-সমিতির সম্পাদক (নিয়োক্তাদের প্রতিনিধি); ডেযারডিন, বেলজিয়ান মাইনারস্ ফেডারেশনের সভাপতি (মজুরদের প্রতিনিধি)। বোর্ড অব ট্রেডের খনি বিভাগের পার্ল্যামেণ্টারি সম্পাদক বিবরণী-লেখক নিযুক্ত হন।

সমিতি নিম্নলিখিত ভাবে কাজে প্রবৃত্ত হন: সমঝোতার প্রস্তাব-অনুসারে কোন্ কোন্ দেশ কাজ করিবে তাহা আগে আলোচিত হয়। ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিগণ, বিশেষ করিয়া নিয়োক্তাদের প্রতিনিধিরা, চাহিয়াছিলেন শুধু ইয়োরোপীয় দেশসমূহের জন্যই ব্যবস্থা করা হউক, কিন্তু সম্মেলনের সেক্রেটারি-জেনারেল বুঝাইয়া দেন যে সমঝোতা খাড়া করা হইলে তাহার প্রয়োগ সার্ব্বজনীন ভাবে হইবে। শক্ত কয়লার খনিতে কয় ঘণ্টা কাজ করা হইবে ও কয় ঘণ্টা উপরি খাটিতে দেওয়া যাইতে পারে, এবং লিগনাইট খনিতে কাজের ঘণ্টার সমস্যার আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী সম্মেলনে শেষ হয় নাই।

অফিস্ হইতে যে খসড়া তৈরী হয় তাহাতে দৈনিক ৭¾ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব থাকে। সমিতির নিকট তিনটি সংশোধনের প্রস্তাব আসে: (১) মজুর প্রতিনিধিগণ ৭ ঘণ্টা রোজের জন্য আবেদন করেন; (২) ঐ আবেদন অগ্রাহ্য হইলে যেন ৭½ ঘণ্টা রোজের কথা বিবেচনা করা হয়; (৩) নিয়োক্তাদের প্রতিনিধিগণ ৮ ঘণ্টা রোজ চাহেন। এই তিনটি প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই, অফিসের ৭¾ ঘণ্টা রোজই অনুমোদিত হয়। ইহাও ঠিক হয় যে সমঝোতা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে আর এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে না। তিন বৎসরে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে তাহাতে বুঝা যাইবে কাজের ঘণ্টা বাড়ান অথবা কমান উচিত।

কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মজুরদিগকে ঊর্দ্ধপক্ষে বৎসরে অতিরিক্ত ৬০ ঘণ্টা কাজ করিতে দেওয়া হইবে, অফিসের প্রস্তাব এইরূপ ছিল। ১৯৩০ সনে অনেক তর্ক-আলোচনার পর এই সময় নির্দ্ধারণ হয়। এই ৬০ ঘণ্টা কাজের জন্য মজুরদিগকে সাধারণতঃ যে হারে মজুরি দেওয়া হয়, তার ১¼ গুণ হারে মজুরি দেওয়া হইবে ইহাও স্থিরীকৃত থাকে। সমিতি সমস্ত সংশোধনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অফিসের প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও মজুরদের প্রতিনিধিগণের অনুরোধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবও গৃহীত হয়; নিয়োক্তা ও মজুরদের সহিত পরামর্শ করিবার পর কোন সরকার বাৎসরিক ঊর্দ্ধসীমা ৬০ ঘণ্টা স্থির করিয়া দিবেন।

অফিসের দুইটি ধারায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল (৮ ও ৯নং) কোন্ ক্ষেত্রে অস্থায়ী এবং কোন্ ক্ষেত্রে স্থায়ী ব্যতিক্রম হইতে পারে, অবশ্য শক্ত কয়লার খনির বেলায়। প্রাকৃতিক অথবা হইলে-হইতে-পারে দুর্ব্বিপাকে, কলের জন্য জরুরী কাজে,

কল হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে,—যাহাতে দৈনিক কাজে বাধা জন্মিতে না পারে সেজন্য এই সব আকস্মিক ঘটনায় অস্থায়ীভাবে কাজের ঘণ্টা বাড়াইবার আবশ্যকতা হইতে পারে। কোন কোন ধরণের কাজ করিবার জন্য অথবা শেষ করিবার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে উপরি খাটাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়; এরূপ ক্ষেত্রে সরকার হইতে আধঘণ্টার অনধিক সময় কাজ করাইবার হুকুম পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রস্তাবটি বিনা আপত্তিতে গৃহীত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে এই বলিয়া ঘোরতর আপত্তি করা হয় যে অনেকেই এই ব্যতিক্রমের সুযোগ লইয়া নিয়মিত সময়ের ঘণ্টা স্থায়ী ভাবে বাড়াইয়া দিবে। একটি ছোট সাব-কমিটির হাতে ভার দেওয়া হয় স্থির করিবার জন্য যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মজুরদের বেলায় ব্যতিক্রম হইবে। তাহাতে স্থির হয় যে কয়লা উৎপাদন ও সরবরাহের যানবাহন সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম হইবে না। ইহা ছাড়া যে সকল কাজ জাতীয় মঙ্গলের জন্য অবিরত হওয়া দরকার অথবা যেগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রযুক্ত হয়, সেগুলিতে সরকার স্থায়ীভাবে আধ ঘণ্টার অনধিক সময় বেশী খাটিতে দিতে পারেন। সমিতি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মজুরদের প্রতিনিধিদের অনুরোধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিও যোগ করেন: এই প্রকার স্থায়ী ব্যতিক্রম সমস্ত কয়লার খনিতে নিযুক্ত সমুদয় মজুরের ৫% এর বেশী লোক হইতে পারিবে না এবং ইহারা অন্তত ১¼ গুণ হারে মজুরি পাইবে।

শক্ত কয়লার খনি ও লিগ্‌নাইট খনিকে একটিমাত্র খস্‌ড়া সমঝোতার (ড্রাফ্‌ট্‌ কন্‌ভেন্‌শন্‌) অন্তর্গত করা হইবে কি না এবং দুই প্রকার খনির পক্ষেই এক নিয়ম প্রয়োগের সমীচীনতা—এ দুটি প্রশ্নও সমিতিকে বিচার করিতে হয়। অধিকাংশ সভ্য কয়লার খনি ও লিগনাইট খনিকে এক সমঝোতার অন্তর্গত করিবার রায় দেন। তাহাতে দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়, কিন্তু মজুরদের প্রতিনিধিদের চেষ্টায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটুকু যোগ করিয়া দেওয়া হয়: যে দেশে অপেক্ষাকৃত ভাল সর্ত্ত আছে সে দেশে সমঝোতার সর্ত্ত প্রবর্ত্তন করিয়া জুরিদের অবস্থা খারাপ করিবার চেষ্টা করা হইবে না।

সমিতি কয়লার খনিতে কাজের ঘণ্টা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির করেন: সরকারী অনুসন্ধান ও মজুরদের সহিত পরামর্শের পর উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুমতি দিলে মাটির নীচে লিগনাইট খনিতে ঘণ্টার হিসাব কালে শিফ্‌ট্‌ প্রতি আধ ঘণ্টা যোগাযোগের ইতিকর্ত্তব্যতা; অতিরিক্ত কাজের সময় বৎসরে ৭৫ ঘণ্টা ধরিতে হইবে, ১৫০ ঘণ্টা নহে; উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পাইলে আরো ৭৫ ঘণ্টা; পঞ্চদশ অধিবেশনের পর তিন বৎসরের আগে মাটির তলার লিগ্‌নাইট খনি সম্পর্কিত নিয়মাবলীর বিচার হইবে না,—বিচারের উদ্দেশ্য কাজের ঘণ্টা হ্রাস; ওয়াশিংটন সমঝোতায় স্থির হয় যে খোলা লিগ্‌নাইট খনি ও খোলা শক্ত কয়লার খনিতে বৎসরে ১৫০ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে, অফিসও তাহা অনুমোদন করে,—কিন্তু সমিতি ২০০ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ হইতে পারে ঠিক করিয়াছেন, ইহার মধ্যে বিশেষ অবস্থায় ১০০ ঘণ্টা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমতি-সাপেক্ষ, আর ১০০ ঘণ্টা বিশেষ প্রয়োজনে মনিব মজুরের যুক্ত সম্মতি-সাপেক্ষ; মিশ্রিত লিগ্‌নাইট্‌ খনির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই; ভবিষ্যতে কয়লা খনির তলার কাজের জন্য ১৬ বৎসরের নীচে মজুর নিয়োগ ও স্ত্রীলোক নিয়োগের যুক্তিযুক্ততা বিচার করা হইবে।

সমিতিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহারই মর্ম্ম উপরে লিখিত হইল। ইহাছাড়া অনেক প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, সেগুলি ভোটে টিকে নাই। সমঝোতা খাড়া করা হউক এই প্রস্তাব ৬৭ : ১৬ ভোটে গৃহীত হয়। সম্মেলনে শেষকালে ৮১ : ২ ভোটে খস্‌ড়া সমঝোতা উপরি উক্ত আকারে গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, সম্মেলনেও সংশোধনের প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি ভোটে টিকে নাই।

৭

১৯২৯ সনে স্থির হয় যে কোন সমঝোতা পুনরায় সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য বিচারিত হইতে পারে। এইবার প্রথম সে বিষয়ে পরীক্ষা হয়। সভ্যরাষ্ট্রসমূহের সরকারদের সহিত পরামর্শের পর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

স্থির করেন যে পঞ্চদশ অধিবেশনে স্ত্রীলোকদের রাত্রিতে কাজ করা সম্পর্কিত সমঝোতার আংশিক পরিবর্ত্তনের কথা বিবেচনা করা হইবে। নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি বিবেচিত হয় :—

(ক) সমঝোতাতে এই কথা যোগ করিয়া দেওয়া হউক যে যাঁরা তত্ত্বাবধান বা পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত তাঁদের সম্বন্ধে সমঝোতা প্রযুক্ত হইবে না ;

(খ) সমঝোতার দ্বিতীয় ধারায় এই কথা যোগ করিয়া দেওয়া হউক যে, যে সময়টার জন্য রাত্রির কাজ একেবারে নিষিদ্ধ, সভ্য রাষ্ট্রসমূহ তার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে,—রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে সকাল ৫ ঘটিকার স্থলে রাত্রি ১১ ঘটিকা হইতে সকাল ৬ ঘটিকা।

আন্তর্জাতিক মজুর অফিস্ এই দুইটি বিষয়ে নানা সংশোধনী সম্বলিত এক বিবরণী সম্মেলনের নিকট দাখিল করে। ২৯শে মে সম্মেলন তৃতীয় বৈঠকে সংশোধনীসমূহ নিজ বৈঠকে বিচার না করিয়া এক সমিতির হাতে বিচারের জন্য অর্পণ করেন। সমিতি ৪৮ জন সভ্যকে লইয়া গঠিত হয়,—সরকারের প্রতিনিধি ২৪ জন, নিয়োক্তাদের ১২ জন ও মজুরদের ১২ জন ; প্রত্যেক মজুর ও নিয়োক্তা প্রতিনিধির দুইটি করিয়া ভোট, আর সরকারী প্রতিনিধির একটি ভোট। ইতালিয়ান সরকার প্রতিনিধি আনদেলসি সভাপতি এবং অষ্ট্রিয়ান নিয়োক্তা প্রতিনিধির উপদেষ্টা চাযুৎসি, জার্ম্মাণ মজুর প্রতিনিধির উপদেষ্টা শ্রীমতি হান্না সহকারী সভাপতি হন। ফরাসী সরকার প্রতিনিধির উপদেষ্টা শ্রীমতী লোতলিয়ের্ বিবরণী-লেখিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রথম সংশোধনীটি লইয়া অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হয় যে, যে-সকল স্ত্রীলোক পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন ও সাধারণতঃ হাতের কাজ করেন না তাঁদের সম্বন্ধে সমঝোতা প্রয়োগ করা হইবে না। এটি উভয় প্রকার মতাবলম্বীদের মধ্যে রফার ফল। এই প্রস্তাব ৩৭ : ৩৩ ভোটে গৃহীত হয়, ১ জন ভোট দেন নাই।

দ্বিতীয় সংশোধনীর পক্ষে বলা হয় যে, অনেক স্থলে যানবাহনের অসুবিধার জন্য স্ত্রীলোকেরা ভোর ৫টায় কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে না। সেজন্য সকালে ৬টায় কার্য্য আরম্ভ হইলে তাদের সুবিধা হয়। বিপক্ষবাদীরা বলেন (ইঁহারা মজুর প্রতিনিধি) স্ত্রীলোকদের রাত্রিতে ১ ঘণ্টা নিদ্রা কিছুতেই নষ্ট করা উচিত নয়, আর রাত ১১টায় ছুটি হইলে তাদের পক্ষে ১২টার আগে বাড়ী পৌছান সম্ভব হইবে না। তাহা অনুচিত হইবে। কিন্তু সংশোধনীটি ৩৮ : ২৮ ভোটে গৃহীত হয়, ২ জন ভোট দেন নাই।

সম্মেলন ১৬ই জুন তারিখে পঞ্চদশ ও ষোড়শ বৈঠকে সমিতির বিবরণী বিবেচনা করেন। বহুবিধ আলোচনার পর (ক) সংশোধনী ৫৪ : ৪৩ ভোটে ও (খ) সংশোধনী ৫৬ : ৩৮ ভোটে গৃহীত হয়। অতঃপর নিয়মানুসারে সংশোধনীদ্বয় খসড়া সমিতির নিকট প্রেরিত হইলে ঐ সমিতি সংশোধনীদ্বয় মূল সমঝোতার সঙ্গে যোগ করিয়া দেয়। ১৮ই জুন বৃহস্পতিবার সম্মেলনের একবিংশ বৈঠকে সংশোধনী সমেত সমঝোতা শেষে ভোটের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। ভ্বার্সাই (Versailles) সন্ধির ৪০৫ ধারার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ অনুসারে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ অতিজন ভোট পাইয়া পাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইহা ৭৪ : ৪০ ভোট পায়। সুতরাং খসড়া সমঝোতা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয় নাই।

৮

উপরে সম্মেলনে তিনটি গুরুতর প্রশ্ন কি ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা গেল। এক্ষণে সম্মেলনের অন্যান্য কাজের উল্লেখমাত্র করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। 'ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারসে'র অদলবদল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। চতুর্দ্দশ সম্মেলনের অধিবেশনে স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে ডিরেক্টারের বিবরণীতে আন্তর্জাতিক মজুর-সংঘের সমগ্র কাজের কথা বিবৃত হইবে না, কোন বিশেষ একটি বিষয়ের আলোচনা থাকিবে। তদনুসারে এইবার শুধু বেকার-সমস্যার কথা স্থান পাইয়াছে। বিবরণীতে প্রকৃতি ও তথাকথিত কারণসমূহ আলোচিত হয় ; যথা, কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্যের অত্যধিক উৎপাদনবশতঃ বিক্রেয়-অসামর্থ্য, কাঁচা মালের অতি-উৎপাদন, শিল্প আয়োজনের অত্যধিক বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ভাবে পুঁজিপাটার সঞ্চালনে বাধা, সোনার দাম হ্রাস ও তজ্জন্য কোন কোন দেশে ক্রয়শক্তির অক্ষমতা (রাজনৈতিক কারণ আগেই বর্ত্তমান ছিল), কোন কোন দেশে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক বা অন্য কারণ-বশতঃ উৎপাদনের বেশী খরচা, নূতন ব্যবসা-স্থানের উৎপত্তি, ট্যারিফ্‌জাত কৃত্রিম বাধা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ঋণশোধের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসাম্যতা, লোক চলাচলের নানা বাধা, কল ও বৈজ্ঞানিক সংগঠনের ফলে মজুর-বাজারে বিশৃঙ্খলা। প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া সম্মেলনে বহু লোকে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সকল দেশের প্রতিনিধি এই আলোচনায় যোগ দেন। ৪০৮ ধারা অনুসারে একটি বিশেষ সমিতি বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত ৩৪৬টি বাৎসরিক বিবরণী পরীক্ষা করেন। ১৯১৯ ও ১৯২০ সনের কতকগুলি সমঝোতা এই বৎসর পুনর্ব্বিচারিত হইতে পারিত। এইরূপ ৮টি সমঝোতার মধ্যে মাত্র একটি পুনরায় বিচার করিয়া দেখার যোগ্য মনে হইয়াছিল (স্ত্রীলোকদের রাত্রিতে কাজ)। প্রস্তাব-সমিতিতে বিচারের পর সম্মেলন অনেকগুলি প্রস্তাব পাশ করেন। গবর্ণিং বডি পুনর্নির্ব্বাচিত হয়।

বিনা মূলধনে সমবায় ভাণ্ডার

নিউজিল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা

বিনা মূলধনে কোন সমবায় ভাণ্ডার যে চলিতে পারে তাহা প্রথমে বিশ্বাস করাই কঠিন; কিন্তু হাতে কলমে তাহার সাফল্য সর্ব্বপ্রথমে 'টোড লেনে' (Toad Lane) 'রকডেল পাইওনিয়ার্স'রা(Rochdale Pioneers)দেখান। বিনা মূলধনে কোন কারবার যে চলিতে পারে তাহা সকলেই প্রথমে গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যদি তাঁহারা টোড্‌লেনে, মাত্র ২৮ জন তাঁতিরা মিলিয়া কিভাবে একটী সমবায় ভাণ্ডার গঠন করেন তাহার ইতিহাস পড়িয়া দেখেন তাহা হইলে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় যাদুবিদ্যার গুণে ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিমেষে প্রাসাদ গঠনের মতন, এই ব্যাপারেও আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। টোড্‌লেনের ন্যায় নিউজিল্যাণ্ডের ফার্ণলীক্‌ সমবায় ভাণ্ডার (Fernleaf Co-operative Store) ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কিভাবে বিনা মূলধনে গঠিত হয়, তাহার ইতিহাসও বিশেষ চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়।

এই প্রকারের কোন উদ্যমের প্রথম দিকে সাহায্যকারী পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু যখন সম্মুখে আসন্ন বিপদ দেখা দেয়, সাফল্যের কোন লক্ষণ যখন প্রকাশ পায় না, কাজকর্ম্ম যখন বিরক্তিকর ও একঘেয়ে হইয়া উঠে, তখন নিরাশার অন্ধকারে তাঁহাদের প্রথম উৎসাহের ঝোঁক কমিয়া যায়, অবশেষে একে একে অধিকাংশই সরিয়া পড়েন। অনেকেই আবার তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের দোকানপত্র বা ব্যবসা আছে এবং সমবায় ভাণ্ডার খুলিলেই তাহারা কোন না কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় ইচ্ছা থাকিলেও খোলাখুলিভাবে সমিতিতে যোগ দিতে পারেন না। কেহ কেহ আবার সর্ব্বপ্রথমেই লাভের দিকটাই খতাইয়া দেখেন। গরীব মধ্যবিত্তেরা সমবায় ভাণ্ডার হইতে যে উচিত দাম দিয়া জিনিষপত্র খরিদ করিতে পারে এবং উহা যে একমাত্র সমবায় প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর উহা বড় বেশী কেহ ভাবিয়া দেখেন না। অর্থকষ্টে প্রপীড়িত মধ্যবিত্তেরা এই প্রকারের সমবায় ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা আজ যতটা অনুভব করিতে পারিতেছেন, পূর্ব্বে তাহা কখনও পারেন নাই।

১৯২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে, মিঃ হেয়েস্‌কে (Mr. Hayes) সভাপতি ও মিঃ কামিংসকে (Mr. Cummings) কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া 'ফার্ণলীফ্‌ সমবায় সমিতি' (Fernleaf Co-operative Society) নামক একটি সমবায় সমিতির ভিত্তি স্থাপনা করা হয়। সভাপতির জনৈক আইনব্যবসায়ী বন্ধু বিনামূল্যেই আবশ্যকীয় খসড়া-পত্র তৈয়ার করিয়া দেন এবং ১৯৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারিতে উক্ত সমিতিটিকে নিউজিল্যাণ্ডের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ও প্রভিডেণ্ট এ্যাক্ট (N. Z. Industrial and Provident Act) অনুসারে রেজিষ্ট্রি করা হয়। সভাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে আরও ছয়জন সভ্য সমিতিটিকে রেজিষ্ট্রি করাইবার সময় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। প্রথম সভাতেই দেখা গেল যে সভ্যদের মধ্যে দুইজন অনুপস্থিত এবং অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাহাদের মধ্যে একজন সমিতিতে যোগদান করিলে তাহার মনিবের ব্যবসায় ক্ষতি-গ্রস্ত হইবে, তজ্জন্য সে সমিতির সহিত আর সংশ্লিষ্ট থাকিতে চায় না। দ্বিতীয় সভ্যটীর কোনও এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মুদীর দোকান থাকায় এবং সে সভ্যরূপে এই সমিতিতে যোগদান করিলে সেই দোকানের অনেক বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে এই কারণে সেও আর সভ্য থাকিতে রাজী নহে। আরও দুই তিন দিন পরে তৃতীয় সভ্যটিও

কোনও কারণ না দেখাইয়াই চম্পট দিলেন। অতঃপর সভাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষ সমেত পাঁচ জনকে লইয়াই সমিতির কার্য্য চলিতে লাগিল। যাহারা সমিতির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বা কোনও কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক এরূপ বহু সংখ্যক সভ্য থাকা অপেক্ষা দুই একজন বাছা বাছা কর্ম্মী যে অনেকাংশেই শ্রেয়ঃ তাহা এই সমিতি পরিচালনায় বিশেষভাবেই বুঝা গিয়াছে। সমিতি স্থাপনের সময় কোনও প্রকারের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই—উদ্দেশ্য, ধ্বংসকারীরা সমিতিতে যোগ না দিতে পারে এবং পরে প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা একবার কোনও দায়িত্বমূলক কার্য্যের ভার পাইয়া তাহারা সমিতিটিকে ভাঙ্গিয়া না দেয়। এইরূপ কার্য্য যে যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল তাহা কিছুদিন পরেই বোঝা গেল। কোন কোন ব্যক্তি সমিতিতে সভ্যরূপে যোগদান করিতে মাত্র এই অজুহাতেই অস্বীকার করিলেন—সমিতি গঠনের সময় তাঁহাদের কোন খবর দেওয়া হয় নাই। সময়ে যোগদান করিলে, পরে ইঁহারা পরিচালক হইয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন।

প্রধানত, মজুরদের সুবিধাদরে জিনিষপত্র বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই ভাণ্ডারটি খোলা হয়। প্রথম প্রথম এই পাঁচজন সভ্যদের সংসারের জন্য যে সব মাল মসলার প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করা হয়। এক সপ্তাহের মাল পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া গুদামজাত করিবার জন্য ৭ শিঃ ৬ পেঃ হিসাবে একটী ঘর ভাড়া করিতে হইল। মাত্র শুক্রবার সন্ধ্যায় ও শনিবার প্রাতঃকালে এখান হইতে জিনিষপত্র সভ্যদের বাড়ী বাড়ী পাঠান হইত। অন্যান্য দোকানের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়ের কোন পালা ছিল না এবং ভাণ্ডারে যাহারা কাজ করিত তাহারা সকলেই বিনা বেতনেই এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছে।

দোকানের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মধ্যে দুইটী ওজন করিবার যন্ত্র যোগাড় করা হয়; তাহার মধ্যে একটী অব্যবহার্য্য বলিয়া উহা তাহার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হইল এবং যন্ত্রটী ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য তাঁহাকে যথোপযুক্ত ধন্যবাদও দেওয়া হইয়াছিল। ওজন করিবার দ্বিতীয় যন্ত্রটী মধ্যে মধ্যে ভুল ওজন করিত বলিয়া এবং দোকানদারদের জন্য আইন থাকায় (Shops and Offices Act) একটী অনুরূপ যন্ত্র কিনিতে হয়।

প্রথম সপ্তাহের কার্য্যের মধ্যে তাঁহারা নিজেদের ছয় সাত জন সভ্যের এক সপ্তাহে যে সব মালমসলার প্রয়োজন তাহার এক ফর্দ্দ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যায় সেগুলি পাইকারের নিকট হইতে ধারে খরিদ করিয়া শনিবার প্রাতঃকালে তাহা প্রত্যেকের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন ও নগদ দাম আদায় করিয়া পাইকারের ধার শোধ করিলেন। এইভাবে বিনা মূলধনে, মাল মজুত না রাখিয়াও এবং কাহাকেও এক পয়সা মজুরী না দিয়া ইঁহারা একটি সমবায় ভাণ্ডারের গোড়া পত্তন করিলেন। এই সংক্রান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের জন্য সভ্যদের নিকটেই অনুরোধ করা হয়, বাহিরেরও কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য লওয়া হয় নাই।

অর্ডার সংগ্রহ করা এবং জিনিষপত্র বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দিবার কাজ মিঃ কামিংসের দুই পুত্র ও মধ্যে মধ্যে আর একটি যুবকও খুব উৎসাহের সহিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অধিক দূরে মাল লইয়া যাইতে অসুবিধা হওয়ায় জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হইতে বিনা ভাড়ায় একটি বৃদ্ধ ঘোড়া ও সভ্যদের মধ্য হইতে এক জনের একটি অর্দ্ধভগ্ন মালবাহী গাড়ী সংগ্রহ করা হইল। কামিংস-পুত্রদ্বয় গাড়ীঘোড়া সংগ্রহ হইবার পরই দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল।

সভাপতির অধিকারভুক্ত একটি গোচরণভূমিতে ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় ঘোড়াটিকে ধরিয়া গাড়ীতে জুতিবার সময় যুবকদ্বয় বুঝিতে পারিল যে মাঠে ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া যত সহজ কাজ, তাহাকে পাঁচ একর জমীর মধ্য হইতে পাকড়াও করা ঠিক ততটা সহজ নয়। অনেক ধ্বস্তাধস্তির পর সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ঘোড়াটি যখন তাহার খেলা সাঙ্গ করিয়া ধরা দিল, তখন আর সেইদিনকার মতন অর্ডার সংগ্রহ করিবার সময় থাকিল না। সভাপতিকে জরুরী সংবাদ পাঠান হইল যে এইরূপ প্রত্যেকবারে ঘোড়া ধরিতে যদি রাত্রি ৯টা বাজিয়া যায় তাহা হইলে কোন কাজই চলিতে পারে না, সুতরাং সমবায় ভাণ্ডারটির কার্য্য আর বেশী দিন চালাইতে পারা

যাইবে না। যাহা হউক ঘোড়া ধরিবার কয়েকটি কৌশল শিখিয়া লইলে পর, মালপত্র সরবরাহের কার্য্য তিন মাস পর্য্যন্ত বিনা বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন ঘোড়ার মালিক সহসা বিনা এত্তালায় ঘোড়াটিকে লইয়া গেলেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর বিনা ভাড়ায় পুনরায় আর একটি অর্দ্ধমৃত বৃদ্ধ ঘোড়া সংগ্রহ করা হইল। কয়েকদিন পরেই যুবকদ্বয় দেখিল যে ঘোড়াটির মাত্র একটি চাল ছাড়া দ্বিতীয় চাল নাই এবং তাহাও মাত্র অল্প স্বল্প বোঝা লইয়া ঘণ্টায় এক মাইলের অধিক নয়। এই সময় পুরাতন জীন ও গাড়ীটির অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল হইয়া আসিল, আর যেন কিছুতেই চলে না। কাজকর্ম্মের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে আরম্ভ হওয়ায় অতঃপর কি করা যায় তাহার পরামর্শের জন্য সভাপতির নিকট জরুরী খবর পাঠান হইল। সভাপতি আদেশ দিলেন যে ঐ বৃদ্ধ ঘোড়া, ছেঁড়া জিন ও লক্কড় গাড়ী লইয়াই কাজ চালাইতে হইবে নতুবা মাল সরবরাহের কাজ বিনা ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যেই করিতে হইবে।

এই খবরে যুবকদ্বয় প্রথমে কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের এতদিনকার কাজ যাহাতে একেবারে নষ্ট না হয় তাহার জন্য আবার নূতন পন্থার সন্ধান করিতে লাগিল। কমিটির দুইজন সভ্য একটি ভাঙ্গা ফোর্ড মোটরকার ক্রয় করিলেন ও তাহাকে মেরামত করিয়া একটী অর্দ্ধটন মোটর লরীতে পরিণত করিলেন। মোটর লরীটিকে সভ্যদ্বয় সমিতির কার্য্যের জন্য বিনা ভাড়ায় দেওয়ায়, মাল সরবরাহের কার্য্য পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। দেখা যাইতেছে যে কেবলমাত্র স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জন্যই সমিতি নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াও সুচারুভাবে চলিতে লাগিল।

ফোর্ড লরীটি আশাতিরিক্ত কাজে লাগিল। বর্ত্তমানে মাল সরবরাহের কাজ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় একটী একটন লরীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কাজকর্ম্ম ও সভ্যের সংখ্যা দিন দিনই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ৮ জন সভ্য লইয়া প্রথমে সমিতি স্থাপন হয়, বৎসরান্তে ৩৩ জনে গিয়া পৌছিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে ৪০ জন সভ্য আছেন। যদিও মোট সভ্য-সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশেষ উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই, কিন্তু সভ্যের সংখ্যা যে দিন দিনই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে এই বিষয়টিই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিষ।

প্রথম তিন মাসের পর অর্থাৎ মাত্র দুই মাস সমবায় ভাণ্ডারটী চলিলে পর দেখা গেল যে প্রায় ৮½ পেঃ লাভ হইয়াছে। কমিটি এই সময় কোন মুনাফা দেওয়ার বিপক্ষে রায় দিলেন। এই সাফল্যে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হইলেন ও কাজ আরও সুপরিচালিত হইতে লাগিল। ছয় মাসের পরে দেখা গেল যে ৭ পাঃ ৬ শিঃ ১০½ পেঃ মোট লাভ হইয়াছে এবং সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য এক পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ খরিদের উপর ৬ পেঃ হিসাবে মুনাফা দেওয়া হইল, যদিও এই টাকা সমিতি কোন মতেই হাত ছাড়া করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বৎসরান্তে ১১মাস ব্যাপী ব্যবসা চালাইবার পর দেখা গেল যে ১৭ পাঃ ৩ শিঃ ১০ পেঃ লাভ হইয়াছে। পুনরায় পাউণ্ড পিছু ৬ পেঃ হিসাবে মুনাফা বিতরণ করা হইল। এইরূপ মুনাফায় সভ্যেরা সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

আফিস-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের এবং মাল খরিদ ও সরবরাহের জন্য যদি সমিতিকে মাহিনা-করা লোক নিযুক্ত করিতে হইত তাহা হইলে আশাতিরিক্ত এত সাফল্য কখনই হইত না। সকলেই অবৈতনিকভাবে প্রত্যেক কার্য্যই সুচারুরূপে করিয়াছেন। আয়ব্যয়ের হিসাবের কাগজপত্রও একজন হিসাব-পরীক্ষক বিনা পারিশ্রমিকেই দেখিয়া দিয়াছিলেন। কাজকর্ম্মের পরিমাণ এখন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আর মাহিনা-করা কর্ম্মচারী রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই, অথচ ব্যবসায়ের অবস্থাও এরূপ আশাপ্রদ নহে যাহাতে বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখা চলিতে পারে। এই প্রকারে পুরা দমে কাজ চলিলে পর সমিতি বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

সমিতি প্রসারের জন্য প্রচার কার্য্যেরও প্রয়োজন, অথচ তাহার জন্য অর্থ নাই, কাজেই অন্যান্য অনুষ্ঠানের

সহযোগিতার কিছু কিছু প্রচারকার্য্যও চলিতে লাগিল। বক্তৃতাদির ব্যবস্থাও মধ্যে মধ্যে করা হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুফল ফলিল, কাজকর্ম্মের পর সন্ধ্যার সময় সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াসে।

প্রদর্শনীতে পাইকারী সমবায় সমিতির (C. W. S.) পণ্য দেখিবার পর কমিটি স্থির করিয়াছেন যে অতঃপর সুবিধা হইলেই পাইকারী সমবায় সমিতির মাল রাখা হইবে। অল্প কিছুদিন হইল সমিতির আফিস একটী প্রশস্ত বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথায় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলা সম্ভবপর হয় নাই, উহা মাল-খরিদ করিয়া গুদাম-ঘর হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে।

সম্প্রতি সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী বাহির হইয়াছে, উহা পড়িয়া দেখা যায় যে সমিতি স্থাপনের প্রথম সপ্তাহের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৎসরের শেষ সপ্তাহে শতকরা প্রায় ৩০০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভ্যের সংখ্যা ৪০০ গুণ ও মূলধন প্রায় ৬০০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখন সমিতি স্থাপিত হয় তখন কিন্তু এক পয়সাও মূলধন ছিল না। সভ্যেরা মোট যত পাউণ্ড মূল্যের মাল খরিদ করিয়াছেন তাহার শতকরা ২½ ভাগ মুনাফা হিসাবে ফেরত পাইয়াছেন। জিনিষপত্র বিক্রয়ের তালিকার মধ্যে ½ টন মাখন, ২½ টন চিনি, ১½ টন ময়দা, ১ টন ভূষি, ১ টন তুষ, ৩০ টন কয়লা এবং যাবতীয় মুদীর দোকানের জিনিষপত্র ছাড়া করোগেটেড টিন, কাঠ, বালি ও সিমেণ্ট পর্য্যন্ত আছে। এই সকল মাল বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইবার জন্য মোটরলরীকে প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ দুই হাজার মাইল যাতায়াত করিতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সমবায় প্রথায় যে-সকল কারখানা চলে সেই সকল কারখানার তৈয়ারী জিনিষপত্র বিক্রয় করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়েছে। সেই সকল মাল সকল সময়ই সভ্যগণের নিকট ন্যায্য দরে বিক্রয় করা হইবে।

* গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের "কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন" কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কো-অপারেটিভ রিভিউ" পত্রিকার ১৯৩১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত 'Toad Lane Affair" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

কৃষি

(সুরট মল্লার—একতালা)

শ্রীদীননাথ সরস্বতী

মানব প্রথমে নিজ জনপদে
ভ্রমি ধরাধামে লভিত আহার ;
গৃহ বস্ত্র-হীন ক্ষুধাতুর দীন
বেদিয়া বর্ব্বর বিক্রম-আকার।
সে দশা দেখিয়া করুণা করিয়া
ভুবন-পালক হরি সারাৎসার ;
কৃষি বিদ্যাদানে মানব-সন্তানে
ভীষণ সঙ্কটে করেন উদ্ধার।
শ্রীহরির দানে পূজি মনঃপ্রাণে
যারা শিরে ধরে কৃষি-কর্ম্ম-ভার ;
তারা আর্য্য নামে খ্যাত ধরাধামে
সৃজিলা সমাজ গৌরব আধার।
পৃথু কুরু-আদি রাজধর্ম্মবেদী
স্ব-করে করেন কর্ষণ ধরার,
জনক-রাজর্ষি নিজে ক্ষেত্র চষি
জগতে যশস্বী জনক সীতার।
তপোবন-মাঝ তপস্বি-সমাজ
স্ব-করে করিলা উৎপন্ন নীবার,
ধৌম্য উদ্দালক ঋষি অসংখ্যক
স্বকরে কর্ষিলা ক্ষেত্র আপনার।
কৃষির গৌরব' দেখাতে মাধব
ব্রজপুরে নিত্য করেন বিহার,
কৃষকের বাধা কৃষ্ণ-শিরে বাঁধা
নিত্য সখা তার—কৃষক-কুমার।
কৃষি-কর্ম্মে রত শ্রীধর সতত
"থোড়-খোলা বেচা" খ্যাতি হল যার,
গৌরাঙ্গ-আদেশে তুলি স্কন্ধ-দেশে
বলিলা তাঁহারে স্বর্পণ্ডিত চার।
স্বরূপেতে ঋষি পূজনীয় কৃষি
কে পারে শোধিতে কৃষকের ধার ;

অস্থি মজ্জা যত কৃষি-বল-জাত
কৃষির শোণিতে শোণিত-সবার।
অঙ্গে বস্ত্র কত তাও কৃষিজাত
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তার রূপান্তর ;
তবে কেন হ'য় সভ্য মহাশয়
কৃষকে করিতে চাহ অনাদর।
হও গণ্যমান্য জমিদার ধন্য
কিম্বা রাজকূলে মহাধুরন্ধর,
স্বরূপ-আখ্যান তব মতিমান্,
"নিমক্-হারাম" বৈ নহে অন্তর।
জ্ঞানী ধনী-মানী মন্ত্রী রাজা রাণী
যে-দেশেতে করে কৃষির আদর
সেই দেশ ধন্য সেই দেশ মান্য
সেই দেশে দেখি সুখের সাগর।
মার্কিণের ক্ষেতে শস্য করি মাথে
ধনী মানী কত শাসক প্রবর
প্রফুল্ল-আনন কমল-কানন
সুশোভিত যেন ভূমির উপর।
রাজন্য-সকল কৃষির-মঙ্গল
ভাবিলা-ভারতে যবে নিরন্তর
তখনি কমলা ভারতে অচলা
তখনি ত ছিল সুখ-সরোবর।
হরি কৃপা গুণে পুনঃ এত দিনে
রাজার করুণা কৃষির উপর
রাজকর্ম্মী কৃষি তাই মিশামিসি
মান্যজন তাহে দৃশ্য মনোহর।
দীনদাসে ভণে হরি কৃপা গুণে
এ মিলন যেন রহে নিরন্তর
যেন দিন দিন বাড়ে শুভদিন
এ বন্ধন ক্রমে হয় দৃঢ়তর॥

চর্ম্মশিল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ

কষোৎপাদক দ্রব্য

খনিজ পদার্থ :—পূর্ব্বে খনিজ পদার্থের ভিতর ক্রোম লবণ দ্বারা টেন করার প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে বাকী অন্য সব উপায় আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

For Maldehyde Tanning :—

এই মসলাতে চামড়া ট্যান করিবার পেটেন্ট সর্ব্বপ্রথমে Payne and Pullman লয়েন। তাহাদের নিয়মানুসারে ৪ হন্দর ওজনের চামড়াকে ১০০।১২০ গ্যালন জলে নিম্নলিখিত মসলামিশ্রিত করিয়া ভিজাইতে হয়।

১৬ পাউণ্ড Formaldehyde ও ৩২ পাউণ্ড সোডা ১৫ কার্ব্বগ্যালন জলে মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। তৎপর উপরোক্ত জলে অল্প অল্প করিয়া ঐ মসলা মিশ্রিত করিয়া চামড়াগুলি ভিজাইতে হয়। ২৪ ঘণ্টা পর চামড়াগুলিতে যে বেশীর ভাগ ক্ষার আছে (Alkali) তাহা বাহির করিবার জন্য ১২০ গ্যালন জলে ১৬ পাউণ্ড Ammonium Sulphate মিশ্রিত করিয়া সেই জলে চামড়াগুলি ধোলাই করিতে হইবে। পরে চামড়াগুলি ৮০ পাউণ্ড জলে ১০ পাউণ্ড সফ্‌ট সোপ ১০ পাউণ্ড লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে চালাইবে। তৎপর চামড়াগুলি পুষ্ট হইলে তাহাকে শুকাইয়া ফিনিষ করিতে হইবে। এই প্রথায় চামড়া ট্যান করিলে চামড়াগুলির রং অনেকটা বাফ্ (Buff) চামড়ার মতন শুভ্র হয়।

Eitner Process :—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে Eitner নিম্নলিখিত উপায়ে চামড়াগুলি কষ করিবার প্রথা লিপিবদ্ধ করেন। চুণের কার্য্য ও অন্য প্রাথমিক কার্য্য শেষ হইলে পর চামড়াগুলি ½ ভাগ Formaldehyde ১০০ ভাগ জলে গুলিয়া তাহাতে ভিজাইতে হয়। এবং তৎপর "সোডা কার্ব্ব" বা সোহাগার জলে কিম্বা Ammonium Sulphate ও Carbonate of Soda মিশ্রিত করি তাহার জলে চামড়াগুলি ধোলাই করিতে হয়। পরে সা জলে চামড়াগুলি ভাল করিয়া ধোলাই করিয়া ১০০ ভাগ (neats foot oil) পাইয়ার তৈল ২৫ ভাগ arbo te of Soda.৫০০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া ১ ঘণ্টা াহা'ত চামড়াগুলিকে চালাইতে হয়। তৎপর শুকাইয়া ফিনিস্ করিতে হয়। এই মসলাতে টেন করা চামড়া সাধাণ ফটকিরী ও লবণ দ্বারা পাকান চামড়া হইতে পুষ্ট ও উহার আঁশ উজ্জলতর হ ।

Alum Tanned and Combination Tanned Process :—

পশম ও লোমযুক্ত চামড়া বেশীর ভাগ এই প্রথায় ট্যান করা হয়। তবে দস্তানা ও অন্যান্য চামড়ার জন্য মেষ ছাগলাদির চর্ম্ম ও এই প্রথায় অধিক পরিমাণে কষ করা হয়।

কেবলমাত্র Alum Tanned চামড়ার জন্য ফটকিরী, লবণ, ডিম্বের কুসুম, জলপায়ের তৈল, ময়দা ইত্যাদি আবশ্যক হয়।

Combination Tannage :—উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে কষ করাকেই Combination Tannage বলে।

প্রাণিরাজ্য :—মৎস্য তৈল দ্বারা চামড়া কষ করা হয়। ইহাকে Chamoising বলে।

উপরোক্ত প্রথা সকলের বিশেষ বিবরণ পরে বর্ণনা করা হইবে

বঙ্গছত্র গ্রুপ-কন্‌ফারেন্স

গত ১৮।১২।৩১ তারিখে বঙ্গছত্র ডাকবাংলায় ঐ এলাকায় সমবায় সমিতিসমূহের একটী গ্রুপ কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী থুপসাড়া, থুপসাড়া মুসলমান-পাড়া, বামুনে, বঙ্গছত্র, কুলিয়া, নওয়াদা ও যশরা এই ৭টী সমবায় সমিতির সভ্যগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে থুপসাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহীতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল :—

১। (ক) এই এলাকার প্রত্যেক সমিতিকে এই সভা অনুরোধ করিতেছে যে যাহাদের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্জ্জের পরিমাণ [illegible] তাহারা যেন বর্ত্তমান বৎসরে চৈত্র মাসের মধ্যে ক্র[illegible] ক্রমে সুদসহ সমস্ত আসল টাকা পরিশোধ করিয়া [illegible]।

(খ) যে-সমস্ত সমিতির কর্জ্জের পরিমাণ অধিক তাহারা যেন বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যে সুদের সমস্ত টাকা ও আসলের অর্দ্ধেক টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসে বক্রী টাকার কিস্তী করাইয়া দিবার জন্য আবেদন করে।

২। এই সভা, স্থানীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করিতেছে যে সমিতির সভ্যগণ সাধ্যমত নিজ নিজ কর্জ্জের টাকা আদায় দিতে চেষ্টা করিবেন কিন্তু জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে তাহাদের প্রয়োজনীয় খরচের জন্য স্বল্প মিয়াদী ঋণের যেন ব্যবস্থা করেন।

৩। এই সভায় উপস্থিত প্রতি সমিতিতে এখন হইতে মাসিক সুদ আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তন করা হউক এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী সমিতিগুলিতেও যাহাতে উহার সম্যক পরিচালন হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিবার জন্য সেনট্রাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মহোদয়গণকে ও বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দকে অনুরোধ করা হউক।

৪। যে-সমস্ত সভ্যের অংশের কিস্তি খেলাপ হইয়াছে, এই সভা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন এই বৎসর হইতে হাল সনের অংশ যথারীতি আদায় দেন এবং খেলাপী অংশের ⅓ দিয়া আগামী ৩ বৎসরের ভিতর সম্পূর্ণরূপে অংশ বাবৎ দেয় টাকা পূর্ণ করিয়া দেন।

৫। প্রত্যেক সভ্যকে মাসিক অন্ততঃ এক আনা করিয়া আমানত দিতে হইবে।

৬। যাহাতে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য একটি কমিটি গঠন করা হউক এবং এই কমিটীর সভ্যগণের পাথেয় বাবদ যদি কিছু খরচ হয় তাহা যেন সেনট্রাল ব্যাঙ্ক বহন করেন, এই অনুরোধ বোলপুর সার্কেলের কো-অপাঃ ইনস্পেক্টার মহাশয়ের যোগে বিশ্বভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক মহাশয়কে জানান হউক।

৭। প্রতি তিন মাস অন্তর উক্ত সমিতির সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাবিত বিষয়গুলির কার্য্য সম্বন্ধে একটি করিয়া বিবরণী বোলপুর সার্কেলের কোঃ অপাঃ ইনস্পেক্টর মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ও সার্কেল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার এম-এ এবং সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ হবিব হোসেনকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

সমবায় রীতি ও নীতি

বাংলাদেশ

১৯৩১ সালের ৬নং সার্কুলার

কেন্দ্রীয় সমিতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি পরিকল্পে বিশেষ বন্দোবস্ত

১। বর্ত্তমানে সমগ্র দেশে যে আর্থিক দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার দরুণ অনেক কেন্দ্রীয় সমিতির—বিশেষতঃ যে সকল এলাকায় পাট উৎপন্ন হয় সেই সকল এলাকার কেন্দ্রীয় সমিতির—স্বভাবতই আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩১ সালের ৪নং সার্কুলারে যে সকল পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে ও পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতি ও বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের অবগতি ও পরিচালনের জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শ দেওয়া হইল :—

২। আর্থিক দুর্গতির সময় নূতন সমিতির গঠন কার্য্যে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক—ইহা বিভাগের প্রচলিত নীতি। আর্থিক দুরবস্থার সময় সমবায় সমিতি সুচারুরূপে গঠিত হয় না এবং অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে সেই সকল সমিতি কদাচিৎ সমবায় নীতি অনুসরণ করে। এই বিষয়ে সহকারী রেজিষ্ট্রারগণের মনোযোগ গত বৎসরের প্রারম্ভেই আকর্ষণ করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সতর্কতাবাণী সত্ত্বেও কোন কোন এলাকায় নূতন সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে ঋণ-দাদন করা অনেক সময় কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে অসম্ভব ছিল। নূতন আমানতের উপর অথবা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের (Bengal Provincial Co operative Bank) সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং যতদিন আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে ততদিন নূতন সমিতি গঠন করা যুক্তি-সঙ্গত নয়; বরং সমবায়ের প্রসার অপেক্ষা বর্ত্তমান সমিতি-সমূহের ভিত্তি যাহাতে সুদৃঢ় হয় সেই দিকেই মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

৩। ভবিষ্যতে আর্থিক দুর্গতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা (fluid resources) রাখা প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সমিতির কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থানুযায়ী যে নগদ টাকা রাখা হইয়াছে তাহা অপর্য্যাপ্ত। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য এই যে ভবিষ্যতে যাহাতে এই ভুল না হয় সেই দিকে কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

৪। কেন্দ্রীয় সমিতিসমূহের, বিশেষতঃ সমগ্র আন্দোলনের, আর্থিক অবস্থা যাহাতে ভবিষ্যতে সুদৃঢ় হয়, তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রাপ্য টাকা আদায়ের প্রতিই সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে—ইহাই এখন বর্ত্তমানের চরম কথা। গ্রাম্য সমিতিসমূহ কিস্তির টাকা আশানুরূপ পরিশোধ না করায়, কেন্দ্রীয় সমিতি নিজস্ব খরচ কুলাইতে পারে নাই ও গচ্ছিত টাকার উপর সুদও দিতে পারে নাই —কারণ তদনুরূপ আদায় হয় নাই। সেজন্য অধিকাংশ-স্থলেই Fluid Resources-এর উপর হাত পড়িয়াছে। সমবায় আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই এই অবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

৫। সুতরাং বর্ত্তমানে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য এই যে যাহাতে তাহার প্রাপ্যটাকা যথেষ্ট পরিমাণে আদায় করিতে পারে—যেন তাহাতে fluid resources পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রাখিতে পারে, নিজস্ব খরচ (establishment charge) কুলাইতে পারে, গচ্ছিত তহবিলের উপর সুদ সময়মত প্রদান করিতে পারে ও

Provincial ব্যাঙ্কের প্রাপ্যটাকার সুদসমেত আসলটাকা ওয়াদামত পরিশোধ করিতে পারে—সেই সব উদ্দেশ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যেন টাকার সংস্থান করে। সেই পরিমাণে অর্থের সংস্থান করিয়া কেন্দ্রীয় সমিতির পুনরায় কর্জ্জদাদন করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে।

৬। আমার ১৯৩১ সালে ১নং ও ৪নং সার্কুলারে বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ, কেন্দ্রীয় সমিতির প্রাপ্যটাকা আদায়ের কার্য্যে কেন্দ্রীয় সমিতিকে যেন সাহায্য করে—এই মর্ম্মে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরকম অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য যে-সকল এলাকায় পাট জন্মে সেই সকল এলাকায় আবশ্যক হইলে আগামী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত অসীমদায়িত্ববিশিষ্ট সমিতির হিসাব পরীক্ষা (the work of audit of unlimited liability societies) স্থগিত রাখা যাইতে পারে। তাহা হইলে আদায়ের কার্য্যে বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারিবেন। কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালে যে সকল সসীমদায়িত্ববিশিষ্ট সমিতির হিসাব পরীক্ষা এখনও হয় নাই তাহাদের হিসাব পরীক্ষা শেষ করিতে হইবে ও কেন্দ্রীয় সমিতির হিসাব-পরীক্ষাও যথাসময়ে শেষ করিতে হইবে।

৭। এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পাটের এলাকার ইনস্‌পেক্টরগণ আবশ্যক হইলে হিসাব পরীক্ষার নূতন তালিকা (revised programme of audit) করিবেন এবং তাহার একখণ্ড কপি সহকারী রেজিষ্ট্রারের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহারা ও অডিটারগণ আদায়ের কার্য্যে কি পরিমাণে সাহায্য করিবেন তাহার তালিকা তৈয়ার করিবেন এবং অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। সহকারী রেজিষ্ট্রারগণ আদায়ের কার্য্যে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ; এবং যাহাতে প্রত্যেক এলাকায় সুচারু আদায় তহশীল হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পন্থা অবলম্বন করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন, যাহা বঙ্গীয় সমবায় সম্মিলনী (বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্স) নামে অভিহিত, যথ-সম্ভব শীঘ্র হইবে। সঠিক তারিখ যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। উক্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত সভ্যসমিতিগুলি (মেম্বর-সোসাইটীস্) এবং ব্যক্তি-সভ্যগণ (ইণ্ডিভিজুয়াল মেম্বার্স) কে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আগামী বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে আলোচনা উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় জানান।

৩।১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী
অবৈতনিক সম্পাদক,
বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি
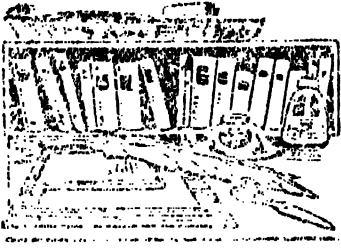
সম্পাদকীয়

সার হোরেশ প্লাঙ্কেট

সম্প্রতি ৭৮ বৎসর বয়সে আয়ারল্যাণ্ডের কর্ম্মবীর সার হোরেশ প্লাঙ্কেটের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৫৪ সালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সার হোরেশ প্লাঙ্কেটের নাম পৃথিবীর সকল দেশের সমবায়িগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহারই চেষ্টায় আয়ারলণ্ডে কৃষি সমবায় বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধিলাভ করে। প্রথম জীবন তিনি নিজে আমেরিকায় কৃষিকার্য্য ও পশু-পালন করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন, কিন্তু দশ বৎসর এই ভাবে বিদেশে কাটাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন ও সকল দলের লোক লইয়া দেশের সমৃদ্ধি সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি "আয়ারল্যাণ্ডের কৃষি সংগঠন সমিতি" (the Irish Agricultural Organization Society) গঠন করেন। এই সমিতি কৃষকগণের মধ্যে সমবায় ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রচার করিয়া দেশের অবস্থার অনেক উন্নতি করে।

সার হোরেশের দৃষ্টি শুধু আয়ারল্যাণ্ডেই আবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীর যে-দেশ হইতে যখন তাঁহার ডাক পড়িয়াছে সেই দেশকেই তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁহার পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার একটি বড় কীর্ত্তি "প্লাঙ্কেট প্রতিষ্ঠান" (The Plunkett Foundation). পৃথিবীর যাবতীয় দেশের কৃষি-সমবায় সম্বন্ধে গবেষণা করা এবং এই সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত ও তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতি বৎসর "The Year Book of Agricultural Co-operation" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

সার হোরেশ গত ভারতীয় কৃষি-কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এই কমিশনের কার্য্যে যোগদান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে এই সম্পর্কে তিনি একটি নোট দিয়াছিলেন। এই মূল্যবান নোটটিতে সমবায় প্রণালীতে কি ভাবে কৃষির সাহায্য করা যায় তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানা যায়।

কৃষির ও কৃষকের উন্নতি সাধন ছিল সার হোরেশের জীবনের মূলমন্ত্র—তাঁহার একটি বাক্যে এই আদর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে : ব্যবসা প্রণালীর উন্নতি, কৃষির উন্নতি, জীবনযাত্রার উন্নতি (Better Business, Better Farming, Better Living). তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমস্ত পৃথিবীর কৃষকেরা একজন পরম বন্ধু হারাইল।

"পল্লি-মুক্তি"

ফেণী সেন্‌ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের সম্পাদক খান সাহেব মৌলবী আবদুল খালেক কর্ত্তৃক সম্পাদিত "পল্লি-মুক্তি" পুস্তকটিতে যাঁহারা গ্রামে বাস করেন তাঁহারা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষা পাইবেন। কি করিয়া পল্লি-সংগঠন করিতে হয়, কি করিয়া গো মহিষ ছাগ পালন করিতে হয়, কি করিয়া তরিতরকারি ফসল ও মৎস্য প্রভৃতির চাষ করিতে হয়, পল্লির স্বাস্থ্য কি করিয়া রাখিতে হয়, সমবায়ের মূলনীতি কি ও কি করিয়া তাহা প্রয়োগ করিতে হয় ইত্যাদি বহু বিষয় এই পুস্তকটিতে সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকটির মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ভারতবর্ষে সমবায়

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি ও এই জাতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত নিখিল ভারত সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা ভাণ্ডারের পাঠকগণ অবগত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্প্রতি Co-operation in India বা "ভারতবর্ষে সমবায়" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটির পরিচয় ইহার নামেই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সমবায় প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে বহু তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকটির পাঁচটি বিভাগ :—(১) ভূমিকা। ইহাতে সমবায়ের উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষে সমবায়ের ইতিহাস, জাতীয় জীবনে সমবায়ের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া

ভারতবর্ষের সমবায় প্রচেষ্টা সংক্রান্ত বহু সংখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। (২) সমবায় অর্থ-ব্যবস্থা। ইহাতে সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক, আরবান্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-রীতির বিবরণ পাওয়া যায়। (২) অ-ঋণ সমবায়। ইহাতে ক্রেডিট বা ঋণ সমবায় ব্যতীত অন্যান্য যে-যে প্রকারের সমবায় সমিতি ভারতবর্ষে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে; এই সমিতিগুলির মধ্যে বাংলা দেশের সেচন, ম্যালেরিয়া-নিবারণী ও দুগ্ধ সমিতিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (৪) প্রচার ও শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভাবে প্রচার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। (৫) সমবায় আইন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সমবায় আইন, বঙ্গের প্রাদেশিক সমবায় আইন ও অন্যান্য প্রদেশের সমবায় রীতিনীতি আলোচিত হইয়াছে (৬) সাধারণ সমস্যা। কৃষিঋণ, কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়, কুটির শিল্প, গ্রাম সংস্কার প্রভৃতি আমাদের দেশের কয়েকটি গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা ও কি উপায়ে সমবায়ের সাহায্যে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যাইতে পারে তাহা আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটি সমবায় "ডাইরেক্টরি" আছে—তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের সমবায় সংক্রান্ত ইংরাজিতেও মাতৃভাষায় প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতির তালিকা, ভারতবর্ষের প্রধান সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলির তালিকা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই জাতীয় পুস্তক ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। এই একটি পুস্তক পড়িলে সমগ্র দেশের সমবায় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বেশ ভালো ধারণা হয়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। অধ্যাপক হীরালাল কাজির সম্পাদনায় ৯, বাকে হাউস লেন, ফোর্ট, বম্বে হইতে All-India Co-operative Institutes' Association হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৫৲ টাকা।

ভাণ্ডার অ-প্রাপ্তি

ভাণ্ডারের কোনো গ্রাহক কোন একটী সংখ্যার ভাণ্ডার পান নি বা একবারেই পাইতেছেন না,—এইরূপ অভিযোগ আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। কোন গ্রাহক কোনো সংখ্যার ভাণ্ডার না পাইলে যদি যথাসময়ে আমাদের জানান—তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহার নিকট সেই সংখ্যার ভাণ্ডার পাঠানো হয়। এই কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিবার পাঠকগণকে জানাইয়াছি। পুনরায় গ্রাহকগণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি যে, যদি কোনো গ্রাহক কোন মাসের ভাণ্ডার না পান তাহা হইলে যে-মাসের ভাণ্ডার পাওয়া যায় নাই, তৎপরবর্ত্তী মাসের মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তাহা জানাইলে আমরা তাঁহাকে একটী অপ্রাপ্ত ভাণ্ডার তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া থাকি অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই কথা স্মরণ রাখেন।

এই প্রসঙ্গে সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে কতকগুলি সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের স্ব স্ব এলাকার সমিতিগুলির জন্য প্রতি মাসের ভাণ্ডার একত্র করিয়া মাসে মাসে রেলওয়ে পার্শেলে পাঠানো হইতেছে এবং তথা হইতে সুপারভাইজারগণ কর্ত্তৃক প্রতি সমিতির নিকট নিয়মিত ভাণ্ডার পাঠানো হইতেছে। এই প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর ঐ সকল এলাকায় ভাণ্ডার প্রাপ্তির অভিযোগ আর শুনা যাইতেছে না। যদি কোন সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক উপরোক্ত প্রণালীতে ভাণ্ডার বিতরণের ব্যবস্থা করিতে রাজি হন, তবে আমাদিগকে তাহা জানাইলে, আমরা প্রতি মাসে রেলওয়ে পার্শেলে ভাণ্ডার পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিব।

বাকি চাঁদা

এখন পর্য্যন্ত অনেক অন্তর্ভুক্ত সমিতির নিকট এক বৎসরেরও অধিক চাঁদা বাকি আছে। বাকি চাঁদার পরিমাণ ৩০,০০০৲ হাজার টাকারও বেশী। এত টাকা বাকি পড়িয়া যাওয়াতে স্বভাবতই বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির কাজের নানা প্রকার বিঘ্ন হইতেছে এবং যে-সকল কাজে বঙ্গীয় সমবায় সমিতির হস্তক্ষেপ করা উচিত টাকার অভাবে সেই সকল কাজ আরম্ভ করা যাইতেছে না। সুতরাং অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে তাঁহাদের দেয় চাঁদা বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতিতে প্রেরণ করিয়া উহার কাজের সহায়তা করেন।

Printed and Published by A. C. Sarkar, at the Classic Press, 9-3, Ramanath Majumdar Street, Calcutta, for the Bengal Co-operative Organisation Society, 3-1, Bankshall Street, Calcutta.

Regd C—1808

৪৮/

Regd. C—1308

চতুর্দ্দশ ভাগ | আষাঢ় ১৩৩১ | ১২শ সংখ্যা

কার্য্যালয়—
বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি

সম্পাদক—
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

ভাণ্ডার-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গঠন-প্রণালী ও পরিচালনা	২১৭	৫। সমবায় রীতি নীতি	২২৯
২। মার্ত্তণ্ডমে পল্লী-সংগঠন	২২১	৬। সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ঋণ সমিতি	২৩১
৩। সমবায় দেশবিদেশে	২২৫	৭। সম্পাদকীয়	২৩৩
৪। সমবায় প্রণালীতে নদী সংস্কার	২২৮		

ভাণ্ডার অ-প্রাপ্তি

ভাণ্ডারের কোনো গ্রাহক কোন একটী সংখ্যার ভাণ্ডার পান নাই বা একেবারেই পাইতেছেন না,—এইরূপ অভিযোগ আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। কোন গ্রাহক কোন সংখ্যার ভাণ্ডার না পাইলে যদি যথাসময়ে আমাদের জানান—তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহার নিকট সেই সংখ্যার ভাণ্ডার পাঠানো হয়। এই কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিবার পাঠকগণকে জানাইয়াছি। পুনরায় গ্রাহকগণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, যদি কোনো গ্রাহক কোন মাসের ভাণ্ডার না পান তাহা হইলে যে মাসের ভাণ্ডার পাওয়া যায় নাই, তৎপরবর্ত্তী মাসের মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তাহা জানাইলে আমরা তাঁহাকে একটী অপ্রাপ্ত ভাণ্ডার তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া থাকি। অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এই কথা স্মরণ রাখেন।

রোগমুক্তির যাদুকরী উপায়

শিশু যখন অজীর্ণহেতু পেটের বেদনায় ক্রন্দন করে তখন উডওয়ার্ডস্ গ্রাইপ ওয়াটার ১ মাত্রা সেবনে ঐ বেদনা, সর্প যেমন সাপুড়ের বাঁশীর সুরে বশ হইয়া যায়, তেমনই তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়।

WOODWARD'S "GRIPE WATER"

KEEPS BABY WELL

ডব্লিউ, উড্‌ওয়ার্ডস্ লিঃ
লণ্ডন, ইংলণ্ড।

ইষ্টার ন্যাশ্যানাল

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বীমা প্রতিষ্ঠান

বীমাকারীগণের সুবিধার্থে :—

১। বিনামূল্যে বাটী নির্ম্মাণ

২। উচ্চ শিক্ষার জন্য ঋণ দান

এবং প্রত্যহ এক আনা সঞ্চয় করিয়া জীবন বীমা প্রভৃতি বহুজন সাধারণের উপকারক পদ্ধতি আছে। কয়েকটী স্থানে কোম্পানীর প্রতিনিধি জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তির আবশ্যক। নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিউন।

ক্যালকাটা ফাইনেন্স এণ্ড এজেন্সি সিণ্ডিকেট

ম্যানেজিং এজেন্টস.

৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

টেলিগ্রাম Ilionc টেলিফোন কলিকাতা ৩৫৯৭

সকলের—ভবিষ্যতের
ভাবনার জন্য

ক্যালকাটা ফাইনেন্স

সামান্য মাসিক কিস্তিতে { পুত্রের শিক্ষার জন্য / কন্যার বিবাহের জন্য / পরিবারের চিকিৎসার জন্য } সুব্যবস্থা

ক্যালকাটা ফাইনেন্স এণ্ড এজেন্সি সিণ্ডিকেট

৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

টেলিফোন Calcutta 3597 টেলিগ্রাম Ilionc

বাংলার আর্থিক উন্নতিসাধনে সমবায়ের স্থান *

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

আপনাদের নবনির্ম্মিত ব্যাঙ্কগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। আমার জীবনের কার্য্য ক্ষেত্রান্তরে আবদ্ধ হইলেও দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার উপায় চিন্তা করিয়া বহু সময় কাটাইয়াছি এবং সে বিষয়ে যথাসাধ্য পথ নির্দ্ধারণেরও চেষ্টা করিয়াছি।

বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। লোকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, ঋণপ্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্দ্দশা ততোধিক। ইহারই মধ্যে আপনাদের নবগৃহপ্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিয়া মনে হয় আপনাদের অবস্থা তবু আশাপ্রদ।

বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে গেলে আপনাদের উন্নতিই আমাদের বর্ত্তমানের আশা ও ভবিষ্যতের ভরসা। ব্যাঙ্ক-সমূহই দেশের আর্থিক অবস্থার মানদণ্ড। ব্যাঙ্কের অবস্থা হইতে যে কোনো দেশের আর্থিক সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য দেশসমূহে ব্যাঙ্কের যে উপযোগিতা আছে আমাদের দেশে উহার কার্য্যকারিতা তদপেক্ষা অনেক বেশী। যে সকল দেশের অর্থনৈতিক জীবন সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সে সকল দেশের অর্থপ্রতিষ্ঠানসমূহ অঙ্গাঙ্গিভাবে উহা হইতে পরিপুষ্টিলাভ করে এবং উহার স্বাভাবিক পরিচালনে সহায়তা করে মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল। এখানে মাত্র ঐরূপ পরিচালনে সাহায্য করিয়াই ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনেও ব্যাঙ্কের সাহায্য বহুলভাবে প্রয়োজন হইবে। যাঁহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন আপনাদের আনুকূল্য তাঁহাদের সর্ব্বদা প্রয়োজন। তাঁহাদের চেষ্টা ও ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা এই উভয়ের যোগ হইলে তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এ বিষয়ে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসমূহের একটী বিশেষ দায়িত্ব আছে। দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে পল্লীজীবনকে পুনর্গঠিত করা চাই ও পল্লীসমূহের নষ্টশ্রী ফিরাইয়া আনা চাই। এইখানে আপনাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বও কম নহে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সমবায় অর্থপ্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতা অনেক বেশী। অন্যান্য ঋণপ্রতিষ্ঠানসমূহ ধনিকের লাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়া থাকে। দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর করা তাহাদের গৌণ উদ্দেশ্য। অন্যান্য দেশে যাহাই হউক, আমাদের দেশে এই সকল প্রতিষ্ঠান সমষ্টিগতভাবে দেশহিতকর কর্ম্মপন্থা বিশেষ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই। এইখানে সমবায়ের সহিত ইহাদের পার্থক্য; কারণ লাভ করা সমবায়ের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু দরিদ্র ও নিঃসহায় জনসাধারণ—যাহারা দেশের অধিবাসীর অধিকাংশ—তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার আদর্শেই ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে। সমবায়ের সাহায্যে উহারা মধ্যবর্ত্তীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। আদর্শ সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিলে কৃষি ও শিল্পে উৎপন্নদ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হয় এবং ক্রেতারা উহা উচিত মূল্যে পাইয়া থাকে। অধিকন্তু সমবায়ে কার্য্য হইতে যাহা লাভ হয় তাহা প্রকারান্তরে জনসাধারণই ফিরিয়া পাইয়া থাকে। সুতরাং অনন্যচিত্ত হইয়া পল্লীর আর্থিক উন্নতি সাধনে মনোযোগ করা সমবায়ের পক্ষে সহজ ও সম্ভব। আপনারা যে শক্তির অধিকারী হইয়াছেন তাহা সুপরিচালিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

বাংলার পল্লীর শ্রী ফিরাইতে হইলে একযোগে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। কুটীর-শিল্পের মধ্য দিয়া পল্লীতে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় যথেষ্ট অর্থ সঞ্চারিত হয় তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সমাজের মধ্যে বিপর্য্যয়ের ফলে পল্লীর শিল্প ও শিল্পী দুইই নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। এখনকার পল্লীজীবন একমাত্র কৃষি-নির্ভর। তাহাতেও কৃষকের দারিদ্র্যবশতঃ কোনো উন্নতির উপায় নাই।

ইহার প্রতিকারের জন্য সমবায়-[illegible] অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। অন্যান্য দেশের [illegible] হইতে [illegible] প্রমাণিত হয়। প্রয়োজনমত উপযুক্তরূপ অর্থসা[illegible] দ্বারা কৃষি ও শিল্পসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মফঃস্বলের সর্ব্বত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। একদিকে অর্থাভাবে দেশের শিল্প-ব্যবসায় দিন দিন লোপ পাইতেছে অন্যদিকে লোকের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে দূরে পড়িয়া আছে। প্রধানতঃ উক্তরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের দ্বারাই এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে।

এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও স্থানীয় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া কৃষি শিল্প প্রভৃতিতে খাটিতে পারে। মফঃস্বলে এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে চাষী কম সুদে টাকা পায় এবং অন্যান্য নানারূপ অসুবিধা হইতেও রেহাই পায়। মাত্র চাষীর সহায়তা করিবার

* গত ৩রা জুলাই (১৯৩২) তারিখে মেদিনীপুর জেলায় বেলেবেড়া সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

জন্যই আপনাদের কার্য্যের আরও প্রসার আবশ্যক। F. D. Ascoli সাহেবের মতে প্রতি ১৫০ চাষীর মধ্যে মাত্র ১জন ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পায় এবং যেখানে চাষের জন্য ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ একটাকা সেখানে মহাজনের দাদন ২৫৮৲ টাকা। এই হিসাবের মধ্য হইতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক বাদ দিলে সমবায় ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ আরও অনেক কম হইবে। অবশ্য Ascoli সাহেবের হিসাব দশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বের। তখন সমবায়ের প্রথম অবস্থা। বর্ত্তমানে ইহার উন্নতি হইয়াছে। সমবায় বিভাগের ১৯২৮-২৯ সালের বিবরণীতে দেখা যায়, উক্ত বৎসরে সমবায় কৃষিঋণসমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা বাংলার গ্রামের মোট পরিবারের সংখ্যার তুলনায় শতকরা ৪·৭ অংশে দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা ৫ অংশ মাত্র হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় আপনারা অতি অল্পই সাধন করিতে পারিয়াছেন। আপনাদের কর্ত্তব্য এখনও অনেক বাকী।

কিন্তু আপনাদের কার্য্যের পরিসর বর্ত্তমানে যথেষ্ট না হইলেও উহা যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা আশার কথা। ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত সমবায় বিভাগের সর্ব্বশেষ যে কার্য্য-বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইয়াছিল ১১৯টী এবং ইহাদের সহিত সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা ১৯,০৭১ হইতে ২০,১৭৮ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সকলের মোট ব্যবহারিক মূলধনের পরিমাণ ৪৫৫·৭১ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৪৮৮·৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। মোট আদায়ীকৃত মূলধন ৫১·৫২ লক্ষ টাকা হইতে ৫৩·৩২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল। ১৯২৯ সাল হইতে দেশের উপর দিয়া যে দারুণ দুঃসময় যাইতেছে তাহার সহিত বিচার করিলে আপনাদের কার্য্যের প্রসার আশাপ্রদ।

এই সময়ের মধ্যে আপনাদিগকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ভূমিশস্যসমূহের অসম্ভব মূল্যহ্রাস তাহাদের অন্যতম কারণ; বিশেষ করিয়া পাটের বাজারের মন্দা তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বাংলার প্রায় সকল ঋণ-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যেই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে এবং অনেকের অবস্থাই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সহসা ইহার কোনো প্রতিকার করিবার উপায় আমাদের হাতে নাই। তবে ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপ সঙ্কট না ঘটিতে পারে এরূপ কোনো পন্থা উদ্ভাবন করিবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের খোরাক যোগাইবার জন্য যে ফসলই উৎপন্ন করা হইবে উক্ত বাণিজ্যের মন্দা ঘটিলে উৎপাদনকারি-গণকেও অবশ্যই এইরূপে বিপদে পড়িতে হইবে। তবে পাটচাষিগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উহার উৎপাদন আপনাদের ইচ্ছাধীন রাখিতে পারেন কিম্বা প্রয়োজনমত পাটের পরি-বর্ত্তে দেশে ব্যবহার্য্য কাঁচা মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় তূলার জন্য আমাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু আপনাদের মেদিনী-পুর অঞ্চলে চেষ্টা করিলে ভাল তূলা উৎপন্ন হইতে পারে। রেশম এবং ইক্ষুর চাষের প্রসারও এ বিষয়ে উপযোগী। দেশীয় চিনির শিল্প পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিস্তৃত ও উন্নত-তরভাবে ইক্ষুর চাষ আবশ্যক। বিদেশী চিনির মুখাপেক্ষিতা দূর করিতে হইলে গুড়ের ব্যবসায়ের উন্নতিও অপরিহার্য্য। কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কি করিতে পারে বর্ত্তমান রুশিয়াই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আপনাদের কার্য্যবিস্তারের জন্য অন্যান্য যে সকল অসুবিধা দূর করা দরকার তাহার মধ্যে প্রধান হইল শিক্ষার অভাব। প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অভাব, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সমবায় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব, তৃতীয়তঃ জন-সাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর অভাব। অবশ্য এই শিক্ষার অভাবের জন্য সমবায় বিভাগ ও সরকার উভয়েরই দায়িত্ব আছে। সমবায় সমিতিসমূহ হইতে এ বিষয়ে যেরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল তাহাও হয় নাই। পাশ্চাত্যের যে সকল দেশে সমবায়ের প্রসার হইয়াছে তথাকার সমিতিসমূহ আপনাদের চেষ্টায় শিক্ষাবিষয়ে প্রভূত অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গীয়-ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটী এই শিক্ষার অভাবের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

সমবায়ের কার্য্য বিস্তার করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সমবায়ের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহাতে সাধারণের জ্ঞান জন্মায় তজ্জন্য বিভাগ ও সমিতিসমূহ হইতে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর দ্বারা প্রচার কার্য্য করিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা যায় সমবায় সমিতির সভ্যগণেরই সমবায়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নাই। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ প্রচারকার্য্যে পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে যে লাভ হয় তাহার একটা অংশ এই শিক্ষাকার্য্যের জন্য ব্যয় করিলে ভাল হয়। পাশ্চাত্য দেশে সমবায় সংগঠনে এই নীতিই অনুসরণ করা হইয়া থাকে।

এই সকল অসুবিধা দূর করা যেমন প্রয়োজন তেমনি আপনাদের কার্য্যসম্বন্ধেও কতগুলি বিষয়ে অধিকতর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য আপনাদিগকে বিশেষ মনোযোগী থাকিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির নিকট প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িতে থাকিলে পরে ঐ অর্থ পরিশোধ উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সমিতিকে ইতিমধ্যেই এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। টাকা লগ্নী করিবার সময়

প্রয়োজন বুঝিয়া যাহাতে উহার মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় এবং অল্প মিয়াদী আমানতের উপর ভরসা করিয়া দীর্ঘ মিয়াদী লগ্নী না করা হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতীয়-ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটী আপনাদিগকে মাত্র অল্প ও মধ্যম মিয়াদী লগ্নীর কাজ করিয়া দীর্ঘ-মিয়াদী লগ্নীর ভার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। যে কার্য্যের জন্য আপনারা টাকা দিবেন উহা যেন ঠিক সেই কার্য্যেই ব্যয় করা হয়। অন্যথায় আপনাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। অধিকন্তু ঋণের ব্যবস্থা এইরূপ হওয়া দরকার যাহাতে আপনাদের নিকট হইতে অল্প মিয়াদে টাকা লওয়ার পর চাষীকে পুনরায় মহাজনের নিকট হাত পাতিতে না হয়।

সাধারণ অবস্থায় একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে যতগুলি সমিতির তাগিদ মিটানো সম্ভব তাহার অধিক সমিতি উহার এলাকার মধ্যে গঠিত না হওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর সাধারণ নির্দ্দেশ এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকা যথেষ্ট বিস্তৃত হইবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক সমিতি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা চাই। বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ সংশ্লিষ্ট সমিতির সংখ্যা ৩০০ শতের কম না হয়। শেষোক্ত কমিটীর মতে, যতক্ষণ না ডিরেক্টার হইবার উপযুক্ত যথেষ্ট শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায় ততক্ষণ কোনো নূতন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়া উচিত নহে।

আপনাদের কার্য্যে যাহাতে ব্যাঙ্কবিধিসমূহ যথাযথ পালিত হয় সেজন্য উভয় কমিটীই সুপারিশ করিয়াছেন। দুইটা বিষয় এখানে উল্লেখ করিব। হাতে যথেষ্ট নগদ অর্থ না রাখা কি অসুবিধা তাহা বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটে সকলেই বুঝিয়াছেন। নগদ অর্থের পরিমাণ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে কখনই নামিতে দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ—লভ্যাংশ হিসাবের সময় বাকী অনাদায়ী সুদ সম্পত্তির মধ্যে ধরা ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

বর্ত্তমান সঙ্কটের মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্য সুনিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনের জন্য রেজিষ্ট্রার মহাশয় যে সকল নির্দ্দেশ প্রচার করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই বেশ সময়োপযোগী। এই সকল সুবিবেচিত নীতি অনুসরণ করিলে নানারূপ প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও নিয়মিতভাবে কার্য্য চালাইবার সুবিধা হইবে। এই দুঃসময়ে সমবায় সমিতিসমূহের সহায়তা করিবার জন্য বাংলা সরকার সমবায় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ৩০ লক্ষ টাকার জামীন হইয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। ইহাতে আমানতকারিগণের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং বৃথা আশঙ্কায় ব্যাঙ্কসমূহকে বিব্রত না করিয়া এই সঙ্কটে যাহাতে ইহারা নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য আনুকূল্যতা প্রদর্শন করাই সকলের কর্ত্তব্য বিশেষতঃ প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট অর্থ না পাইলে শেষ পর্য্যন্ত সমবায়ের কার্য্যের প্রসার অবরুদ্ধ হইবে।

সমবায়-সমিতিসমূহের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার জন্য বঙ্গীয়-সমবায়-সংগঠন-সমিতি এবং বঙ্গীয় সমবায়-প্রাদেশিক-ব্যাঙ্কের উপযোগিতাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কোনো বৃহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করা দরকার সেইরূপ সমিতিসমূহের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে এবং উহা হইতে সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে সকলে মিলিয়া বৃহত্তর কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্যের যে সকল স্থানে সমবায় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক স্থলেই এইরূপ কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ গঠন আবশ্যক হইয়াছে এবং উহার দ্বারা আন্দোলনের বিস্তার ও শৃঙ্খলাবিধানে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটীর অন্যান্য কয়েকটী সুপারিশ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। সমবায় বিভাগের ও সমিতিসমূহের কর্ম্মচারিগণের বিশেষ শিক্ষার জন্য ভারতীয় ও বঙ্গীয় উভয় কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন এবং প্রথমোক্ত কমিটি ইহার জন্য এক বিস্তারিত শিক্ষা-প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রাম্য মহাজনদিগকে সমবায়ে যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সমিতির সভ্যগণকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দিতে পারিবেন না। সমবায়কে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিতে এবং সরকারী শাসনের চাপ হইতে উহাকে মুক্তি দিতে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অনাদায়জনিত ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহকে একটী ফাণ্ড রাখিতে বলা হইয়াছে এবং রিজার্ভ ফাণ্ডে যেরূপ লাভের একটা অংশ নিয়মিতভাবে রাখা হয় তদ্রূপ এই ফাণ্ডেও একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয়-ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটীর রিপোর্টে সমবায়ের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে। কমিটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহকে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দেওয়া অনুমোদন করিয়াছেন। তবে পল্লীসমিতিসমূহকে অর্থ-সাহায্য করাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যবসায়-মূলক কার্য্য ইহাদের লইতে নিষেধ করিয়াছেন। সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের পরস্পরের মধ্যে অথবা অন্যান্য ঋণপ্রতিষ্ঠান ও ও সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে অর্থের আদান প্রদানও কমিটী নিষেধ করিয়াছেন

সম্প্রতি কোনো কোনো জায়গায় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে তহবিল তছরূপের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার গুরুত্ব আছে তথাপি সমিতির সংখ্যা ও কার্য্যের বিস্তারের তুলনায় ইহা অধিক নহে। সুতরাং ইহাতে আপনাদের নিরুৎসাহ বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয়গ্রস্ত হইতে

নিষেধ করিব। তবে ভবিষ্যতে এরূপ আর না ঘটে তজ্জন্য এখন হইতেই বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এইরূপ অসদাচার দমন করিবার জন্য রেজিষ্ট্রার মহাশয় অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহা নির্ম্মূল করিতে হইলে সমিতি সমূহের সতর্কতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে জনসাধারণের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে। সমবায় বিভাগ সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহার কার্য্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা ঠিক নহে। ইহাকে বাস্তবিক সরকারী বিভাগ বলা চলে না কারণ বে-সরকারী সভ্যগণই ইহার অধিকাংশ কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। ইহার সহিত সরকারের যেরূপ যোগ সেরূপ যোগ বিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটী, হাসপাতাল, কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড প্রভৃতির সহিতও রহিয়াছে কিন্তু তথাপি ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সাধারণে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া থাকেন। আমার মতে সমবায়ের কার্য্যেও সকলেরই যোগ দেওয়া উচিত। যত স্বাধীন মতের লোক ইহাতে যোগ দিবেন ইহার কার্য্যও ততই অগ্রসর হইবে। সকল দেশেই এইরূপ দেখা গিয়াছে।

এ কথা বলিবার বিশেষ কারণ আছে। অদূর ভবিষ্যতে সমবায়ের কার্য্যক্ষেত্র প্রভূতভাবে বিস্তৃত হইবে ইহা নিশ্চিত। রাজকীয় শ্রমিক কমিশন শ্রমিকের দুর্গতি মোচনের জন্যও সমবায় প্রণালী অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। শ্রমিকদের ঋণগ্রস্ততা দূর করা, তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ এবং গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারেও সমবায়ের যোগ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকন্তু ঋণ সমিতি ছাড়া সমবায়ের অন্যান্য সমিতিসমূহের (non-credit societies) সংখ্যা ও কার্য্যক্ষেত্র প্রভূতভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। অর্থসাহায্য করাই সমবায়ের একমাত্র লক্ষ্য নহে। চাষী ও শিল্পীর উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উহা যথাযথ মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ রকমের সমিতি স্থাপন ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রতি পদে পদে দরকার। সমবায়ের কর্ম্মপ্রসারে পরোক্ষভাবে বেকারসমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে।

পরিশেষে আপনাদের কর্ত্তব্য পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব। আপনাদের প্রতিষ্ঠান-সমূহকে অর্থব্যবহারের যন্ত্রমাত্র করিয়া তুলিবেন না। অর্থের আদান প্রদান একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইলেও উহাই আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। জাতি-গঠনে আপনাদের দায়িত্ব ও উপযোগিতা আছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া সমবায়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা সফল হইবার অনেক বাকী। আপনারা কার্য্যক্ষেত্রের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন—ইহাই আমার আবেদন।

মার্ত্তণ্ডমে পল্লী-সংগঠন

পল্লীসংগঠন বা তদনুরূপ কোন প্রয়াস, যদি নিতান্তই গরীব দুঃখী গ্রাম্য অধিবাসীদের মধ্যে, কষ্টসাধ্য ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য স্থানে, যেথায় অধিকতর সুবিধা ও সুযোগ আছে এবং তথাকার অধিবাসীদের অবস্থা অধিকতর স্বচ্ছল, তথায় উপরোক্ত প্রকারের প্রতিষ্ঠান যে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্যই ওয়াই-এম্-সি-এ মার্ত্তণ্ডমে পল্লী সংগঠনের কেন্দ্র স্থাপন করেন।

মার্ত্তণ্ডম্ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটী নগণ্য গ্রাম। নিকটস্থ বড় সহরের মধ্যে ত্রিবেন্দ্রাম—২৫ মাইল দূরে ও নাগেরকয়েল—২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে আগন্তুকদের জন্য ছোট একটী ডাকবাংলো, একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, পোষ্ট আফিস ও মিশনারীদের অনেকগুলি বাড়ি আছে। প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে এক সারি করিয়া গৃহ অবস্থিত। রাস্তাটী গ্রামবাসীদের ও গাড়ী ঘোড়া চলাচলের একমাত্র পথ। বিদ্যালয়টী থাকার দরুণ গ্রামের মর্য্যাদা কিছু বেশী কারণ আশপাশের বহুদূরে অবস্থিত গ্রামগুলির মধ্যে ইহাই একমাত্র বিদ্যালয়। এই স্থানে মিশনারীদের ও ওয়াই-এম্-সি-এর কেন্দ্রগুলি অবস্থিত থাকায়, পল্লী সংগঠন ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যের প্রসারে বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। গ্রামবাসীরা নিতান্তই গরীব, চতুর্দ্দিকের জমী পাহাড়ীয়া ও অনুর্ব্বর বলিয়া চাষবাস কিছুই হয় না। যদিও মিশনারীরা বহুদিন যাবৎ এই স্থানে কাজ করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা এতই দরিদ্র যে তাহারা নিজেদের অবস্থার কিছুতেই উন্নতি করিতে পারিতেছে না। মিশনের কার্য্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, এই স্থানে সমবায় প্রথায় পল্লীসংগঠনের কার্য্যে ওয়াই-এম-সি-একে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ও সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে সমবায় প্রথায় ঋণদান সমিতি স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য—কৃষকেরা যাহাতে মহাজনের দেনা সহজে শোধ করিতে ও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত রাখিতে পারে। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৮০টী ওয়াই-এম-সি-এর শাখা রহিয়াছে—ইহাদের পরিচালকেরা সাহায্য করায় গ্রাম্য ঋণদান সমিতি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। কোন নূতন স্থানে কোন নূতন সমিতি স্থাপনের সময় স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের সহায়তা অপেক্ষা যদি কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলে উহা যে অনেক বেশী মূল্যবান তাহা বলাই বাহুল্য। যদিও এই স্থানের কার্য্য খৃষ্টান অনুষ্ঠানগুলির সাহায্যেই প্রধানত হইতেছে, তাহা বলিয়া ইহা কেবলমাত্র খৃষ্টান অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংখ্যানুপাতে প্রত্যেক খৃষ্টান পিছু তিনজন হিন্দু রহিয়াছে।

সমিতির একটী প্রধান কেন্দ্র আছে। প্রধান কেন্দ্রে যে-কাজ হইয়াছে, সেই কাজ কতদূর সফল হইয়াছে এবং আরও কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান করা হয়। বাহিরের প্রচারকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি ব্যবহারে, কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তনে ও সুপরিচালিত সামাজিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া গেলে যাহাতে কৃষক ও গৃহস্থদের অবস্থার যথার্থই পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে হাতে-কলমে দেখান হয়। প্রধান কেন্দ্রে যাহাতে সর্ব্ববিষয়ের ব্যাপকভাবে আলোচনা হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ওয়াই-এম্-সি-এর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ কে-টী-পল বলিয়াছিলেন যে যদি কোন গ্রামবাসীকে সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনের কেবলমাত্র কোনও একটী বিশেষ অভাব পূরণে সাহায্য করিলেই চলিবে না,

তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদিক দিয়া ব্যাপকভাবে সাহায্য করিতে হইবে, কারণ তাহাদের প্রত্যেকটী অভাব অভিযোগই একটী অপরটীর সহিত গ্রথিত। সর্ব্ব দিক দিয়া যদি প্রত্যেকটী অভাব অভিযোগের মীমাংসা না হয় তাহা হইলে কোন একটী বিশেষ অভাবের পরিপূরণে ঐ ব্যক্তির প্রধানত কোনই লাভ হয় না, কারণ অপরগুলির পরিপূর্ণতা ব্যতীত আংশিক অভিযোগের পরিপূর্ণতাতে তাহার বিশেষ কিছুই হয় না।

অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র একটী ভাড়া বাটীতে এই প্রধান কেন্দ্রের আফিসটী স্থাপিত। এই স্থানে বয়নশিল্পটী বিশেষ অর্থকরী বলিয়া একটী বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। যদিও অন্যান্য বিদ্যার সহিত শিল্পবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয় তথাপি প্রত্যেক গৃহস্থ ও কৃষকের গৃহে যাহাতে একটী করিয়া তাঁত প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। পরীক্ষার জন্য কতকগুলি ভাল বংশজাত মুরগী রাখা হইয়াছে এবং এখান হইতে স্থানীয় লোকদের ডিম ও মুরগী সরবরাহ করা হয়। মধুমক্ষিকা পালন ও তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুগ্ধবতী সিন্ধি গাভীও কয়েকটী আছে। একটী ভাল জাতের ষাঁড় রাখা হইয়াছে, আশে পাশের এলাকার মধ্যে যাহাতে গোবংশের উন্নতি হয় তাহার জন্য আরও কয়েকটী ভাল জাতের ষাঁড় আমদানী করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। অধিকতর দুগ্ধবতী সুরাটের এক জাতীয় ছাগল আমদানি করা হইয়াছে। এই জাতীয় ছাগল সময় সময় স্থানীয় গাভী হইতেও বেশী দুধ দেয় এবং যখন গবাদির খাদ্য সবুজ কোন জিনিষের পাত্তা মেলে না, সেই সময় ছাগলকে কেবলমাত্র গাছের পাতা খাওয়াইয়া রাখা চলে।

আফিস কেন্দ্রে একটী গ্রন্থাগারও খোলা হইয়াছে। গ্রন্থাগারটী স্থানীয় ও অন্যান্য গ্রামের লোকদের পুস্তক যোগাইয়া থাকে। গ্রন্থাগারের গৃহটী নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা মাত্র ৪০৲ টাকায় স্বহস্তে নির্ম্মিত। ইহার অনুকরণে অন্যান্য গ্রামেও ৪০৲ টাকার নিয়ে আরও এই প্রকারের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের গৃহটীকে আরও অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় আফিস হিসাবে ব্যবহার করায় ইহা দক্ষিণ ভারতের একটী বিখ্যাত অট্টালিকার অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই গৃহে বয় স্কাউট্ ও গার্ল গাইডের প্রধান কেন্দ্রও অবস্থিত।

বর্ষাকালে বিভিন্ন প্রকারের শাকসব্জি, ও গবাদি পশুর খাদ্যের চাষ করা হয়। যাহাতে চাষের উন্নতি হয় এবং পরিমাণে বেশী আনাজ উৎপন্ন করা যায়, সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পরীক্ষা করা হয়—উদ্দেশ্য চাষীকে এই সব উপায়ে চাষে সাহায্য করিয়া তাহার অধিক অর্থাগমের উপায় করিয়া দেওয়া। স্থানীয় কৃষিজাত প্রত্যেকটী ফসলই যাহাতে আকারে বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে অধিক উৎপন্ন হয়, সেই দিকে একে একে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় আফিসে কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্য আনিয়া বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বদাই মজুত রাখা হয়। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে অবালবৃদ্ধেরা নিজ জমীতে উৎপন্ন শস্য ও অন্যান্য পণ্য এই স্থানে আনিয়া একত্র করে। সকল জিনিষ ওজন হইবার পর ভালমন্দের তারতম্য অনুসারে বাছাই করিয়া রাখা হয় ও বিদেশে পাঠাইবার অর্ডারগুলিকে বাক্সবন্দী করা হয়। এ পর্য্যন্ত ডিম, মুরগী পুষিবার আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র, কাজু খেজুর, তালের শর্করা ও অন্যান্য দ্রব্য, তুলা, ফলমূল, দুগ্ধ, মধু, মধুমক্ষিকা পালনের সাজ-সরঞ্জামাদি এবং বয়ন বিদ্যালয় হইতে তাঁতে বোনা বহুবিধ জিনিষপত্র বাজারে বিক্রয় করিতে পারা গিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে প্রকারান্তরে সমবায় প্রথায় ঋণদান সমিতি সমবায় প্রথায় চাষবাসে সাহায্য করিয়া উৎপন্ন জিনিষপত্র সমবায় প্রথায় বিক্রয়ে সাহায্য করিয়াছে।

ভারতবর্ষের কৃষকমাত্রেই প্রচলিত রীতিনীতি বজায় রাখিবার বিশেষ পক্ষপাতী। প্রচলিত ব্যবস্থা হইতে উন্নততর কোন নূতন উপায় তাহা যতই ভাল হউক না কেন, সে প্রথমে উহাকে কখনই গ্রহণ করিতে চাহিবে না। গভর্ণমেন্টের কৃষিক্ষেত্রে অথবা সমবায় সমিতির কোন প্রদর্শনীতে নূতন কিছু দেখিয়া, তাহার শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাকে কখনও নিজের চেষ্টায় কাজে লাগাইবে না। সেই জন্যই এই সব কার্য্যে কর্ম্মী ও প্রদর্শকের বিশেষ প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে গিয়া হাতেকলমে তাহাদের উন্নত প্রণালীতে চাষেবাসে সাহায্য করিয়া তাহা হইতে অধিক ফসলের

উৎপাদন ও সমবায় প্রথায় জিনিষপত্র বিক্রয়ে তাহাদের লাভালাভ দেখাইয়া দিলে পর, তবেই সে ঐ নূতন কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে, অন্যথা নহে। উপরন্তু তাহার পার্শ্বের ক্ষেতে কোনও কৃষককে উন্নততর উপায়ে অধিক শস্য উৎপাদন করিতে দেখিলে সে অধিকতর উৎসাহ পায় ও স্বতঃই তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম্মীদের প্রত্যেক কৃষকের নিকট গিয়া তাহাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়া কাজে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে, কোন্ ফসলের কি কারণে নষ্ট হইল তাহা তাহাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় বলিয়া দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি তাহাকে সর্ব্বদা প্রত্যেক কাজে উৎসাহ দিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে ও বাজারে বাজারে গিয়া তথায় প্রচার-কার্য্যে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। এই কেন্দ্রের ৫ মাইলের মধ্যে প্রায় ৮টী হাট সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বসে, প্রত্যেক হাটেই আমাদের প্রদর্শনীর তাঁবু লইয়া যাওয়া হয়। কোনও দিন ভাল বংশজাত মুরগী, ছাগল, গরু ইত্যাদি পালনের উন্নততর ব্যবস্থা ও কোনও কোনও দিনে মধু-মক্ষিকা পালন ও তাহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দেখান হয়। প্রত্যেক হাটেই প্রায় ন্যূনকল্পে ৫০০০ কৃষক ও গ্রাম্য লোকেরা আসিয়া এই কেন্দ্রে কি কি কাজ হই-তেছে তাহা বুঝিয়া শিখিয়া যায়। এই ভাবে দেখান ও বুঝান অন্য কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইত না। প্রদর্শনী কেন্দ্রে স্বেচ্ছায় কোন কিছু শিখিতে তাহারা কখনই যাইত না। প্রত্যেক গ্রামেও পালা করিয়া এই প্রকারের প্রদর্শনী খোলা হইয়া থাকে। যদি কোনও গ্রামে প্রাতঃ-কালে প্রদর্শনী খোলা হয় তাহা হইলে রাত্রি ৯টা আন্দাজ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবার না একবার প্রদর্শনী দেখিয়া তথায় কি দেখান হইল তাহা মোটামুটি বেশ বুঝিয়া যায়।

বিভিন্ন পণ্য-বিক্রেতাদের মধ্য হইতে যাহারা একই প্রকারের পণ্য বিক্রয় করে তাহাদের মধ্যে এক একটী সমিতি স্থাপনের আমরা পক্ষপাতী। বিভিন্ন পণ্যের জন্য যদি একটী মাত্রই সমিতি থাকে তাহা হইলে সকলেই সব বিষয়ে সমান উৎসাহ দেখাইতে পারে না। অথচ যদি প্রত্যেক পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক সমিতি কেবলমাত্র সেই পণ্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে প্রত্যে-কেই নিজ নিজ সমিতির কার্য্যে একই সূত্রে জড়িত বলিয়া সমান উৎসাহের সহিত তাহার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে যে যদি ডিম, খেজুর ও মধু-বিক্রেতাদের একটী সম্মিলিত সমবায় সমিতি থাকে তাহা হইলে যখন কখনও ডিম আমদানী বেশী করিবার অথবা উহার দাম বাড়াইবার কথা উঠিবে, তখন ঐ সমি-তির সভ্যদের মধ্য হইতে কেবলমাত্র ডিম বিক্রেতারাই এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইবে, খেজুর বা মধু বিক্রেতারা এ বিষয়ের মীমাংসায় তাহাদের লাভালাভ নাই জানিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে। এই সকল কারণেই এই কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী। এ বিষয় সমবায় ঋণ-দান সমিতি প্রথমে কৃষককে তাহার পূর্ব্বের ঋণশোধ করিতে, ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে ও শেষে কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহাতে অধিক দামে বিক্রয় হয় তজ্জন্য সমবায় প্রথায় ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া প্রভূত সাহায্য করি-য়াছে।

প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নতি সাধনের জন্য সমিতি গঠন করা হইয়াছে। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে অধিকাংশ স্থলেই খৃষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধানত এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিয়া পথ দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই কোনও প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র খৃষ্টানদের সাহায্যের জন্য খোলা হয় নাই। যাহাতে বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মী ও বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা মেলামেশার সুযোগ পায়, সকলের উন্নতির দিকে সকলের লক্ষ্য থাকে ও পরহিতব্রত লইয়া সকলে একযোগে কাজ করিতে পারে, সমিতি পত্তনের সময় এ বিষয় সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যাহাতে গ্রামবাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, খেলাধূলার সুযোগ, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সকলে দৃষ্টি রাখে, সে বিষয়ও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

মার্ত্তণ্ডমের সমবায় আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবৈতনিক। সকলেই অবসর সময়ে গ্রামে

গ্রামে গিয়া কোন না কোন কার্য্যে রত আছেন। ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী দুই আছেন। ইহা ব্যতীত ৫জন বেতন-ভুক্ত কর্ম্মচারী রাখা হইয়াছে। পল্লীসংস্কার ও পল্লীসংগঠনের কার্য্য তদ্বির করিবার জন্য একজন ও কার্য্য প্রসারে সাহায্য করিবার জন্য একজন কর্ম্মসচিব আছেন। যদিও বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তবু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কার্য্যে সহায়তা করেন। ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বহু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক-রূপে এই কাজে সাহায্য করিতেছে। স্বেচ্ছাসেবক ও অপরাপর গ্রাম হইতে প্রেরিত ব্যক্তিগণকে পল্লীসংস্কার ও পল্লীসংগঠনের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য যথারীতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রায়ই অন্যান্য গ্রাম হইতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য এই কেন্দ্রে লোকজন প্রেরিত হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজ চক্ষে মার্ত্তাণ্ডামের কার্য্য দেখিয়া গিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে সেই প্রকার কাজ করিতে উৎসাহ দেয়।

ওয়াই-এম্-সি-এ ও লণ্ডন মিশন ছাড়া আরও যে-সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—স্যালভেসন্ আর্ম্মি, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর, সেনট্রল হাই ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার, গ্রাম্য ইস্কুলের শিক্ষকেরা, মহারাজার কলেজের অধ্যাপকেরা, গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা, সরকারী চিকিৎসকগণ, বয় স্কাউট ও গার্ল গাইডের দল, ইত্যাদি।

রকডেল প্রতিষ্ঠাতৃগণ ও নগদ ব্যবসা

[রকডেল নামক ইংলণ্ডের বস্ত্র-কেন্দ্র ল্যাঙ্কেসায়ারে যে সমিতি ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই ইংল্যাণ্ডের সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি। উহার প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য প্রধানত ছিল অল্পমূল্যে দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করা।]

রকডেলের প্রতিষ্ঠাতারা স্থির করেন যে তাঁহারা ধার দিবেনও না এবং গ্রহণও করিবেন না। তাঁহারা যখন এই সামান্য ব্যবসা-সংক্রান্ত নিয়মটি করেন তখন তাঁহারা কোন্ আদর্শ প্রয়োগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা একযোগে সমবায়ের তিনটি আদর্শেরই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; একথা যাদুকরের যাদুবিদ্যার মত শুনাইলেও, সত্য। ধারে ব্যবসার স্বপক্ষে যত যুক্তিই থাকুক না কেন একথা সত্য যে এই পদ্ধতির ব্যবসাতে খরচ বেশী। রকডেল প্রতিষ্ঠাতারা জিনিষের দাম কমাইতে, জিনিষ নষ্ট করা হইতে বিরত রহিতে এবং যাহাতে তাহাদের নিজেদের প্রয়োজন অল্পতর অর্থব্যয়ে মিটান যায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে কৃতসংকল্প হন। তাহারা কেবলমাত্র একটি জিনিষ চাহিয়াছিলেন,—তাহা হইল কম খরচ। কম খরচ এবং ধার কখনও এক সঙ্গে চলিতে পারে না। যদি একজন সভ্যের লাভের জন্য আর একজন সভ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে সাম্যবাদ কোথায় থাকে? একপক্ষের লাভ-ক্ষতির দর কষাকষির অন্তরালে সমবায় আন্দোলনের মূল সূত্রই চাপাপড়ে। যেখানে সাম্যবাদের স্থান নাই সেখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কি করিয়া হইবে? যে-মুহূর্ত্তে রকডেল প্রতিষ্ঠাতারা ধারে ব্যবসার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করিলেন সে মুহূর্ত্তে কমখরচ, সাম্যবাদ এবং গণতন্ত্র একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া এক অভেদ্য প্রাচীরের রূপ ধারণ করিল। *

জার্ম্মাণীতে সমবায় গোশালা

জার্ম্মাণীতে কৃষি-সমবায় সমিতির (Raiffeisen) জাতীয় সঙ্ঘ যে-খবর সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে জার্ম্মাণীতে ১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বরে মোট ৪,৯৪২টি রেজিষ্টিকরা গোপালন সমিতি ছিল। তাহাদের বাৎসরিক উৎপন্ন দুগ্ধের মূল্য নয় শত লক্ষ মার্ক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সমস্ত জাতীয় গো-গৃহগুলি সমবেত-ভাবে যে-পরিমাণ দুগ্ধ সরবরাহ করে তাহার শতকরা ৬৪ ভাগ এবং দেশে সর্ব্বশুদ্ধ যে-পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগ দুগ্ধ সমবায় পদ্ধতিতে নির্ব্বাহিত গোগৃহ-গুলি সরবরাহ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সমবায় আন্দোলনের বহু আশ্চর্য্যজনক উন্নতির নিদর্শনের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে নির্ব্বাহিত গোশালার ক্রমোন্নতি একটি। ১৯৩১ সালের প্রথম এগার মাসে গোগৃহের সংখ্যা আগে যাহা ছিল তাহা হইতে ১৯৫ বাড়ে। গত সাত বৎসর ধরিয়া গো-গৃহের বাৎসরিক বৃদ্ধির সংখ্যা কোন বারও ১৪০ এর নীচে নামে নাই।

* The Review of International Co-operation পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে।

সমবায়-সংবাদ

চুয়াডাঙ্গা সমবায় সম্মিলনী

গত ১৭ই জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সমবায় সম্মিলনী হয়। তাহাতে নিম্নের প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল :—

১। সালিশের ডিক্রি যাহাতে সার্টিফিকেট দ্বারা জারি হইতে পারে এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হউক।

প্রস্তাবক শ্রীতারকনাথ সরকার। সমর্থক—শ্রীসুধীন্দ্র নাথ আচার্য্য।

২। ডিস্‌পিউট দাখিল হইবার পরে দেনাদার যাহাতে ডিক্রির টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কোন সম্পত্তি ইস্তাহার করিতে না পারে তন্নিমিত্ত আরবিট্রেটরকে ইস্তাহার বিষয়ে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও এন্তাকাল ক্রোক প্রচারের ক্ষমতা দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—মৌলভি পীর মহাম্মদ বিশ্বাস। সমর্থক—শ্রীবিশ্বপদ বসু।

৩। গ্রাম্য সমিতির পঞ্চায়েতের মধ্যেই অধিকাংশ টাকা আবদ্ধ থাকায় এবং ঋণগ্রস্ত সভ্যগণ তাঁহাদের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ না করায় অন্যান্য সভ্যগণকে আবশ্যক-মত ঋণ দেওয়া সম্ভবপর হয় না। ইহাতে ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের ও প্রসারের সমূহ ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং এইরূপ শোচনীয় কার্য্য যাহাতে না ঘটে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও প্রত্যেক সমিতিকে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য। সমর্থক—শ্রীজগদীন্দ্র-প্রসাদ রায়।

৪। সভ্যগণের দেনা ও সম্পত্তির রেজিষ্টার হাল-নাগাদ সংশোধন করিয়া রাখিলে ব্যাঙ্কের কার্য্য পরি-চালনের সুবিধা হয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে

প্রস্তাবক—শ্রীজগদীন্দ্রপ্রসাদ রায়। সমর্থক—শ্রীজ্যোতিষ-চন্দ্র সরকার।

৫। কিস্তিমত কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে প্রত্যেক সভ্যকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রস্তাবক—মুন্সী অমরলাল আবেদন সেখ। সমর্থক—আকসেদ আলি মির।

৬। প্রত্যেক সমিতিকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর ডিস্‌পিউট দাখিল ও ডিক্রিজারির ভার অর্পণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সমর্থক—শ্রীবিশ্বপদ বসু।

৭। কেন্দ্রীয় ও সংযুক্ত সমিতিসমূহের অডিট-ফি কমাইয়া বর্ত্তমান হারের অর্দ্ধেক করিবার জন্য রেজিষ্ট্রারকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ আচার্য্য। সমর্থক—মৌলভি পীর মহাম্মদ বিশ্বাস।

৮। সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেকে গ্রাম্য সমিতিতে ক্ষুদ্র আমানত প্রথা ও কো-অপারেটিভ প্রথায় জীবন-বীমা প্রচলন করিবার জন্য বিভাগীয় ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ও সভ্যগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীআকসেদ আলি মির। সমর্থক—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সরকার।

৯। সভ্যগণের আর্থিক উন্নতি সাধনকল্পে আখ, আলু, পিপুল, কপি, পান প্রভৃতি চাষের জন্য সমবায় প্রণালীতে উন্নত চাষ প্রণালীর প্রচলন ও ব্যবস্থা করিতে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকার। সমর্থক—শ্রীবিশ্ব-পদ বসু।

১০। আখ মাড়াই ও গুড় প্রস্তুত ইত্যাদির অসুবিধার

জন্য এই মহকুমায় আশানুরূপ আখ-চাষের প্রসার হইতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রস্তাবক—মুন্সী আবদুল গফুর বিশ্বাস। সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১১। সুপারভাইজারগণের মধ্য হইতে অডিটর মনোনীত করিবার জন্য রেজিষ্ট্রারকে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ। সমর্থক—শ্রীতারক নাথ সরকার।

১২। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কমিটি নিযুক্ত হইল:—চুয়াডাঙ্গার সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার, চুয়াডাঙা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি; মৌলভি পীর মহম্মদ বিশ্বাস; মৌলভি আবদুর রহিম মল্লিক; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ।

স্থানীয় সেন্ট্রাল কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য মহাশয় কনফারেন্সের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়দ্বয় সভায় যোগদান করায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হইল।

চকহজরৎপুর-সমবায় সম্মিলনী

গত ২৭।৩।৩২ তারিখে অপরাহ্ণ ৫টার সময় মেদিনীপুর কাঁথি মহকুমার চকহজরৎপুর গ্রামে বর্দ্ধমান বিভাগের কো-অপারেটিভ সমিতিসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণদাস মহোদয়ের উপস্থিতিতে চকহজরৎপুর গ্রুপ কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে চকহজরৎপুর ইউনিয়নের অধীন —চকহজরৎপুর, বামস্তিয়া, ঝাওরা, কামারবেড়্যা, ফুলেশ্বর, মুকুন্দপুর, গোপীনাথপুর, বাইগাপুর, চালমারী, বড়-বাগুলিয়া, তিলকবেড়া, ফুলবনী, জগন্নাথচক, চকগেছিয়া, গ্রামচক, গোটাদাউড়া ও সফিয়াবাদ নামক ১৬টী গ্রাম্য সমিতির ২০০ জন মেম্বার ও অন্য গ্রাম্য সাধারণ লোক ও প্রায় ৫০০ জন যোগদান করেন। কাঁথির সাবডিভিশন্যাল অফিসার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা করেন।

পানাগড় সমবায় সম্মিলনী

গত ১১ই মার্চ্চ (১৯১১) পানাগড়ে এক সমবায় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। মৌলভি আবদুল বারি এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী রেজিষ্ট্রার মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইয়া দেন। গ্রাম্য সমবায় সমিতি সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হয়। সর্ব্বশেষে হারাণবাবু ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে সমবায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।
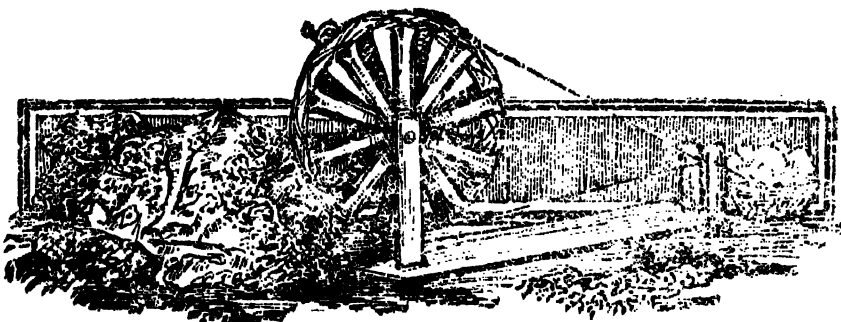
সমবায় প্রণালীতে নদী-সংস্কার

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নদী অনেক দেশেরই, বিশেষত বাঙ্গালাদেশের, প্রাণ-স্বরূপ। পর্ব্বত-নিঃসৃত নদীর পলিমাটী সঞ্চিত হইয়াই বাঙ্গালা দেশের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই দেশের সর্ব্বত্রই নদী ও তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। এই জন্যই বাঙ্গালা দেশকে "নদী-মাতৃক" দেশ বলে। নদীর দ্বারা যে কেবল কৃষির জন্য সেচকার্য্য, পণ্যের আমদানি রপ্তানি, এবং লোকজনের যাতায়াত সুসম্পন্ন হয় তাহা নহে; পরন্তু নদীর গতিবিধি অবাধ থাকিলে ইহার উচ্ছ্বসিত জল দেশকে ধৌত করিয়া যাবতীয় দূষিত পদার্থ ও রোগবীজাণু বিনষ্ট করে, জমীর উপর পলি-সার ফেলিয়া ইহার উৎকর্ষ সাধন করে, বিল, খাল ও পুষ্করিণীতে নূতন জল ও মাছের ডিম আনিয়া দেয়, এবং জলাভূমি ও খানাখন্দ ক্রমশঃ ভরাট করিতে থাকে।

পূর্ব্বে নদীর গতিবিধি অবাধ থাকার কারণেই বাঙ্গলা-দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। পরে আমরা না বুঝিয়া নদীর পার্শ্বে এবং মুখ বা মোহনায় অযথা বাঁধ ও বাঁধাল দিয়া এবং নদীর উপর দিয়া ছোট ছোট সেতু ও সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে ইহার স্রোতের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছি। এই অদূরদর্শী কার্য্যের ফলে নদী ও তাহার সংযুক্ত খালগুলির অবনতি ঘটিয়াছে এবং দেশে ম্যালেরিয়া ব্যাধির প্রবল বন্যা, কখনও বা জলাভাব, কৃষিকার্য্যের অসুবিধা প্রভৃতি নানারূপ কষ্ট দেখা দিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মৃতপ্রায় নদীগুলির উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক।

সুতরাং মৃতপ্রায় নদীগুলিকে উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় ইহা সুনিশ্চিত। এক্ষণে কিরূপে মরানদীকে উদ্ধার করিতে পারা যায় তাহাই বিবেচ্য। নদীগুলি প্রায়ই সুদীর্ঘ; ইহাদের খাত পুনরায় কাটান শুধু যে বহু ব্যয়সাধ্য তাহা নহে, পরন্তু নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে মোহনা পর্য্যন্ত অবাধে স্রোত না বহিলে তাহা কখনই নদী বা স্রোতস্বতী পদবাচ্য হয় না। কেবল খাত কাটিলে খাল বা লম্বা বিল হইতে পারে, নদী হয় না। নদী-উদ্ধারকল্পে তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে মোহনা পর্য্যন্ত সমস্ত অংশেরই উন্নতি বিধান আবশ্যক। এই কার্য্যে রাজা ও প্রজা সকলেরই মিলিত উদ্যম একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে সেখানেই জনসাধারণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন সেখানেই সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে প্রায়ই পরাঙ্মুখ হইতেছেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ হুগলি ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত সরস্বতী ও কানাদামোদর নদীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ দুইটী নদী অক্ষুণ্ণ থাকিলেই ঐ প্রদেশের সুচারু রূপে জলনিকাশ হয় কিন্তু মনুষ্যকৃত কার্য্যের দোষে ইহাদের উৎপত্তি-স্থান ও মোহনা পর্য্যন্ত সমগ্র গর্ভের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নদীদ্বয়ের উন্নতিসাধনের জন্য জনসাধারণ এতাবৎ বৃথাই আবেদন নিবেদন করিয়া আসিতেছিলেন।

অবশেষে কলিকাতার "কেন্দ্রীয় সমবায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি" নদীগুলির অবস্থা ও উন্নতির পন্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতঃ নদী-সংস্কারের বিষয় সরকার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে নদীগুলির গর্ভ বা খাত পরিষ্কার করিতে জনসাধারণ যত্নবান হইবেন এবং নদীগুলির উৎপত্তি স্থান ও মোহানা সেচ-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। উক্ত ম্যালেরিয়া সমিতি এই ব্যবস্থার সুফল জনসাধারণের নিকট নিরতই প্রচার করিতেছেন। পল্লীসমিতিগুলি জনসাধারণকে বুঝাইয়া তাঁহাদেরই সাহায্যে ও সহযোগে নদীর গর্ভস্থিত যাবতীয় বাঁধ, বাঁশের সেতু, পানা ও অন্যান্য রূপ বাধা ও আবর্জ্জনা অপসারিত করিতেছেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং সদাশয় ধনী ব্যক্তিগণ এই সৎকার্য্যে সাহায্যকারী হইয়া-

ছেন, এবং সরকারী সেচবিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ নদী যাহাতে পুনরায় স্রোতবতী হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

এই কার্য্যে বিশেষ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই যদি মিলিত হইয়া এইরূপে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন তাহা হইলে অনতিবিলম্বে দুইটী জেলার প্রধান নদীগুলি সহজেই উদ্ধার হইবে আশা করা যায়। এই নিয়ম বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য স্থানেও অনুসৃত হইবার সূচনা হইয়াছে; খুলনা জেলার সেনাই ও নৌখালি নদীর এবং নদীয়া ও যশোহর জেলার নবগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধারের জন্য এইরূপ উদ্যোগ চলিতেছে

সকলদেশে মরা-নদী উদ্ধারের যে একই নিয়ম তাহা নহে; প্রত্যেক স্থলেই অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা আয়োজন। সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে নদীর স্রোত বা প্রবাহ সংস্থাপিত করিতে পারিলেই চলার বেগে নদীর পঙ্কোদ্ধার আপনা হইতেই সংঘটিত হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে "পুলবন্দি" প্রথার অনুসরণে স্থানীয় জমিদার ও প্রজাবর্গের দ্বারা নিজ নিজ গ্রামের নদীর সংস্কার কার্য্য নিয়মিত রূপে সাধিত হইত। ভুলক্রমে আমরা যে পদ্ধতিকে অবহেলা করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাই প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

সমবায় নিয়মে অর্থাৎ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই। প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে; তাহার পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিয়ত কার্য্যতৎপর হইতে হইবে। স্বাস্থ্য-সমিতি, কৃষি-সমিতি, সেচ-সমিতি বা সাধারণ পল্লীমঙ্গল সমিতি, যে-কোনরূপ সঙ্ঘগঠনে নদীসংস্কার কার্য্য করা যায়; বর্ত্তমান সময়ে সমবায় স্বাস্থ্য সমিতির দ্বারাই এই কার্য্যের সুবিধা হইতেছে।

সমবায় রীতিনীতি

বাংলাদেশ

১৯৩১ সালের ১১নং জেনারেল সারকুলার

Authority to be taken by Banks to institute and conduct disputes under the Co-operative Societies' Act—Maintenance of a Register—Disputes by all Central Banks.

"গ্রাম্য সমিতিসমূহের কিস্তি খেলাপের একটি কারণ এই যে পঞ্চায়েতের সদস্যরা কিস্তি খেলাপ করিলে জোর করিয়া আদায় করিবার ক্ষমতা আইনত শুধু তাহাদের নিজেদের হাতে আছে—অন্য কাহারও নাই। বাকি টাকা আদায়ের জন্য ডিসপিউট দাখিল শুধু পঞ্চায়েৎ করিতে পারে। কিন্তু যেখানে তাহারা নিজেরাই দোষী, সেখানে তাহারা যে নিজেদের বিরুদ্ধে নালিশ করিবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। অবশ্য তাহা না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে কিন্তু এই ত্রুটির জন্য কোনো শাস্তির বিধান নাই।" ১৯২৯-৩০ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি (The Bengal Provincial Banking Enquiry Committee) তাঁহাদের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে ২৭৩ পৃষ্ঠায় পরামর্শ দিয়াছেন যে "সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যদি নিশ্চিত জানিতে পারেন যে পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য কিস্তি খেলাপ করিয়াছে ও পঞ্চায়েৎকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও পঞ্চায়েৎ তাহার বিরুদ্ধে ডিস্‌পিউটের মামলা রুজু করে নাই, তাহা হইলে সমিতির তরফ হইতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে ডিস্‌পিউটের মামলা করিবার ক্ষমতা দেওয়া বিধেয়। এইভাবে অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহের তরফে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে ডিসপিউটের মামলা করিতে হইলে আইন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই—কেবল সমিতিসমূহের নিকট হইতে ওকালতনামা নিলেই চলিবে। এই ওকালত-নামা সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইবার সময়, এবং যে-

সকল সমিতি পূর্ব্বেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাদের বেলায় ঋণের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে, লওয়া যাইতে পারে। উপবিধির আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিলে সমিতি নিজেই ডিসপিউটের মামলা করিতে পারে।"—ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির এই পরামর্শ অনুযায়ী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের নিজ নিজ এলাকার সমিতিসমূহের পক্ষে আবশ্যকমত মামলা করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে কোনো সমিতির পক্ষে সালিশী নিষ্পত্তির (award) পর, এই সালিশী নিষ্পত্তি অনুযায়ী কিছুতেই সহজভাবে পাওনা আদায় না হইলে দেওয়ানী আদালতের সাহায্যে পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা (executing the award) করিতে সমিতিরা নারাজ হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ ডিস্‌পিউটের মামলা রুজু করিবার ক্ষমতার সঙ্গে বাকি পাওনা আদায় করিবার ক্ষমতাও যাহাতে পায় তাহা বাঞ্ছনীয়। এই সকল মামলা কি-ভাবে চলিতেছে তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একটি করিয়া রেজিষ্টার রাখা উচিত। এই রেজিষ্টার এইরূপ হইবে :—

ক্রমিক সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	বাদী ও প্রতিবাদীর নাম	মোট দাবীর পরিমাণ	এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্টারকে কাগজপত্র পাঠানোর তারিখ	সালিশ নিয়োগের তারিখ	সালিশের নাম	নিষ্পত্তির তারিখ	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অফিস কর্তৃক নিষ্পত্তির ফলাফল প্রাপ্তির তারিখ	নিষ্পত্তি অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা	সম্পাদন			মন্তব্য
										তারিখ	মামলার সংখ্যা	ফলাফল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১ক	১১খ	১১গ	১২

রাইটার্স বিলডিংস,
কলিকাতা,
১০ অক্টোবর, '৩১

ইতি
শ্রীসুশীলকুমার গাঙ্গুলী
বাংলাদেশের সমবায়
সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার

গত ১৯৩১ সালের ৩১ আগষ্ট যে-বৎসর শেষ হয় সেই বৎসর ভারতবর্ষের মোট ১৩৯টি কাপড়ের কলের মধ্যে ২৩টি একেবারে কোনই কাজ করে নাই। এই বৎসর ঐ কলগুলির পেড্‌-আপ্‌-ক্যাপিট্যাল পূর্ব্ববৎসরের ৪০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৪০ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ঋণ-সমিতি

বাংলাদেশের সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণের জন্য "দি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ অফিসার্স্ ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক্ লিমিটেড্" (The Bengal Co-operative Officers' Credit Bank, Limited)—এই নামে একটি ঋণ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিটি সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে ঋণ দিবে, তাঁহাদের টাকা আমানৎ রাখিবে এবং অল্প অল্প টাকা জমাইয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্টকাল পরে একসঙ্গে অনেক টাকা পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

এই সমিতির উপবিধি মোটামুটি অন্যান্য 'আরব্যান ব্যাঙ্ক' বা সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট ঋণ-সমিতির মতো।

শুধু বাংলাদেশের সমবায় বিভাগের স্থায়ী কর্ম্মচারিগণ ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। প্রতি শেয়ারের মূল্য ২০৲ টাকা; এই টাকার অর্দ্ধেক কিস্তিতে কিস্তিতে দেয়, বাকি অর্দ্ধেক 'রিজার্ভ লায়াবিলিটি' বলিয়া গণ্য হইবে। প্রবেশ-ফি ১৲ টাকা মাত্র।

সভ্যেতর জনসাধারণও এই ব্যাঙ্কে আমানৎ রাখিতে পারেন; তবে সভ্য ও সভ্যেতর ব্যক্তির মধ্যে সভ্যগণ সর্ব্বদা সমধিক সুবিধা পাইবেন।

এই সমিতিতে আমানতের উপর নিম্নহারে সুদ দেওয়া হয়:—

১ বৎসরের জন্য	আমানতের	উপর শতকরা	৬½
২	"	"	৭
৩	"	"	৭½

সময় সময় শতকরা ৬ সুদে,৬ মাসের জন্য আমানৎ লওয়া হয়। আবশ্যকমত উক্ত সুদের হার পরিবর্ত্তন করা এবং নির্দ্দিষ্ট মেয়াদী কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমানতী টাকা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কোনো কারণের উল্লেখ না করিয়াও আমানতের জন্য টাকা ব্যাঙ্ক গ্রহণ না করিতে পারেন। কখনো কখনো বিশেষ হারে সুদ দেওয়া হয়, ব্যাঙ্কের সেক্রেটারির নিকট পত্র লিখিলে এ সম্বন্ধে সকল খবর পাওয়া যাইবে।

সভ্যগণকে যে-ঋণ দেওয়া হয় তাহার সুদের হার শতকরা ১২½; কিস্তি সময়মত পরিশোধ করিলে শতকরা ৩ রেহাই করা হয়। ঋণ পাইতে হইলে অবশ্য যোগ্য জামিন দিতে হয়। এই জামিন সভ্যগণের মধ্য হইতে হওয়া চাই, তবে কোনো সভ্য তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর জন্য জামিন হইতে পারেন না। বিনা জামিনেও ঋণ পাওয়া যায়, তবে তাহার জন্য বিশেষ কারণ থাকা চাই, যথা, সময়মত বেতন বা যাহা-খরচ না-পাওয়া। এই জাতীয় বিনা-জামিনে ঋণের উর্দ্ধতন পরিমাণ ঋণ-গ্রহীতার এক্মাসের বেতন এবং ১ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ অবশ্য-পরিশোধ্য। যে-সকল ঋণের পরিমাণ এক মাসের বেতন অপেক্ষা বেশী, সেই সকল ঋণ অন্তত ৩ বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধনীয়। কিস্তির কাল স্থির করার ভ পরিচালক-সঙ্ঘ (Board of Directors)-এর উপর। উর্দ্ধতন কিস্তির কাল ৩ বৎসর, তবে কোনো সভ্য এই উর্দ্ধতন কিস্তি পাইবার অধিকার দাবি করিতে পারেন না। ঋণ লইবার সময় সভ্যদের একটি বিশেষ কাগজ (authority slip)-এ লিখিয়া দিতে হইবে তাঁহার বেতন হইতে ঋণের টাকা কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই ব্যাঙ্ক শুধু সমবায়-বিভাগের কর্ম্মচারীদের জন্য স্থাপিত। তবে সমবায় বিভাগের যে-সকল কর্ম্মচারী এই ব্যাঙ্কের সভ্য নয়, তাঁহারা ঋণ পাইতে পারেন না। সুতরাং যাঁহারা এই ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চান, তাঁহাদের প্রথমত ইহার সভ্য হওয়া আবশ্যক। ব্যাঙ্কের সভ্যপদপ্রার্থিগণের জন্য মুদ্রিত 'আবেদন-পত্র' ব্যাঙ্কের আফিসে পাওয়া যায়; সভ্যপদপ্রার্থিগণকে এই আবেদন-পত্রে সেক্রেটারি-মহাশয়কে আবেদন করিতে হইবে।

বাংলাদেশের সকল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কেরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কে 'অ্যাকাউন্ট্' আছে; এই ব্যাঙ্কেরও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে 'একাউন্ট্' আছে। সুতরাং যে-সকল সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারী মফঃস্বলে থাকেন

তাঁহারা অনায়াসে স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মারফৎ এই ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন করিতে পারেন

ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে প্রার্থীকে প্রথমত ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় হইতে তিনটি কাগজ সংগ্রহ করিতে হইবে :— (১) ঋণের আবেদন-পত্র ; (২) বণ্ড-ফর্ম্ বা চুক্তি-পত্র ; (৩) অথরিটি-শ্লিপ (authority-slip). প্রথম ঋণের আবেদন-পত্র সহি করিয়া সেক্রেটারিকে পাঠাইতে হইবে। তাহা পরিচালক-সঙ্ঘ মঞ্জুর করিলে অপর কাগজ দুইটি দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে যথারীতি ভরাট করিয়া ও সাক্ষীদ্বয়ের সহি-সমেৎ ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হইবে। এই দলিলগুলি ব্যাঙ্কে পৌঁছাইলে সেক্রেটারি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে ঋণের টাকা ঋণ-প্রার্থীর নিকট পাঠাইবার কথা বলিবেন। ঋণ-প্রার্থী যেখানে থাকেন সেখানকার বা নিকটস্থ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মারফৎ প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক এই টাকা যাহাতে ঋণ-প্রার্থী পান তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিস্তির টাকা বা আমানতী টাকাও ঋণ-গ্রাহক বা আমানৎকারী এইরূপে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মারফৎ প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে পাঠাইতে পারেন এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে বলিয়া দিবেন যাহাতে এই টাকা 'কো-অপারেটিভ অফিসার্স্ ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক'-এর নামে জমা হয়। মণি অর্ডার যোগেও কিস্তির বা আমানতী টাকা পাঠাইতে পারা যায়, তবে এইভাবে প্রেরিত টাকার জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী নহেন।

রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ এই ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ; সেক্রেটারির নিকট এই ঠিকানায় ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিতে হইবে।

ভারতবর্ষের গবাদি পশুর সংখ্যা ১৯২৪-২৫ সালে যে-আদমসুমারি হইয়াছিল তদনুযায়ী নিম্নপ্রকার :—

গোরু জাতীয়—১৫,১৩,৩১,০০০

ভেড়া জাতীয়—৬,১৯,৪৪,০০০

অন্যান্য গবাদি পশু—৩৭,৭০,০০০

সম্পাদকীয়
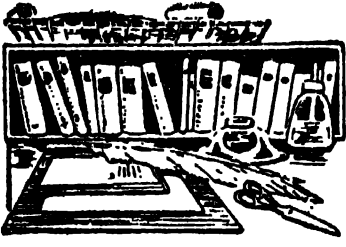
বিপিনচন্দ্র পাল

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পালের ৭৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। বাগ্মী, সুলেখক, পণ্ডিত, চিন্তানায়ক হিসাবে তাঁহার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার খ্যাতি একদা ইংল্যাণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র যথার্থ স্বদেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশের কল্যাণ কিসে হয় তাহা ব্যাপকভাবে ভাবিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার এই ব্যাপক দৃষ্টিতে সমবায় প্রচেষ্টাকে তিনি খুব বড় করিয়া দেখিতেন। সমবায়ের সাহায্যে গ্রাম-সংগঠনের কথা তিনি বিশেষ করিয়া ভাবিতেন ও বলিতেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি কলিকাতায় ও মফস্বলে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি ও অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একাধিক সভায় যোগ দিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে ১৯২৯ সালের ২৯ এপ্রিল সাহাজাদপুরে যে সমবায় সম্মিলনী হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। এই সম্মিলনীর তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন; এই উপলক্ষ্যে তিনি যে বক্তৃতা করেন ভাণ্ডারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষতি হইল।

এ্যালবার্ট টমাস

ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রবাদী ও সমবায়িক অ্যালবার্ট টমাস গত ৭ই মে প্যারিসে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৪। তাঁহার এই অকালমৃত্যু সমবায়-প্রচেষ্টার এবং বিশেষভাবে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষে শোচনীয়, কেননা তিনি ১৯১৯ সাল হইতে 'লীগ্ অফ নেশনস্' নামক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত 'ইন্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস' বা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নানাজাতির সহযোগে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সকল দেশের সকল কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ ও প্রচার ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টা করা। তাহা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মতো আদর্শনিষ্ঠ কর্ম্মীপুরুষ খুব কম দেখা যায়। সমবায় প্রচেষ্টার আদর্শ তাঁহাকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, তাঁহার একাধিক রচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ্যালবার্ট টমাস বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন জগতের সকল দেশের শ্রমজীবীদের অকৃত্রিম ও অক্লান্তকর্ম্মী বন্ধু হিসাবে। যে-দিন হইতে তিনি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন সেইদিন হইতে হইতে শ্রমিকদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে-অভাব হইল তাহা পূরণ করা সহজ হইবে না।

মাদ্রাজে সমবায় জীবন-বীমা

ভারতবর্ষে সমবায় প্রণালীতে জীবন-বীমার প্রবর্ত্তন সর্ব্বপ্রথম হয় বাংলাদেশে "বেঙ্গল প্রভিডেন্ট্ কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স্ সোসাইটি" স্থাপনের দ্বারা। বাংলা দেশের পর বম্বে প্রদেশে সমবায় জীবন-বীমা সমিতি স্থাপিত হয়। সম্প্রতি মাদ্রাজেও এই জাতীয় একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই নব-প্রতিষ্ঠিত সমিতিটির নাম "সাউথ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড।" গত ২৯এ জানুয়ারি ইহার কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাজের সমবায় বীমা সমিতিটি ১৯১২ সালের সমবায় আইন অনুসারে রেজিষ্টার্ড। ইহার মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা; ১৲ টাকা মূল্যের ১০ লক্ষ শেয়ারে তাহা বিভক্ত। শেয়ার পূর্ণ মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে ও এই বাবদ কোনো 'রিজার্ভ লায়াবিলিটী' অংশীদারদের নাই। এক হাজার টাকা মূল্যের বেশি শেয়ার কোনো ব্যক্তি কিনিতে পারে না তবে কোনো রেজিষ্টার্ড সমবায় সমিতি যত ইচ্ছা শেয়ার কিনিতে পারে। মাত্র একটাকা মূল্যের শেয়ার কিনিলেই যে-কোনো ব্যক্তি এই সমিতিতে বীমা করিতে ও উহার সভ্য হইতে পারে। ১০ লক্ষ টাকার মূলধনের ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যে বহু ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইতে পারিবে ও অল্প টাকার বীমা করাইতে পারিবে। তবে পরে আবশ্যকমত মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে এবং মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও পুদুকোটা, এই চারটি দেশীয় রাজ্যে এই সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র আবদ্ধ।

নিম্নতন একশত হইতে উর্দ্ধতন পাঁচহাজার টাকা পর্য্যন্ত এই সমিতিতে বীমা করা চলিবে। পাঁচশত টাকার উপর

বীমা করিতে হইলে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করিয়া যে-জীবন বীমা করা হয় তাহার বেলায় এই নিয়ম যে বীমা করিবার এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে বীমার টাকা দেয় নহে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে খরচ খরচা বাদে মোট প্রিমিয়ম যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে একযোগে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায় এই ব্যবস্থার ফলে এই সমিতিটীর পরিচালন-ব্যয় খুব অল্প হইবে।

সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণের জন্য সমবায় সমিতি

বাংলাদেশের সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণের জন্য একটি ঋণ-সমিতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিটির বিবরণ এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইল। সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীরা এতদিন শুধু জনসাধারণের নিকট সমবায়ের সুফল ও সুবিধা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এই সুযোগ ও সুবিধা যাহাতে তাঁহারা নিজেরাও ভোগ করেন তাহার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এই নব প্রতিষ্ঠিত সমিতি এই অভাব দূর করিবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা শীঘ্রই হইবে। এই সভার জন্য অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির নাম যথাসম্ভব শীঘ্র সংগঠন সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কি-ভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে তাহার জন্য সংগঠন সমিতির সংশোধিত উপবিধিসমূহের ১৭নং উপবিধি দ্রষ্টব্য। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে বিলম্ব ঘটিলে বার্ষিক সভারও অযথা বিলম্ব ঘটিবে, সুতরাং অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহ যাহাতে বিশেষ তৎপরতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে উক্ত ১৭নং উপবিধির অন্তর্গত একটি মন্তব্যে এই বিধান আছে যে যে-সকল ব্যক্তি-সভ্যের বা সমিতি-সভ্যের চাঁদা বাকি পড়িয়াছে তাঁহাদের বার্ষিক সভার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে যোগ দিবার বা ভোট দিবার অধিকার নাই। গত বার্ষিক সভায় অন্তর্ভুক্ত সমিতি সমূহ নিয়মত চাঁদা না দেওয়ায় সংগঠন সমিতির কার্য্যে যে কিরূপ অসুবিধা হইতেছে তদ্বিষয়ে আলোচনা হয় ও এই আলোচনার ফলে এই প্রস্তাব পাশ হয়:—

"এই সভা সমস্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত সমিতিদিগের চাঁদা ৩ মাসের মধ্যে পাঠাইয়া দেন। যাঁহাদিগের নিকট বেশি চাঁদা বাকি আছে তাঁহারা যেন আপাতত অন্তত ২ বৎসরের চাঁদা এক সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবার সময় সংগঠন সমিতির এই বিষয়ে যে-নিয়ম আছে তাহা যেন জানাইয়া দেওয়া হয়।"

আমরা আশা করি বাকি চাঁদা সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত সমিতিসমূহ অবহিত হইবেন।

Printed and Published by A. C. Sarkar, at the Classic Press, 9-3, Ramanath Majumdar Street, Calcutta, for the Bengal Co-operative Organisation Society, 3-1, Bankshall Street, Calcutta.

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ প্রাভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড

হেড অফিস :—৩১ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১) সম্পূর্ণ স্বদেশী প্রতিষ্ঠান। (২) প্রিমিয়াম অতি অল্প। (৩) ডাক্তারী পরীক্ষা নাই। (৪) লভ্যাংশ সমস্তই বীমাকারীর প্রাপ্য। (৫) লুপ্ত পলিসি উদ্ধারের অভিনব পন্থা।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সমবায় জীবনবীমা সমিতি। বাঙ্গালার প্রায় সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেই ইহার শাখা অফিস আছে। বাঙ্গালা দেশের প্রবীণ এবং প্রধানতম সমবায়ীগণই ইহার ডিরেক্টর। এই সমিতিতে ৫০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বীমা করা যাইবে। অন্যান্য দেশে গরীবদিগের জীবনবীমার যেরূপ সুবিধা আছে এদেশে সেরূপ নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই এই সমিতির সৃষ্টি। বহুপ্রকার সুযোগ সুবিধা এই সমিতি প্রদান করিতেছে।

বিস্তারিত বিবরণ সমিতির অনুষ্ঠানপত্রে দ্রষ্টব্য। আজই অনুষ্ঠানপত্রের জন্য সমিতির হেড অফিসে সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন অথবা নিকটস্থ সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন।

স্বদেশী নিব

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত বিদেশী অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে।

ওরিয়েণ্ট-রিলিফ নিব মূল্য প্রতি গ্রোস ৸০ আনা
ওরিয়েণ্ট রেড ,, ,, ৸৶০ আনা
ডাকমাশুল প্রত্যেক অর্ডারের জন্য ।৵০ আনা মাত্র।

ORIENT MADE IN CALCUTTA
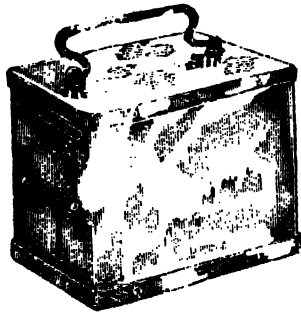
অতিরিক্ত ডাকমাশুল আমরা বহন করিয়া থাকি। **হোম সেভিং বাক্স** প্রত্যেক গৃহস্থের ব্যাঙ্কের এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটির ব্যবহার্য্য কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত। পিতলের ১টীর মূল্য ২ টাকা ৫টী কিংবা তদূর্দ্ধ—প্রত্যেকটী ১৸০। লোহার (বাদামি রং করা) প্রত্যেকটীর মূল্য ৸৵০ তের আনা। লোহার বাক্স ২০টীর কম বিক্রয় হয় না। প্রাপ্তিস্থান :—ওরিয়েণ্ট লিমিটেড, ১৪নং নবাই সিংহ লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা।

দেশের অর্থ দেশে রাখুন

এবং

দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন সংস্থানের সহায়তা করুন।

ভারতে উৎপন্ন হাতে তৈয়ারী

জগৎ বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৫৭ নং বা ২৫৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত

সেবন করুন

ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন

আমাদের প্রস্তুত বিড়ি বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়।

পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন। একমাত্র প্রস্তুত কারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

৫১ নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,

গোণ্ডিয়া, (সি, পি,) বি, এন, আর।

☞ আমাদের বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খরচা ও পাইকারী পাওয়া যায়; দরের জন্য পত্র লিখুন